# বিপ্লবের আহুতি

( টলষ্টয় অবলম্বনে )

'সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা', 'বিধবা বিবাহ',
'অস্পৃশ্যের মুক্তি' ও 'হিন্দুসংগঠন' প্রণেতা
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত

তরুণ সাহিত্য মন্দির,
১৯, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলিকাতা

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন,
তরুণ সাহিত্য মন্দির,
১৯, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৩৫

বি, পি, এম্'স্ প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ মজুমদার
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা

# নিবেদন

মনীষি টলষ্টয় লিখিত What For এবং The Divine and the Human or Three More Deaths নামক দুটি গল্পের অনুবাদ 'বিপ্লবের আহুতি' নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম। অনুবাদে অধিকাংশস্থলে রুশীয় নামের স্থানে ইচ্ছামত ইংরেজী নাম ব্যবহার করিয়াছি। অত্যাচারী রুশ গভর্ণমেণ্টের হাতে বিপ্লববাদীরা কিরূপ নিদারুণ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিত, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইহাতে পাইবেন।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে এবং অপর যাঁহারা এই পুস্তক প্রকাশ করিতে আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

১৯, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলিকাতা

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন

# সূচীপত্র

# বিপ্লবের আহুতি

## কেন ?

### ১

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ডেভিডের মৃত বন্ধুর একমাত্র পুত্র মাইকেল, কিছুদিনের জন্য তাঁহার মহালে আসিয়াছিলেন। ডেভিডের বয়স ছিল ৬৫ বৎসর—কপাল চওড়া, জাঁকাল গোঁফ, মুখ-মণ্ডল এক নম্বরের পাকা ইটের ন্যায় লাল। পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ভাগ-বাটোয়ারার সময় তিনি দেশ-প্রেমিক বলিয়া বেশ খ্যাতিলাভ করেন। মাইকেলের পিতার সহিত একই সৈন্যদলে থাকিয়া তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ভ্রষ্টা দ্বিতীয় ক্যাথারিন ও তাহার শয়তান উপপতিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। এই উপপতির নাম ছিল 'দেশদ্রোহী' পানিত্রাস। রাত্রি-অবসানে সূর্য্যোদয় যেমন সুনিশ্চিত, পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা তাঁহার মতে সেইরূপ সুনিশ্চিত ছিল।

নেপোলিয়নের অধীনে ১৮২২ সালে তিনি এক সৈন্যদলের নায়ক ছিলেন। নেপোলিয়নকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও পূজা করিতেন। তাঁহার পতনে তিনি দুঃখিত হন; কিন্তু পোল্যাণ্ড-রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তিনি কখনও হতাশ হন নাই। প্রথম আলেকজেণ্ডার কর্ত্তৃক ওয়ারশ নগরে আইন সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার আশা উজ্জ্বল হয়। কিন্তু পবিত্র সংঘের প্রতিষ্ঠায়, ইউরোপব্যাপী প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাতে, কনষ্ট্যাণ্টাইন বিশেষতঃ নিকোলাসের আত্ম-প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টায় এবং ১৪ই ডিসেম্বরের ষড়যন্ত্রের লোপে তাঁহার অন্তরের আশা পূর্ণ হইতে বিলম্ব ঘটাইল। তাঁহার বয়সও বাড়িতে লাগিল। ১৮২৫ সালে তিনি গ্রামে গেলেন এবং জনকা নামক মহালে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কৃষি, শিকার ও পড়াশুনা লইয়া থাকিতেন। দ্বিতীয়পক্ষে সম্ভ্রান্ত বংশের কোনো নিঃস্ব সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ সুখের হয় নাই। এই পত্নীকে তিনি ভালও বাসিতেন না, শ্রদ্ধার চক্ষেও দেখিতেন না। দ্বিতীয় পক্ষে তাঁহার কোনো সন্তান জন্মে নাই। প্রথম পক্ষের দুটি কন্যা ছিল। বড় জনের নাম ভাণ্ডা—সে ছিল পরমা সুন্দরী। ভাণ্ডা আপনার সৌন্দর্য্য ও কটাক্ষের মূল্য বুঝিত। ছোট জনের নাম আলবিনা। সে ছিল বাপের বিশেষ আদরের। তার শরীর ছিল কৃশ, চুলগুলি পাতলা ও কোঁকড়া কোঁকড়া, চোখদুটি কটা ও উজ্জ্বল।

মাইকেল যখন এবার আসিয়াছিলেন, তখন আলবিনার বয়স

ছিল পনর বৎসর। ছাত্রাবস্থায় তিনি ভিলনায় মিষ্টার ডেভিডের বাড়ীতে আসিতেন। ডেভিড সপরিবারে শীতকালটা এখানে কাটাইতেন। এই সময় ভাণ্ডার সহিত মাইকেলের বিবাহের কথা হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত ও স্বাধীন হওয়ার পর তিনি এই প্রথমবার তাহাদিগকে পল্লীভবনে দেখিতে আসিলেন। জনকার সকলেই তাঁহার আগমনে খুসী হইল। বৃদ্ধ ডেভিড তাঁহাকে ভালবাসিতেন কারণ তাঁহাকে দেখিলেই বৃদ্ধের বন্ধুর কথা মনে পড়িত। ইহা ভিন্ন মাইকেল খুব উৎসাহ ও আবেগভরে পোল্যাণ্ড এবং অন্যান্য দেশের বিপ্লবের কথা বলিতেন। বিদেশে এইরূপ বিপ্লব তিনি হালে দেখিয়া আসিয়াছেন। গৃহিনীর নিকট এই আগমন বিশেষ সুখের হইয়াছিল, কারণ নূতন লোকের সাক্ষাতে কর্ত্তা আপনাকে বিশেষ সামলাইয়া চলিতেন এবং তাহাকে গালি দেওয়ারূপ নিত্য-কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতেন। ভাণ্ডা সুখী হইয়াছিল, কারণ সে ধরিয়া লইয়াছিল যে, মাইকেল তাঁহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিতে আসিয়াছেন। সে এই বিবাহে সম্মতি দিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু আত্ম-সংবরণ করিয়া নিজেকে নিজে বলিল, "উতলা হ'য়ো না; আপনার মান আপনি রাখ।" সকলে সুখী হইয়াছিল বলিয়া, আলবিনা সুখী হইয়াছিল। কেবল যে ভাণ্ডা ভাবিয়াছিল যে, মাইকেল তাহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিতে আসিয়াছেন, তাহা নহে; মুখে কেহ কিছু না বলিলেও বৃদ্ধ গৃহকর্ত্তা হইতে দাসী লুডভিগা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই ইহা ভাবিয়াছিল। বাস্তবিক

ব্যাপারটি ছিল তাই ; তিনি সত্যই এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন ; কিন্তু এক সপ্তাহ পরে এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন— তাঁহার মনটি কোনো কারণে উত্তেজিত এবং ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ আকস্মিক বিদায়ে সকলে বিস্মিত হইল ; কিন্তু আলবিনা ভিন্ন কেহই ইহার কারণ বুঝিল না। আলবিনা জানিত ইহার কারণ সে নিজে। এই সাত দিনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, জনকায় থাকার সময় মাইকেল তাহাকে কাছে পাইলে আনন্দে আত্মহারা হইতেন। শিশুর সহিত লোকে যেরূপ করিয়া থাকে, তিনি আলবিনার সহিত তেমনি হাস্য-কৌতুক করিতেন, তাহাকে বিরক্ত করিতেন ; কিন্তু নারী-সুলভ সংস্কার বশে সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মাইকেলের এই ব্যবহারের ভিতর শিশু ও বয়স্কের সম্বন্ধ নাই, এখানে আছে নারী ও পুরুষের সম্বন্ধ। আলবিনা যখন ঘরে প্রবেশ করিত অথবা ঘর হইতে বাহির হইত, তখন যেরূপ আকুল নয়নে সপ্রেম দৃষ্টিতে মাইকেল তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া আলবিনা ইহা বুঝিয়াছিল। ইহা কি আলবিনা তাহা তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করে নাই—কিন্তু মাইকেল তাহার সহিত মধুর ব্যবহার করিতেন, এবং সেও যাহাতে তিনি সুখী হন তাহাই করিত ; এবং সে যাহা কিছু করিত, তাহা মাইকেলের ভাল লাগিত। সে কুকুরের সাথে যে ভাবে ছুটিয়া বেড়াইত, মাইকেল তাহা খুব পছন্দ করিতেন। সামান্য সামান্য কারণে উচ্চহাস্য দ্বারা সে যে-ভাবে বাড়ীখানি সরগরম করিয়া তুলিত,

তাহাতে তিনি আনন্দিত হইতেন। চোখের কোনে হাসি লুকাইয়া, পোল রোমান কাথলিক পুরোহিতের ধর্ম্মোপদেশ সে যেরূপ গাম্ভীর্য্যের সহিত শুনিত, তাহা দেখিয়া তিনি পুলকিত হইতেন। অসাধারণ দক্ষতার সহিত বৃদ্ধা ধাত্রী, মাতাল প্রতিবেশী অথবা তার নিজের কথা যখন সে নির্ভুলভাবে অনুকরণ করিত, কিংবা মুহূর্ত্তের মধ্যে এক ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া অন্য ব্যক্তির কথা নকল করিত, তখন তিনি খুসী হইতেন। তাহার অদ্ভুত অভিনয় শক্তি দেখিয়া, সকলের ন্যায় তিনিও বিস্মিত হইতেন। এ জন্যও তিনি তাহাকে ভাল বাসিতেন। সর্ব্বোপরি তাহার আনন্দোল্লাসপূর্ণ জীবন তিনি পছন্দ করিতেন। তাহাকে দেখিয়া মনে হইত, সে এই সর্ব্বপ্রথম জীবনের আনন্দের স্বাদ পাইয়াছে এবং তাহা ভোগ করার জন্য অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আলবিনার এই বিশেষপ্রকার আনন্দোচ্ছ্বাস মাইকেলের মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার ইহা ভাল লাগিতেছে জানিয়াই, আলবিনার আনন্দ যেন বৃদ্ধি হইত। এইরূপে শুধু আলবিনাই জানিত, কেন বিবাহের প্রস্তাব করিতে আসিয়া, কিছু না বলিয়া মাইকেল চলিয়া গেলেন। সে আপনার অন্তরের গভীরে ইহা অনুভব করিয়াছিল যে, মাইকেল তাহার বড় ভগ্নীকেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করিয়াছিল কিন্তু তাহাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছেন। মাইকেল নিজেই ইহাতে এতদূর বিস্মিত হইলেন যে, মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে না পারিয়া, কোনো প্রস্তাব না করিয়া তিনি বিদায় লইলেন। বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা,

সুন্দরী ভাণ্ডার তুলনায় আলবিনা নিজেকে অতি সামান্য মনে করিত। সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কিন্তু সব ব্যাপার না বুঝিলেও ইহাতে সে আনন্দিত না হইয়া পারিল না। মাইকেল তাহাকে ভালবাসিতেন, আলবিনাও তাঁহাকে ভালবাসিতে সুরু করিল। আলবিনা মাইকেলকে জীবনের সর্ব্বপ্রথম ও একমাত্র ভালবাসার পাত্র ভাবিল।

২

নবেম্বরের শেষে জনকায় খবর পৌছিল যে ওয়ার্শতে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, কনষ্টাণ্টাইন পলায়ন করিয়াছেন, রাষ্ট্রীয় সমিতি রোমানফ বংশ হইতে পোল্যাণ্ডের সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া লোপিট্‌স্‌কিকে সর্ব্বে-সর্ব্বা ঘোষণা করিয়াছে এবং পোলজাতি পুনরায় স্বাধীন হইয়াছে। এই বিদ্রোহ তখনও জনকায় পৌছে নাই; কিন্তু বাসিন্দারা ইহার প্রসারের খবর রাখিত এবং আশা করিতেছিল শীঘ্রই ইহা সেখানে পৌছিবে। বিদ্রোহের অন্যতম নেতা এক পুরাতন বন্ধুর সহিত ডেভিডের পত্র ব্যবহার চলিতে লাগিল। নানা প্রকৃতির লোকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। একটা কিছু করার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন। অতিরিক্ত আগ্রহের সহিত ডেভিড-গৃহিণী স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইহা ডেভিডের নিকট শুধু বিরক্তি-কর ঠেকিল। ভাণ্ডা ওয়ার্শতে এক বন্ধুর নিকট তাহার হীরকের আংটী পাঠাইল—উদ্দেশ্য বিক্রয়-লব্ধ অর্থ বৈপ্লবিক সমিতিতে

দেওয়া। মাইকেল যাহা যাহা করিতেন আলবিনা তার খোঁজ রাখিত। পিতার নিকট সে শুনিল তিনি ডারমিট্‌স্‌কির সৈন্যদলে যোগ দিয়াছেন। মাইকেল দু'খানা চিঠি দিয়াছিলেন। প্রথম চিঠিতে লিখিলেন যে, তিনি সৈন্যদলে যোগ দিয়াছেন। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি দ্বিতীয় চিঠি লিখিলেন—তাহাতে তিনি প্রথম যে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন, তার বিশদ বিবরণ ছিল। ডারমিট্‌স্‌কির অধিনায়কতায় পোলেরা এক রুশ-সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিয়া দুই শত রুশকে বন্দী করেন। এ সংবাদে আলবিনা আনন্দে অধীর হইল। সে মানচিত্র লইয়া বসিল এবং খড়ি পাতিয়া ঠিক করিল কোন্ স্থানে কত দিনের মধ্যে রুশগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবে। তাহার পিতা যখন ধীরে ধীরে ডাকের চিঠি খুলিতেন, তখন সে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া কাঁপিয়া উঠিত। একদিন তাহার বিমাতা তাহাকে পা-জামা ও জ্যাকেট পরা অবস্থায় দেখিলেন। পুরুষের বেশে বাড়ী হইতে পলাইয়া যাইয়া পোল-সৈন্যদলে যোগ দিবার ইচ্ছা তাহার হইয়াছিল। কর্ত্তার কাণে এ সংবাদ পৌছিল। তিনি কন্যাকে ডাকাইলেন এবং আন্তরিক সহানুভূতি ও প্রশংসা গোপন করিয়া মৃদু ভৎ‍র্সনা করিলেন। তাহাকে বলিলেন, সে যেন এই সব পাগলের খেয়াল ছাড়িয়া দেয়। নারীর কর্ম্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র। যাহারা দেশের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিবে, নারী তাহাদিগকে ভালবাসিবে ও সান্ত্বনা দিবে। এখন সে পিতার সেবা করিতেছে; পিতাকে আনন্দ ও সান্ত্বনা দিতেছে—এককালে সে এইভাবে স্বামীর

সেবা করিবে। কিরূপে তাহাকে দিয়া কাজ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। আভাসে তাহাকে জানাইলেন তিনি অসুখ ও নির্জ্জনতা বোধ করিতেছেন। আলবিনা পিতার গায়ের উপর গাল রাখিয়া দাঁড়াইল—সে চোখের জল লুকাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তার অশ্রুধারায় পিতার গাউনের একাংশ ভিজিয়া গেল। প্রতিজ্ঞা করিল, পিতার সম্মতি ভিন্ন সে কোনো-কিছু করিবে না।

৩

পোল্যাণ্ডের ভাগ-বাটোয়ারার পর ঘৃণিত জার্মাণ এবং বর্ব্বর রুশের হাতে পোলগণ যে নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিল সে খবর যাঁহারা রাখেন, শুধু তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের স্বাধীনতা লাভের নিষ্ফল চেষ্টার পর আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া ১৮৩০ সালে পোলগণ কি অতুল আনন্দ ভোগ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এই আশা বেশী দিন স্থায়ী হইল না। আবার বিদ্রোহ দমন হইল। আবার সহস্র সহস্র নির্ব্বোধ আজ্ঞাবহ রুশকে পোলাণ্ডে খেদাইয়া লওয়া হইল। মাতাল জার্মাণ ডিবিচ স্থূলকায় সেনাপতি পাস্কেবিচ এবং তদপেক্ষা স্থূলকায় ও স্থূলবুদ্ধি প্রথম নিকোলাসের অধিনায়কতায়, কেন কি করিতেছে না জানিয়া, তাহারা তাহাদের নিজেদের ও ভ্রাতৃসদৃশ পোলদের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিয়া তাহাদিগকে দলিত পিষ্ট করিল এবং দুর্ব্বলচিত্ত অপদার্থ লোকের অধীন করিয়া দিল। এই অপদার্থ লোকগুলি পোলদের

স্বাধীনতা কামনা অথবা তাহাদিগকে দমন করিবার চিন্তা লইয়া মাথা ঘামাইত না—তাহারা নিজেদের লোভ দুরাশা এবং বৃথা অভিমান চরিতার্থ করার কথাই শুধু ভাবিত। ওয়ারশ গ্রহণ এবং বিভিন্ন বিদ্রোহীদলকে পরাজিত করা হইল। সহস্র সহস্র লোককে নির্ব্বাসিত করিয়া গুলি করিয়া ও বেত্রাঘাতে নিহত করা হইল। নির্ব্বাসিতের মধ্যে ছিলেন যুবক মাইকেল। তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং তাঁহাকে উরাল প্রদেশে এক সৈন্যদলভুক্ত হইয়া থাকিবার জন্য নির্ব্বাসন করা হইল।

বৃদ্ধ ডেভিড ১৮৩১ সাল হইতে হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। স্বাস্থ্য লাভের জন্য তিনি ১৮৩২ সালের শীতকাল ভিল্‌নায় কাটাই-লেন। এখানে থাকিতে থাকিতে দুর্গে আবদ্ধ মাইকেলের এক চিঠি তাহারা পাইলেন। মাইকেল লিখিয়াছিলেন, তিনি এ পর্য্যন্ত যত অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন তাহা যতই যন্ত্রণাদায়ক হউক না কেন, এবং ভবিষ্যতে যত প্রকার বিপদই আসুক না কেন, জন্মভূমির জন্য নির্য্যাতন সহিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। যে কাজের জন্য তিনি জীবনের এক অংশ ব্যয় করিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট জীবন দিতে প্রস্তুত আছেন, তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি নিরাশ হন নাই। কোনো সুযোগ উপস্থিত হইলে, এখন হইতে সেই ভাবে কাজ করিবেন। চিঠির এই ক'টি কথা পড়ার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধের কণ্ঠ রোধ হইল—অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি চিঠি পড়িতে পারিলেন না। ভাঙা বাকী অংশ

পড়িল। এই অংশে মাইকেল লিখিয়াছিলেন, গতবারে তাহাদের সহিত সাক্ষাতের সময় তাঁহার কল্পনা ও স্বপ্ন যাহাই থাকুক না কেন, সেগুলি তাঁহার জীবনের সর্ব্বোজ্জ্বল স্মৃতিরূপে থাকিবে— তিনি সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলিতে পারেন না এবং বলিতে ইচ্ছাও করেন না।

ভাণ্ডা ও আলবিনা নিজের নিজের ভাবে এই শব্দগুলির অর্থ করিল, কিন্তু তাহারা কে কি বুঝিল তাহা কাহাকেও বলিল না। চিঠির শেষ অংশে মাইকেল প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাইলেন, এবং গতবার তাহাদের বাড়ীতে থাকার সময় আলবিনার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেন, অন্যান্য কথার মধ্যে খেলার ছলে সেই সব কথার উল্লেখ করিলেন। তিনি জানিতে চাহিলেন, এখনও কি সে গ্রেহাউণ্ডের চেয়ে দ্রুত দৌড়াইতে এবং সকলের কথা অনুকরণ করিতে পারে? তিনি বৃদ্ধের স্বাস্থ্য মাতার সাংসারিক উন্নতি, ভাণ্ডার উপযুক্ত বর প্রাপ্তির কামনা জানাইলেন। আলবিনার সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন জীবনের আনন্দ-ধারা যেন তার অনেক দিন পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে।

## ৪

বৃদ্ধ ডেভিডের স্বাস্থ্য ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। ১৮৩৩ সালে পরিবারের সকলে বিদেশে গেলেন। ব্যাডেনে এক ধনবান নির্ব্বাসিত পোলকে দেখিয়া ভাণ্ডা তাহাকে বিবাহ করিল। বৃদ্ধের অসুখ দ্রুত বাড়িয়া উঠিল। কয়েক মাসের মধ্যে আলবিনার কোলে

মাথা রাখিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে তাঁহার সেবা করিতে দিলেন না, এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া যে ভুল করিয়াছেন, সে ভুলের জন্য তাঁহাকে ক্ষমাও করিলেন না। ডেভিড-জায়া আলবিনার সহিত গ্রামের বাড়ীতে ফিরিলেন। আল-বিনার জীবনের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল মাইকেল—মাইকেল সম্বন্ধে তিনি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার সেবায় তিনি আপনাকে উৎসর্গ করা স্থির করিলেন। বিদেশে বাস করিতে যাওয়ার পূর্ব্ব হইতেই তিনি তাঁহার সহিত চিঠি লেখা সুরু করিয়া-ছিলেন—প্রথমে পিতার আদেশে পরে নিজের ইচ্ছায়।

পিতার মৃত্যুর পর, পোলাণ্ডে ফিরিয়া আসার পরও তিনি তাঁহার নিকট চিঠি দিতে থাকিলেন। যখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হইল, তখন বিমাতাকে জানাইলেন যে মাইকেলকে বিবাহ করিবার জন্য তিনি উরাল প্রদেশে যাওয়া স্থির করিয়াছেন। বিমাতা ইহাতে মাইকেলের দোষারোপ করিলেন। বলিলেন, দুঃখদৈন্যময় জীবনের কঠোরতা কমানর জন্য তিনি এক ধনী বালিকাকে প্রলুব্ধ করিয়াছেন। ইহাতে আলবিনা রাগ করিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য নীচ এরূপ চিন্তা করা শুধু তাঁহার ন্যায় বিমাতার পক্ষেই সম্ভব। তিনি কহিলেন, মাইকেল তাঁহার সাহায্য লইতে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া তিনি সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত বিবাহিত হইবেন স্থির করিয়াছেন। আলবিনা ছিলেন সাবালিকা, তাঁহার টাকাও ছিল—

তাঁহার এক মামা তাঁহাকে ও ভাগ্নাকে সাড়ে চারি লক্ষ টাকা উইল করিয়া দিয়া যান—সুতরাং কেহই তাঁহাকে ঠেকাইতে পারিল না।

১৮৩৩ সালের নবেম্বর মাসে তিনি বাড়ী হইতে চোখের জলে বিদায় লইলেন। তাঁহার মনে হইল মস্কোবাসীদের অজ্ঞাত কোনো এক মৃত্যুর দেশে তিনি রওনা হইলেন। অনুগত লুডভিগার সহিত তিনি পিতার ঢাকনীযুক্ত গাড়ীতে উঠিয়া সুদীর্ঘ পথে পাড়ি ধরিলেন—গাড়ীখানি এই উপলক্ষে মেরামত করা হইয়াছিল।

৫

মাইকেলকে ব্যারাকে থাকিতে হইত না, তিনি এক বাড়ীতে থাকিতেন। প্রথম নিকোলাস ভাবিতেন, তিনি পোলদিগকে শুধু শারীরিক দুঃখ দিয়া এবং দারিদ্র্যপীড়িত করিয়া নিরস্ত হইবেন না, তিনি তাহাদিগকে অপমানিতও করিবেন। তিনি বলিতেন প্রত্যেক স্থানের কর্ত্তৃপক্ষ যেন তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করে। কিন্তু তাহার হুকুম তামিল করিবার ভার যে সব সাদাসিধা লোকের উপর ছিল, মানুষ হিসাবে তাহারা নিকোলাসের অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। তার হুকুম না মানিলে বিপদ হইতে পারে জানিয়াও তাহারা তাহার অন্যায় আদেশ মানিত না। মাইকেলকে যে পল্টনে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল, তার কর্নেল ছিলেন একজন অর্দ্ধ শিক্ষিত সাধারণ শ্রেণীর লোক। তিনি এককালের ধনী ও উচ্চ-শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকের অবস্থা বুঝিতেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে

তিনি সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাও তিনি জানিতেন। কর্ণেল তাঁহাকে সম্মান করিতেন, তাঁহার দুঃখে ব্যথিত হইতেন এবং এই দুঃখ দূর করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। মাইকেলও কর্ণেলের দয়ার মর্য্যাদা বুঝিতেন। কর্ণেলের পুত্রেরা সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল—তিনি তাহাদিগকে গণিত ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

উরাল প্রদেশে মাইকেলের সাত মাস কাটিল—এখানকার জীবন যাপন প্রণালী তাঁহার নিকট একঘেয়ে ও পীড়াদায়ক ঠেকিল। সেনাপতির নিকট হইতে তিনি সর্ব্বদা দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন; কর্ণেল এবং সেনাপতি ভিন্ন তিনি মাত্র এক নির্ব্বাসিত ব্যক্তিকে জানিতেন—সে এক অশিক্ষিত, চোট্টা শয়তান প্রকৃতির বদমেজাজী পোল—সে মাছের কারবার করিত। নিজেকে অভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লওয়ানই ছিল মাইকেলের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন সমস্যা। সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের পর তাঁহার একরূপ কিছুই ছিল না। একটি শীলমোহর একটি আংটী ও একটি ঘড়ি তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন—একে একে তিনি এ সব বিক্রয় করিলেন।

নির্ব্বাসনের পর তাঁহার প্রধান ও এক মাত্র আনন্দের বিষয় ছিল আলবিনার সহিত তাঁহার পত্রব্যবহার। আলবিনার সুন্দর মূর্ত্তি জনকার সাক্ষাতের পর, তাহার অন্তরে স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল —কল্পনার চক্ষে তিনি দেখিতেন সে সৌন্দর্য্য ক্রমে বাড়িতেছে।

একখানা চিঠিতে আলবিনা প্রশ্ন করিলেন, তিনি পুরাতন চিঠির 'তাঁহার কল্পনা ও স্বপ্ন যাহাই থাকুক না কেন' অর্থে কি বুঝিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে লিখিলেন, তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। আলবিনা জানাইলেন, তিনিও ঐরূপ স্বপ্নে বিভোর থাকিতেন। মাইকেল লিখিলেন আলবিনা এ কথা না লিখিলেই ভাল করিতেন—যাহা এক সময় সম্ভব ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে অসম্ভব, তাহা চিন্তা করিতে যাওয়াই মর্ম্মপীড়াদায়ক। আলবিনা লিখিলেন —ইহা কেবল মাত্র সম্ভব নহে, কিন্তু অবিলম্বে বাস্তবে পরিণত হইবে। তাঁহাকে জানাইলেন তিনি তাঁহাকে ভালবাসেন ও তাঁহাকে স্বামীরূপে পাইতে ইচ্ছা করেন। মাইকেল লিখিলেন, তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা অসম্ভব, তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না এবং এ বিবাহ বাঞ্ছনীয় নহে। আলবিনা তাঁহার জীবন-যাপন প্রণালীর খুঁটিনাটী বিবরণ জানিতে চাহিলেন। উত্তরে তিনি সব কথাই লিখিলেন। চিঠির ভিতর, অনিচ্ছার সহিত তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের কথার উল্লেখ করিলেন। অবশ্য তিনি ইহাও জানাইলেন যে তাঁহার কোনো অভাব নাই, কারণ অধ্যাপনা করিয়া অন্নবস্ত্রের সহিত চা সিগারেট পর্য্যন্ত তাঁহার জুটিতেছে। ইহার অল্প দিন পরে মাইকেল ৩০ হাজার টাকার এক ইনসিওর চিঠি পাইলেন। পোষ্টাফিসের সিল ও হাতের লেখা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন ইহা আলবিনার :নিকট হইতে আসিয়াছে। আর একখানি খামে পুরিয়া তিনি নোটখানি আলবিনার নিকট ফেরত

পাঠাইলেন—সঙ্গে এক চিঠিতে লিখিলেন, তিনি যেন অর্থ দ্বারা তাঁহাদের মধ্যেকার পবিত্র সম্বন্ধ নষ্ট না করেন। সব জিনিষই তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং তাঁহার মত বন্ধু পাইয়া তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিতেছেন। ইহার পর শরতের শেষে তাঁহাদের মধ্যের চিঠি লেখা বন্ধ হইল।

নবেম্বর মাস। মাইকেল কর্ণেলের বাড়ীতে ছাত্র পড়াইতেছেন। হঠাৎ একখানা শ্লেজ গাড়ী বরফের উপর দিয়া শব্দ করিতে করিতে ফটকের নিকট লাগিল—ঘোড়ার গলার ঘণ্টাধ্বনি থামিল। শিশুরা কে আসিয়াছে দেখিবার জন্য লাফাইয়া বাহিরে ছুটিয়া গেল। মাইকেল ঘরে ছিলেন—তিনি দরজার দিকে তাকাইলেন—কর্ণেলের স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করিলেন।

কর্ণেল-পত্নী কহিলেন, "এক যুবতী ভদ্রমহিলা এসেছেন। তিনি আপনার খোঁজ করছেন। সম্ভবত আপনার দেশ থেকে এসেছেন। দেখে পোল বলে মনে হয়।"

মাইকেল ভাবিলেন, "এ হতেই পারে না।"—তিনি যখন দ্রুত ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার রক্ত চলাচল যেন বন্ধ হইল। হলের ভিতরে বসন্তের-দাগ-মুখে একজন হৃষ্টপুষ্ট স্ত্রীলোক, মাথায় বাঁধা একখানা রুমাল খুলিতেছিল। অপর একজন মহিলা কর্ণেলের ঘরের দরজা দিয়া সেখানে প্রবেশ করিতেছিলেন। পায়ের শব্দ শুনিয়া মাইকেল সেদিকে তাকাইলেন। শিরস্ত্রাণের নীচে হইতে আলবিনার সদা প্রফুল্ল উজ্জ্বল নীল চক্ষু এবং তুষারাবৃত ভ্রূ দেখা

গেল। মাইকেল স্তম্ভিত হইলেন—কি বলিবেন বুঝিলেন না। আলবিনা বলিয়া উঠিলেন 'প্রিয়তম' তিনি মাইকেলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার ঠাণ্ডা গাল, মাইকেলের গালের উপর রাখিলেন এবং এক সঙ্গে হাসি-কান্না জুড়িয়া দিলেন।

আলবিনা কে, এবং কেন আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া, কর্ণেলের সহৃদয় স্ত্রী, বিবাহ পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন।

৬

ওরেনবার্গ হইতে একজন পুরোহিত আসিল। বিবাহ হইল। প্রথমে ক্যাথলিক্, পরে গ্রীক প্রথায় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইল। কর্ণেলের স্ত্রী কন্যা সম্প্রদান করিলেন; মিগরঙ্কির একজন ছাত্র যীশুমূর্ত্তি বহন করিলেন এবং সেই নির্ব্বাসিত পোল বরযাত্রী হইলেন।

শুনিতে অদ্ভুত ঠেকিলেও ইহা বলা দরকার,—যদিও আলবিনা মাইকেলকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তথাপি তিনি তাঁহাকে সম্পূর্ণ-রূপে জানিতেন না। তিনি তাঁহাকে সবেমাত্র চিনিতে সুরু করিলেন। রক্তমাংসের তাজা মানুষটীর ভিতর তিনি এমন অনেক কিছু দেখিলেন যাহা একেবারে সাধারণ—যাহা তিনি তাঁহার মূর্ত্তি চিন্তা করার সময় ভাবিতেন না অথবা কল্পনাও করিতেন না। কিন্তু তিনি ঠিক রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন বলিয়া, এমন অনেক জিনিষ তাঁহার ভিতর ছিল যাহা সরল ও সুন্দর অথচ কল্পনা-মূর্ত্তিতে ছিল

না। বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত লোকের নিকট তিনি মাইকেলের সাহসের কথা শুনিয়াছিলেন। সম্পত্তি ও স্বাধীনতা হারাইয়াও তিনি বিচলিত হন নাই। তাঁহার ব্যবহার উদার ও মহান। আলবিনাও তাঁহাকে এইরূপই ভাবিতেন এবং তাঁহাকে এই সব গুণের অধিকারী দেখিলেন। অসাধারণ শারীরিক শক্তি ও সাহস সম্পন্ন হইলেও তিনি অতি শান্ত ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি হাসিতামাসা করিতে ও চুরুট খাইতে ভালবাসিতেন। মাইকেলের পাতলা দাড়ি ও গোঁফ ছিল—তাঁহার যে শিশুর মত হাসি দেখিয়া জনকায় আলবিনা মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই হাসিটি তেমনি ছিল। মাইকেলও এখন আলবিনাকে প্রথম বুঝিলেন, এবং তাঁহাকে চিনিয়া নারী কি তাহা জানিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে যে সব নারীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি নারীর মূল্য যে কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আলবিনার ভিতর তিনি যাহা দেখিলেন, তাহা তাঁহাকে বিস্ময়-মুগ্ধ করিল। আলবিনার এই সব গুণ না দেখিলে, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তিনি হতাশ হইতেন। নারী হিসাবে তিনি আলবিনার প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহের ভাব পোষণ করিতেন—কিন্তু আলবিনাকে আলবিনারূপে শুধু ভালবাসিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি তাঁহাকে শ্রদ্ধাও করিতেন—বিশেষভাবে তাঁহার আত্মত্যাগের কথা তিনি ভুলিতে পারিতেন না। তিনি ভাবিতেন আলবিনার এই ঋণ অপ্রত্যাশিত ও কখনও পরিশোধ করা সম্ভব হইবে না এবং তিনি তাঁহার ভালবাসা পাইবার যোগ্য নহেন।

সুখে-দুঃখে দু'জনের দিন কাটিতে লাগিল। একে অপরকে পাইয়া সুখী হইলেন। তাঁহাদের ভিতর গভীর ভালবাসা ছিল। শীতকালে বরফের ভিতর রাস্তা হারাইয়া দু'টি লোক যে ভাবে পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া গরম হইতে চেষ্টা করে, অজানা লোকের মধ্যে পড়িয়া তাঁহাদের অবস্থাও হইল ঠিক সেইরূপ। লুড-ভিগা প্রভুকন্যাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিত। তাঁহাকে পাইয়াও তাঁহারা আনন্দিত হইলেন। সংসারে দু'টি নূতন প্রাণী আসিয়া তাঁহাদের আনন্দ বৃদ্ধি করিল। এক বৎসরের মধ্যে একটি বালকের এবং আরও দেড় বৎসর পরে এক বালিকার জন্ম হইল। বালকটি ছিল যেন তার মায়ের নিখুঁত ছবি—একই চোখ-মুখ, একই কমনীয়তা এবং একই অফুরন্ত আনন্দের উৎস। বালিকাটি ছিল স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতিমা।

বাধ্য হইয়া দেশত্যাগ করাই ছিল দুঃখের এক প্রধান কারণ। মাইকেলকে যে অসম্মান বহিতে হইত, তাহা আলবিনাকে বিশেষ-ভাবে ব্যথিত করিত। যে কোনো কর্ম্মচারীকে দেখিলে তাঁহার প্রিয় পতিকে দাঁড়াইতে হইত; তাঁহাকে ড্রিল করিতে, পাহারা দিতে এবং বিনা আপত্তিতে হুকুম মানিতে হইত। ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

পোল্যাণ্ডের খবরও ভাল ছিল না। তাঁহাদের অবস্থা পরি-বর্ত্তনের কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না। তিনি যাহাতে ক্ষমা পান, সাধারণ শ্রেণীর সৈন্য হইতে যাহাতে তাঁহার পদোন্নতি হয়,

তাঁহার দুঃখ যাহাতে কমে, সে জন্য চেষ্টা করা হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সম্রাট নিকোলাস সৈন্যদের কুচ-কাওয়াজ ও কৃত্রিম যুদ্ধ দেখিতেন, মুখস পরিয়া অভিনয় করিতেন, মুখস পরা সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সহিত রঙ্গরস করিতেন, এবং প্রজাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চারের জন্য বিনা প্রয়োজনে রাজ্যের উত্তর হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সদলবলে ছুটাছুটি করিয়া বহু ঘোড়ার প্রাণান্ত করিতেন। যখন কোনো লোকে সাহসে ভর করিয়া 'ডিসেম্বরের বিদ্রোহী' অথবা নির্ব্বাসিত পোলদের শাস্তির মেয়াদ কমাইতে বলিত, তখন তিনি বুক ফুলাইয়া, নিকটে যে কোন জিনিষ থাকিত, তার প্রতি অর্থহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতেন, "কতটুকু সময়ই বা হয়েছে! যাক্ আরও কিছু দিন।" মনে হইত কত দিনে তাঁহাদের মুক্তি হইবে, তাহা যেন তিনি জানেন।—অবশ্য যে দেশপ্রেমের বড়াই তিনি করিতেন, সেই দেশপ্রেমের অপরাধেই ইঁহারা নির্য্যাতন ভোগ করিতেছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে সব সময় ঘিরিয়া থাকিতেন এবং তাঁহার সহিত এক টেবিলে বসিয়া খাইতেন, সেই সব সেনাপতি, পারিষদবর্গ ও তাঁহাদের গৃহিণীরা এই মহান্ (!) ব্যক্তির অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিজ্ঞতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেন!

সকল দিক দিয়া বিচার করিলে বলা চলিত, তাঁহাদের জীবনে দুঃখ অপেক্ষা সুখের পরিমাণই বেশী ছিল। পাঁচ বৎসর এইরূপে কাটিল। কিন্তু হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রথমে ছোট মেয়েটি অসুস্থ হইল। দু'দিন পরে বালকটিও জ্বরে পড়িল। তিন দিন পর্য্যন্ত তার গা জ্বরে আগুনের মত পুড়িতে লাগিল; বিনা চিকিৎসায় সে চতুর্থ দিনে মারা গেল—সেখানে কোনো চিকিৎসক মিলিত না। দু'দিন বাদে বালিকাটিও মরিল।

আলবিনা শোকে ভাঙিয়া পড়িলেন। শিশুদিগকে কবর দেওয়ার পর তাঁহার স্বভাব যেন বদলাইয়া গেল। পূর্ব্বে তিনি নিরলস ভাবে সংসারের সমস্ত কাজ দেখিয়া শুনিয়া করিতেন, এখন হইতে সবই লুডভিগার উপর ফেলিয়া রাখিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অলসভাবে বসিয়া শূন্য প্রাণে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন; হঠাৎ সশব্যস্তে উঠিয়া তাঁহার ছোট কুঠুরীর ভিতর দ্রুত প্রবেশ করিতেন, এবং স্বামী অথবা লুডভিগার সান্ত্বনা বাক্যে মন না দিয়া নীরবে কাঁদিতেন, বেশী কিছু বলিলে শুধু মাথা নাড়িতেন এবং সকলকে বাহিরে যাইতে বলিতেন।

গ্রীষ্মকালে তিনি শিশুদের কবরের পাশে গিয়া বসিতেন, এবং তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে কি আনন্দে দিন কাটিত ভাবিয়া আপনার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন করিতেন—স্বামী অথবা লুডভিগা তাঁহাকে বাড়ীতে না লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি এইভাবে থাকিতেন। এই চিন্তাই তাঁহাকে বিশেষভাবে ব্যথিত করিত যে, যেখানে চিকিৎসক পাওয়া যায়, এরূপ সহরে থাকিলে হয়ত তাহাদিগকে বাঁচান যাইত। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "কেন? কেন? আমরা কারো কাছে কিছু চাই না। চাই শুধু এইটুকু, স্বামী যে

অবস্থার ভিতর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যেন সেইভাবে থাকিতে পারেন। তাঁহার পিতামাতা প্রভৃতি যে ভাবে দিন কাটাইয়াছেন, তিনিও সেইভাবে কাটান ; আমি তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে ভালবাসি ; শিশুদিগকে ভালবাসি, তাদের শিক্ষা দেই। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার নির্ব্বাসন ও নির্য্যাতন আরম্ভ হইল ! আমার নিকট হইতে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় শিশুদিগকে কাড়িয়া লওয়া হইল ! কিন্তু কেন ? কেন ?" তিনি বারবার এই প্রশ্ন মানুষ ও ঈশ্বরের নিকট করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কে ইহার উত্তর দিবে ? কিন্তু উত্তর না পাইলে যে তিনি বাঁচেন না ! দারিদ্র্যপূর্ণ কঠোর নির্ব্বাসিতের জীবনটাকে, নারীর রুচি ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞান দ্বারা তিনি মধুময় করিয়াছিলেন। এখন তাহা উভয়ের পক্ষে অসহ্য হইল। শোকার্ত্তা আলবিনার জন্য মাইকেল অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন কিন্তু তাঁহাকে প্রবোধ দিবার উপায় খুঁজিয়া পাইতেন না।

৭

তাঁহাদের জীবনের এই সর্ব্বাপেক্ষা নিরানন্দ দিনে, রেঁালা নামে এক পোল উরাল প্রদেশে আসিলেন—ইনি একটি বিরাট বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ছিলেন—এই বিদ্রোহ মিষ্টার রবার্ট দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। পোল হইয়া পোল্যাণ্ডবাসীর জন্মগত অধিকার লাভ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া মাইকেল ও অন্যান্য হাজার হাজার লোক যেরূপ সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া রেঁালাও বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হন

এবং মাইকেল যে সৈন্যদলে ছিলেন, তাঁহাকেও তাহাতে ভর্ত্তি হইতে হয়। রেঁালা পূর্ব্বে গণিতের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার চেহারা ছিল লম্বা ও কৃশ—গাল বসিয়া গিয়াছিল, ভ্রূযুগল ছিল ভীতিপ্রদ, কণ্ঠ শান্ত ও ধীর।

প্রথম রাত্রিতেই তিনি রবার্টের কাহিনী বলিতে সুরু করিলেন। তাহা এইরূপ—"রবার্ট সাইবেরিয়ায় একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন—সমিতির উদ্দেশ্য ছিল কসাক ও অন্যান্য সৈন্যদলে যে সব পোলসৈন্য যোগ দিয়েছিল, তাদের সাহায্যে কয়েদীদের মুক্ত করা, নির্ব্বাসিত বাসিন্দাদের উত্তেজিত করা এবং ওমস্কের অস্ত্রাগার দখল করা।"

মাইকেল প্রশ্ন করিলেন, "এ কি সম্ভব ছিল?"

"সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল। সব কাজই পূর্ব্ব হতে ভেবে চিন্তে স্থির করা হয়েছিল। সাইবেরিয়াত আমাদের হাতেই ছিল। বসন্ত ঋতুর আরম্ভে, দেশের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ সুরু করার কথা ছিল। প্রত্যেক খুঁটিনাটী কাজটি পর্য্যন্ত স্থির হয়েছিল। কৃতকার্য্য হলে সাইবেরিয়াকে রুশিয়া থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন করা হ'ত। অকৃতকার্য্য হলে, আমরা কির্গিস-বন টাস্কেন্দ বুখারার পথে ব্রিটিশ-ভারতে পালাতাম। কৃতকার্য্যতাও নিশ্চিত ছিল; কিন্তু দু'জন বিশ্বাসঘাতক সব পণ্ড করে দিল। রবার্ট ছিলেন অসাধারণ শক্তিশালী লোক—তিনি অবশ্যই জয়লাভ করতেন। কিন্তু বিজয় ও স্বাধীনতা লাভের পরিবর্ত্তে শত শত লোকের সর্ব্বনাশ ও তাঁর মৃত্যু হল।"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর কি প্রাণদণ্ড হয়েছে ?"

"হাঁ, তারা যে ভাবে বেত মেরে প্রাণদণ্ড দেয়। সাত হাজার বেত। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।" রোঁলা ভ্রূকুটী করিয়া সেই হত্যার বিবরণ বলিতে লাগিলেন। "সেখানে অন্যান্য কয়েদীর সহিত তাঁকে থাকতে বাধ্য করা হয়। অন্যান্য লোকের পূর্ব্বে সাত হাজার বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের হত্যা করা হয়। এই বেত বা ছড়িগুলি 'ইম্পিরিয়াল রেগুলেশন' বা সাম্রাজ্যের কানুন অনু-সারে তৈরী—ছড়িগুলি এরূপ যে এর তিনখানি একত্রে রাইফেল বন্দুকের নালের ভিতর প্রবেশ করতে পারে—তার চেয়ে মোটা অথবা সরু হতে পারবে না। এই ছড়ি হাতে করে দুই ব্যাটালিয়ন (প্রায় এক হাজার) সৈন্য সারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা বন্দীদের পিঠে এই ছড়ি চালাবে। দুজন কর্পোরাল তাদের বন্দুকের বাঁটের সহিত একজন বন্দীর দু'হাতে দড়ি বেঁধে সৈন্যদের পাশ দিয়ে আগে আগে চল্ল। প্রথম নিয়ে এল—বরার্টের বন্ধু এবং ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান নায়ক ডাক্তার লুইকে। ইনি ছিলেন স্বার্থত্যাগী ঋষি তুল্য লোক। প্রত্যেকে এঁকে পূজা করত। যে সব রুশিয়ানের মধ্যে তিনি বাস করতেন, তারাও তাঁকে সম্মান করত। দিবা-রাত্র যখনই তাঁকে চিকিৎসার জন্য ডাকা হত, তখনই তাঁকে পাওয়া যেত।"

আলবিনা ভাবিলেন, "হায় ! আমার শিশুদের পীড়ার সময় যদি তিনি এখানে থাকতেন !"

রোঁলা বলিলেন, "প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর পেছনে একজন রুশ-ডাক্তার ছিলেন। তিনি সৈন্যদের বলছিলেন, 'জোরে মেরো না, উনি রুগ্ন ও দুর্ব্বল' কিন্তু সৈন্যগণ জোরেই প্রহার করছিল, তার অন্যথা করার উপায় ছিল না। কারণ তাদের পেছনে কর্ম্মচারীরা ছিলেন। যে সব সৈন্য আস্তে আস্তে আঘাত করত, এই সব কর্ম্মচারী তাদের প্রহার করতেন। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে সব দেখতে পাই নি—কিন্তু জয়ঢাকের বাজনা এবং মিছিল আমার নিকট এলে ছড়ি ঘুরানর সোঁ সোঁ শব্দ, প্রহারের শব্দ এবং একবার সেই রুশ-ডাক্তারের কথাও শুনেছিলাম—'বন্ধুগণ, দয়া করে আস্তে আস্তে প্রহার করুন। জোরে মারবেন না।' এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত এ ব্যাপার চলে। আর সহ্য করতে না পেরে তিনি মাটীতে পড়ে যান। তাঁকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হল—উদ্দেশ্য যদি তিনি বেঁচে ওঠেন, তবে তাঁকে বাকী বেত্রাঘাত দিতে হবে; অবশ্য এই বেত্রাঘাতের সংখ্যা রাক্ষসগণ নির্দ্দেশ করে দিয়েছিল। তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ...এবং শেষ ব্যক্তিকে এই সৈন্য শ্রেণীর মধ্য দিয়ে মিয়ে যাওয়া হল। বেত পূর্ব্ববৎ চলল। প্রায় সকলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হল। তাদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হল। দু এক জন যারা জীবিত ছিল, তাদের অবস্থাও এখন-তখন। বিকাল দুটা পর্য্যন্ত এই কাজ চলল। সকলের শেষে আনা হল রবার্টকে। আমি তাঁকে কিছুদিন দেখনি। সে দিন তাঁর চেহারা দেখে বিস্মিত হ'লাম। মনে হ'ল তাঁর বয়স

দশ বছর বেড়ে গেছে। তাঁর এক যোড়া ধূসর বর্ণ গোঁফ ও মাথায় টাক ছিল। তিনি মুখ নীচু করে ছিলেন এবং কাঁপছিলেন। খালি গা, শরীর অত্যন্ত কৃশ, বুকের পাঁজরের হাড়গুলি সব গোণা যাচ্ছে—পেট যেন পিঠের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তিনি সোজা হয়ে চলতে পারছিলেন না, শরীর বাঁকা করে হাঁটছিলেন। প্রত্যেক আঘাতের সময় মাথা নাড়ছিলেন। যখন তাঁকে আমার পাশ দিয়ে নিয়ে গেল, তখন তাঁকে বলতে শুনলাম, 'দুঃখের সঙ্গে আমার পরিণয় হবে।' আমি আর বলতে পারি না।.........তিনি তখনই সেখানে মারা গেলেন।" মানসিক আবেগ ও উত্তেজনায় রেঁালার কণ্ঠরোধ হইল। আলবিনা হাঁ করিয়া রেঁালার মুখের দিকে তাকাইয়া এই কাহিনী শুনিতেছিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এরূপ জীবন অসহ্য।"

রেঁালা ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন এবং কোটের হাতা দিয়া দাড়ি ও গালে যে অশ্রু ছিল তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। জানালার উপর বসিয়া লুড্‌ভিগ ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

উত্তেজিত কণ্ঠে মাইকেল বলিয়া উঠিলেন, "কেন, আপনি আমাদের এ সব কথা বল্লেন"? তিনি পাইপ ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং দ্রুতপদবিক্ষেপে অন্ধকার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

৮

পরদিন ড্রিল করিয়া আসার পর, মাইকেল আলবিনার ব্যবহারে

বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় উল্লাসভরে তিনি আজ স্বামীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে শয়ন-কক্ষে ডাকিয়া লইলেন।

"শোন তবে, শোন।"

"বল, শুনি।"

"এভাবে আর থাকতে পারব না। এমনি করে বেঁচে কোনো লাভ নেই। এখানে আর থাকব না।"

"তবে কি করবে ?"

"কেন ?—আমরা পালাব।"

"বেশ। কিন্তু পালাবে কি করে, ভেবেছ কি ?"

"ভেবেছি—শোন।" তারপর পূর্ব্বরাত্রে মনে মনে তিনি যে ফন্দী আঁটিয়াছিলেন তাহা বলিলেন। তাহা এইরূপ :—মাইকেল একরাত্রে বাড়ী ত্যাগ করিবেন এবং উরাল নদীর তীরে ওভারকোট ফেলিয়া রাখিবেন। সেই কোটের ভিতর একখানা চিঠিতে লেখা থাকিবে যে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। সকলে ভাবিবে তিনি জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন। তাঁর খোঁজ হইবে, পরে সদরে রিপোর্টও যাইবে। এতদিন তাঁহাকে গোপনে থাকিতে হইবে। তিনি সে উপায়ও স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এমনভাবে তাঁহাকে রাখিবেন যে একমাস স্বচ্ছন্দে কাটিবে। যখন হৈ চৈ থামিয়া যাইবে তখন তাঁহারা পলাইবেন। সফলতা সম্বন্ধে মাইকেলের মনে প্রথমে একটু সন্দেহ হইল, কিন্তু স্ত্রীর দৃঢ়প্রত্যয় দেখিয়া শেষে তাঁহার নিকটও ইহা সম্ভব ঠেকিল। অপর এক কারণেও তিনি স্ত্রীর প্রস্তাবে

সম্মতি জানাইলেন। তিনি ভাবিলেন, পলায়নের চেষ্টা করার জন্য রেঁালা যে শাস্তির কথা বলিয়াছেন, ধরা পড়িলে সে শাস্তি তাঁর একলার হইবে, কিন্তু ধরা না পড়িলে আলবিনা মুক্তি পাইবে— সন্তান দুটির মৃত্যুর পর আলবিনার জীবন কিরূপ কষ্টময় হইয়াছে, সে কথাও তিনি চিন্তা করিলেন। এ কারণে মাইকেল রাজী হইলেন এবং স্ত্রীর সহিত সব যোগাড় করিতে লাগিলেন।

রেঁালা ও লুডভিগাকে ইহা জানান হইল। অনেক তর্কবিতর্কের পর পলায়নের উপায় স্থির হইল। প্রথমে কথা হইল, যখন সকলে সিদ্ধান্ত করিবে যে মাইকেল ডুবিয়া মরিয়াছেন, তখন তিনি একাকী পলায়ন করিয়া পায়ে হাঁটিয়া সারাটফ যাইবেন, তারপর ভলগা-নদী ভাঁটা দিয়া আষ্ট্রাকান পৌছিবেন, এবং কাস্পিয়ান সাগর পার হইয়া পারশ্যে যাইবেন। সেখান হইতে তিনি ইউরোপে ফিরিবেন এবং ছদ্মনামে আলবিনার সহিত মিলিত হইবেন। কিন্তু যখন রেঁালা বলিলেন, এইরূপে পলাইতে চেষ্টা করিয়া গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে মাত্র পিষ্ট্রভ নামক একব্যক্তি কৃতকার্য্য হইয়াছে, তখন আলবিনা অপর এক উপায় নির্দ্দেশ করিলেন। তাহা এইরূপ ঃ—একখানা গাড়ীতে লুকান অবস্থায় থাকিয়া আলবিনা ও লুডভিগার সহিত মাইকেল যাইবেন। তিনি ছদ্মবেশে পদব্রজে ভলগা নদীর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইবেন, নির্দ্দিষ্টস্থানে গিয়া নৌকায় উঠিবেন এবং সস্ত্রীক ভাঁটা দিয়া নামিবেন। অপর সকলে এবং রেঁালাও ইহা সমর্থন করিলেন। কিন্তু এক মুস্কিল ছিল। যে গাড়ীতে

থাকিয়া মাইকেল আত্মগোপন করিবেন, অথচ যাহা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হইবে না, এরূপ গাড়ীর বন্দোবস্ত করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যখন আলবিনা বলিলেন, শিশুদের শবাধার তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তখন 'ঠিক হয়েছে' বলিয়া মাইকেল এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট শিশুদের শবাধার লইবার অনুমতি লইতে হইবে। কিন্তু তাহাদের কবর খুঁড়িয়া বাহির না করিয়া, শবাধার রাখার জন্য এক বড় বাক্স তৈরি করাইয়া বাক্সের ভিতর মাইকেলের থাকার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আলবিনা প্রথমে ইহাতে রাজী হইলেন না এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরের বাহিরে গেলেন। কিছুক্ষণ কান্নার পর ফিরিয়া আসিয়া সম্মতি জানাইলেন।

শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইল :—কর্ত্তারা যাহাতে ভাবেন মাইকেল জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন, তিনি তাহাই করিবেন। যখন আত্মহত্যার কথায় সকলের বিশ্বাস হইবে, তখন আলবিনা দরখাস্ত করিবেন যে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হওয়ায়, তিনি দেশে ফিরিতে চান। দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে, তিনি আর একখানি দরখাস্ত দিবেন যেন তাঁহাকে শিশুদের শবাধার সঙ্গে করিয়া লইতে দেওয়া হয়। এই অনুমতি পাইলে তাঁহারা কবর খুঁড়িয়া শবাধার বাহির করিবার ভাণ করিবেন, কিন্তু শবাধারের পরিবর্ত্তে মাইকেলকে বাক্সের ভিতর রাখিবেন এবং 'তুরন্ত' গাড়ীতে ঐ বাক্স লইয়া রওনা হইবেন। স্পাস্কাটফে গিয়া নৌকা ভাড়া করিবেন। নৌকায় বাক্সের ভিতর

হইতে মাইকেল বাহির হইবেন। সেখান হইতে সকলে কাস্পিয়ান সাগরে যাইবেন। পরে পারশ্য ও তুরস্কের ভিতর দিয়া গিয়া মুক্তিলাভ করিবেন।

৯

লুড্‌ভিগাকে বাড়ী পাঠানর অছিলায়, মাইকেল প্রথমে একখানা তুরন্ত গাড়ী কিনিলেন। পরে তাঁহারা একটি বাক্স তৈরি করিতে আরম্ভ করিলেন যাহার ভিতরে একজন লোক কুঁজো হইয়া শুইয়া থাকিতে পারিবে—অথচ দম বন্ধ হইয়া মরিবে না। আলবিনা. রেঁালা ও মাইকেল বাক্স প্রস্তুত-প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া উহা তদনুরূপ তৈরি করাইলেন। রেঁালা ছুতারের কাজ ভাল জানিতেন বলিয়া, তাঁহার সাহায্য বিশেষ কাজে লাগিল। বাক্সটি এমনভাবে তৈরি হইল যে, ইহাকে 'তুরন্ত'-গাড়ীর পিছনে দণ্ডের সহিত শক্ত করিয়া বাঁধা হইলে, বসিবার স্থানের পাশের দিকে খুলিত—তক্তাখানি একটু সরাইয়া কোনো ব্যক্তি শরীরের কতক অংশ বাক্সে এবং কতক অংশ তুরন্তের নীচে রাখিয়া শুইতে পারিত। বাক্সে হাওয়া খেলার জন্য কয়েকটি ছিদ্র করা হইল এবং বাক্সের উপর ও পাশের দিক দড়ি ও ম্যাটিং দিয়া বাঁধা হইল। 'তুরন্তে'র আসনের নীচে দিয়া বাক্সের ভিতর যাতায়াত করা যাইত।

তুরন্ত ও বাক্স তৈরি হইল। স্বামীর নিরুদ্দেশের পূর্ব্বে আলবিনা কর্ণেলের নিকট গিয়া বলিলেন, তাঁর স্বামীর মানসিক অবস্থা বড়

শোচনীয়, তিনি আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এজন্য তাঁহারা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। তিনি অনুরোধ করিলেন, আপাতত তাঁহাকে যেন কিছুদিন কাজ হইতে রেহাই দেওয়া হয়। এমন স্বাভাবিক উৎকণ্ঠার সহিত তিনি কথাগুলি বলিলেন যে, কর্ণেল বিচলিত হইলেন এবং তাঁহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কোটের পকেটে যে চিঠি রাখিতে হইবে, মাইকেল তাহা লিখিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যাকালে তিনি উরাল নদীতীরে গিয়া অন্ধকারের অপেক্ষায় রহিলেন। তারপর তীরে চিঠি সমেত কোট্ ও পোষাক রাখিয়া, গোপনে বাড়ীতে ফিরিলেন। তালাবদ্ধ চিলে-কোঠায় তাঁহার যায়গা করা হইয়াছিল। আলবিনা রাত্রেই লুডভিগাকে দিয়া কর্ণেলের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাঁহার স্বামী ২০ ঘণ্টা পূর্ব্বে বাড়ী হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন এবং এখনও ফিরেন নাই। পরদিন মাইকেলের কোট ও চিঠি তাঁহার নিকট আনা হইল। অশ্রুপূর্ণলোচনে হতাশভাবে তিনি কর্ণেলের নিকট চিঠি লইয়া গেলেন।

এক সপ্তাহ মধ্যে দেশে ফিরিবার জন্য আলবিনা এক দরখাস্ত পেশ করিলেন। তিনি যেমন দুঃখের ভাণ করিলেন, তাহাতে সকলেই বিচলিত হইলন। প্রত্যেকেই সন্তান ও স্বামীহারা নারীর প্রতি সহানুভূতি দেখাইলে। তাঁহার এই প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে, তিনি আর এক দরখাস্ত করিলেন যে, শিশুদের শবাধার কবর হইতে উঠাইয়া তাঁহাকে যেন সঙ্গে লইতে দেওয়া হয়। এরূপ ভাব-

প্রবণতা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বিস্মিত হইলেন—কিন্তু ইহাও মঞ্জুর হইল।

এই অনুমতি পাওয়ার পরদিন একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া রোঁলা, আলবিনা ও লুডভিগা শিশুদের শবাধার রাখিবার জন্য যে বাক্স তৈরি করা হইয়াছিল, তাহা লইয়া কবর স্থানে গেলেন। চিরদিনের জন্য শিশুদের কবর ছাড়িয়া যাইতেছেন ভাবিয়া, কবর দেখিয়াই আলবিনার শোকাবেগ উছলিয়া উঠিল। তিনি খুব কাঁদিতে লাগিলেন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কবরের উপর পড়িয়া রহিলেন। তিনি করুণভাবে শুধু এই কথাই বলিতেছিলেন, "কেন ? কেন ?"

"আলবিনা, করছ কি ? আমাদের যে অনেক কাজ করতে হবে !"

আলবিনা ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, "আরম্ভ করুন, কিন্তু তাদের ছোঁবেন না।"

রোঁলা ও লুড্‌ভিগা পাথর সরাইয়া কবরের উপরের দিক্‌কার মাটি খুঁড়িলেন। দেখিলে মনে হইত শব বাহির করা হইয়াছে। খানিক মাটি বাক্সে ফেলিয়া বাক্স লইয়া বাড়ীতে ফিরিলেন। যাত্রার দিন তুরন্ত-গাড়ীর পিছনে একটি শক্ত দণ্ডের উপর বাক্সটি বসান হইল। ভোর হইবার অনেক পূর্ব্বে মাইকেল চিলে-কোঠা হইতে নামিলেন এবং বাক্সের ভিতরকার মাটি ফেলিয়া দিয়া তাহাতে গিয়া বসিলেন।

কথা ছিল একজন কসাকসৈন্য তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।

সে প্রাতে তিনটার সময় একজন গাড়োয়ান ও তিনটি ঘোড়া লইয়া উপস্থিত হইল। লুডভিগা ও ছোট কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া আলবিনা গদি ও কার্পেট পাতা আসনে তুরন্তের ভিতর বসিলেন। কসাক ও গাড়োয়ান গাড়ীর উপর বসিল।

সহর ছাড়িয়া পিটান মাটির রাস্তার উপর দিয়া তিন ঘোড়ার গাড়ী দ্রুত চলিতে লাগিল। দুই দিকে অসীম বনরাজী, তাহাতে শুধু রৌপ্য বর্ণের কাশফুল শোভা পাইতেছিল।

আলবিনার অন্তঃকরণ আশা ও উল্লাশে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি মনের আনন্দে মুচকি হাসিয়া লুডভিগার পানে চাহিলেন এবং কসাকের পিঠের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া নীচে তাহাদের আসনের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। লুডভিগা গাম্ভীর্য্যের সহিত সামনের দিকে স্থিরভাবে চাহিল এবং মুখখানি একটু বাঁকা করিল। দিনটা বেশ সুন্দর ছিল। দিগন্ত পর্য্যন্ত শুভ্র কাশফুলের উপর প্রাতঃস্থর্য্যকিরণ পড়িয়া ঝিকমিক করিতেছিল। রাস্তার উপর দিয়া ঘোড়াগুলি খট খট শব্দ করিয়া ছুটিতেছিল। রাস্তার পাশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পার্ব্বত্যমূষিকের ঢিবি দেখা যাইতেছিল। মূষিকশান্ত্রীরা পিছনের পায়ে ভর করিয়া বসিয়াছিল। তাহারা গাড়ীর শব্দে বিপদের আশঙ্কা করিয়া তীক্ষ্ণ কিচির মিচির শব্দে অপর সকলকে সাবধান করিয়া দিয়া, যার যার গর্ত্তের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল। মধ্যে মধ্যে রাস্তায় লোক দেখা যাইতেছিল। ঘোড়ার পিঠে গম চাপাইয়া কষাক কৃষকগণ পথ

চলিতেছিল। প্রহরী কসাক খুব উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের সহিত তাতার ভাষায় কিছু কথা বলিতে পারিয়া ভারী খুসী হইতেছিল। ঘোড়া বদল করিবার স্থানে তাঁহারা বেশ ভাল তাজা ঘোড়া পাইলেন। প্রত্যেক গাড়োয়ানকে আলবিনা পাঁচ সিকি করিয়া বকৃশিষ দিলেন—তার ফলে তাহারা ডাকগাড়ীর মত জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিল।

প্রথম বদলের যায়গায় গাড়ী থামিলে, গাড়োয়ান ঘোড়া খুলিয়া অন্যত্র লইয়া গেল। নূতন গাড়োয়ান তখনও নূতন ঘোড়া লইয়া আসে নাই এবং কসাকও দূরে প্রাঙ্গণে ছিল—এই অবসরে আলবিনা নীচু হইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কেমন লাগিতেছে এবং তিনি কিছু চান কিনা ?

"বেশ আরামে আছি। কিছুই চাই না। প্রয়োজন হ'লে এ ভাবে ২৪ ঘণ্টা তক থাকৃতে পারব।"

সন্ধ্যার সময় তাঁহারা দেরগাছি নামক একখানি বড় গ্রামে পৌছিলেন। এখানে আলবিনা স্বামীকে বাক্সের বাহির করিতে ইচ্ছা করিলেন—উদ্দেশ্য যাহাতে তিনি হাত পা ছাড়িয়া একটু চাঙ্গা হইতে পারেন। এজন্য তিনি এক সরাইয়ে রহিলেন, এবং কিছু টাকা দিয়া কসাককে ডিম ও দুধ কিনিতে পাঠাইলেন। সন্ধ্যা হইল। একখানি খোলা ঘরের নীচে 'তুরন্ত' খানি দাঁড়াইয়া ছিল। লুডভিগাকে কসাকের পাহারায় রাখিয়া আলবিনা স্বামীকে মুক্ত করিলেন এবং কিছু খাইতে দিলেন। কসাক ফিরিয়া আসার পূর্ব্বেই

মাইকেল আবার নিজের জায়গায় গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। পুনরায় ঘোড়া যুড়িয়া দেওয়া হইল এবং সকলে রওনা হইলেন। আলবিনার আশা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল; আনন্দ ও উল্লাস যেন তাঁহার হৃদয়ে ধরে না। লুডভিগা, কসাক ও সঙ্গের ছোট কুকুর ত্রিশরকা ভিন্ন তাঁহার কথা বলার আর কেউ ছিল না—তিনি তাহাদের সঙ্গেই বেশ আমোদে সময় কাটাইতে লাগিলেন।

সারা জীবন আপনার সতীত্ব অটুট রাখিয়াও অনেক গতযৌবনা কুমারী প্রত্যেক ঘটনার ভিতরই কিছু রোমান্স্ (রস) কল্পনা করিয়া থাকে—লুডভিগা ছিল এ শ্রেণীর লোক। নূতন কোনো পুরুষমানুষের সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হইলেই সে তাহার হাবর্ভাব কথাবার্ত্তার ভিতর হইতে তাহার প্রতি আসক্তির প্রমাণ খুঁজিয়া বাহির করিত এবং তাহার দিকে চাহিয়া হাসিত ও কটাক্ষপাত করিত। এই বলিষ্ঠদেহ ভাল মানুষ কসাকের সহিত সে আজ ঠিক এইরূপই করিতেছিল। কসাকের সুন্দর অমায়িক ব্যবহার, দু'টি নারীরই খুব ভাল লাগিয়াছিল। মাঝে মাঝে ত্রিশরকা আসনের উপর শুঁকিতেছিল; আলবিনা তাকে ধমক দিতেছিলেন। কসাকের সহিত লুডভিগা যে রসিকতা করিতেছিল, তার এক বিন্দুও কসাক বুঝিতেছিল না, শুধু হাসিয়া উত্তর দিতেছিল; ইহা উপলক্ষ্য করিয়া আলবিনা লুডভিগার সহিত আমোদ করিতেছিলেন।

একদিকে পদে পদে বিপদ, আর একদিকে সফলতা নিকট

হইয়া আসিয়াছে—আলবিনার মনে উত্তেজনা যেন আর ধরে না। উন্মুক্ত প্রান্তরের সুন্দর হাওয়ায় তিনি শিশুর মত আনন্দ ও উল্লাসে পূর্ণ হইলেন—অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি এত সুখ অনুভব করেন নাই। মাইকেল যে ভাবে বাক্সের ভিতর ছিলেন, তাহাতে গুমোট ও তৃষ্ণায় তাঁহার কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু তাহা আলবিনাকে বুঝিতে দিলেন না। আলাবিনার খুসীমনের কথাবার্ত্তা শুনিয়া, তিনি নিজে এই অসুবিধা সত্বে আনন্দিত ও আশান্বিত হইলেন।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় ভলগা-তীরের সারাটফ সহর অস্পষ্টভাবে দূরে দেখা গেল। কসাকই সকলের আগে নদী দেখিতে পাইল। সে লুডভিগাকে একটি মাস্তুল দেখাইল। লুডভিগাও বলিল, সে মাস্তুল ও নদী দেখিতে পাইতেছে। কিন্তু আলবিনা কিছুই দেখিতে পাইলেন না। স্বামী যাহাতে শুনিতে পান এরূপ জোরে জোরে বলিলেন, "সারাটফ, ভলগা"। তিনি যেন ত্রিশরকার সহিত কথা বলিতেছেন। তিনি পোল ভাষায় কহিলেন, রাত্রিটা সরাইয়ে কাটাইয়া, সকালে গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিবেন, স্থলপথে যাতায়াত কষ্টকর বলিয়া তাঁহাদিগকে যেন জলপথে ভলগা দিয়া জারিট্‌সিন যাইতে দেওয়া হয়। এই অনুমতি পাইলে তিনি একখানি নৌকা ভাড়া করিবেন এবং ভলগা নদীতে ভাঁটা দিয়া রওনা হইবেন। তার পর—স্বাধীনতা, জন্মভূমি ও মুক্তি।

## ১১

সারাটফ পৌঁছিবার পূর্ব্বে, আলবিনা নদীর বাম তীরে সহরের অপর পারে পোকরোভ গ্রামে রহিলেন। তিনি আশা করিতে-ছিলেন এখানে মাইকেলকে একবার বাহিরে আনিয়া তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিবেন। কিন্তু বসন্তকালের ছোট রাত্রির মধ্যে একটি-বারও কসাক 'তুরন্ত' ছাড়িল না। পাশের একখানা খালি গাড়িতে বসিয়া সে রাত কাটাইল। প্রভু-পত্নীর আদেশে লুডভিগা তুরন্তের ভিতর থাকিল—যখন তাহার ধারণা হইল তাহার প্রতি আসক্তিহেতু কসাক অন্যত্র যাইতেছে না, তখন সে কটাক্ষপাত ও হাস্যপরিহাস করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে রুমাল দিয়া তাহার বসন্তের দাগযুক্ত মুখ ঢাকিতেছিল। কিন্তু আলবিনার আর ইহাতে কিছুমাত্র আমোদ বোধ হইতেছিল না। তাঁহার উদ্বেগ ক্রমে বাড়িতে লাগিল। কসাক যে কেন এরূপ নাছোড়বাঁধা হইয়া তুরন্তের নিকটে রলিয়াছে তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিতেছিলেন না।

রাত্রে দুর্গন্ধময় গলি দিয়া আলবিনা অনেকবার পিছনের প্রাঙ্গণে আসিলেন। কিন্তু কসাক পা ঝুলাইয়া সব সময় জাগ্রত রহিয়াছে! মোরগ ডাকিবার ঠিক পূর্ব্বে, আলবিনা বাহিরে আসিয়া স্বামীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইলেন। কসাক সেই পাশের গাড়ীর উপর চিৎ হইয়া শুইয়াছিল—তাহার নাক ডাকিতেছিল। আলবিনা সাবধানে তুরন্তের নিকট গেলেন এবং বাক্সে টোকা মারিলেন।

"প্রিয়তম ! প্রিয়তম !"

মাইকেল উত্তর করিলেন, "কি ?"

"তুমি এতক্ষণ উত্তর দিচ্ছিলে না কেন ?"

"আমি ঘুমুচ্ছিলাম।" কথার সুরে আলবিনা বুঝিলেন, তিনি হাসিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি বের হব এখন ?"

"না, কসাক এখানে আছে," এই কথা বলিয়া গাড়ীর উপর ঘুমন্ত কসাকের দিকে তিনি চাহিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কসাকের নাক ডাকিতেছিল অথচ চোখ ছিল খোলা। কসাক আলবিনার দিকে চাহিয়াছিল, চোখাচোখি হইবামাত্র, সে চোখ বুজিল। আলবিনা নিজেকে প্রশ্ন করিলেন, "কসাক কি বাস্তবিকই জেগে আছে, না, আমারই মনের ভ্রম ? বোধহয় আমারই ভুল হয়েছে।" তিনি আবার বাক্সের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আরও কিছুকাল কষ্ট সহ্য করতে হবে।"

মাইকেল বলিলেন, "বেশ আছি। আমার জন্য ব্যস্ত হ'য়ো না।"

আলবিনা বলিলেন, "আমি মোটেই ব্যস্ত হইনি।" তিনি আবার কসাকের দিকে চাহিলেন এবং ভাবিলেন, "ও ঘুমিয়েই ছিল, আমারই দেখার ভুল হয়েছে।"

"আচ্ছা, আমি এখন গভর্ণরের নিকট যাব।

"ভগবান তোমার সাহায্য করুন।"

আলবিনা বাক্স হইতে কিছু কাপড়চোপড় বাহির করিয়া ঘরের ভিতর গেলেন।

তিনি মূল্যবান্ বিধবার-পোষাক পরিলেন, তারপর ভলগা নদী পার হইলেন এবং একখানি মোটরগাড়ী ভাড়া করিয়া গভর্ণরের নিকট গেলেন। গভর্ণর আলবিনাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সুন্দরী পোল-বিধবার মনোহর হাসি দেখিয়া এবং ফরাসী ভাষায় তাঁহার সুন্দর কথাবার্ত্তা শুনিয়া গভর্ণর অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। বয়সে বৃদ্ধ হইলেও, তিনি সর্ব্বদা আপনাকে যুবক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি আলবিনার সকল অনুরোধই রক্ষা করিলেন এবং জারিট্‌সিনের পুলিশ ইন্‌সপেক্টরকে দিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে একখানা চিঠি পর্য্যন্ত আলবিনাকে লইয়া যাইতে বলিলেন। উদ্দেশ্য সফল হইবে মনে করিয়া, এবং গভর্ণরের ব্যবহারে নিজের মোহিনী শক্তির প্রভাব দেখিয়া, আলবিনা বুকভরা আশা ও আনন্দ লইয়া খোলা ট্যাক্সিতে চড়িলেন এবং পাহাড়ের ঢালু রাস্তা দিয়া ডক পর্য্যন্ত গেলেন। সূর্য্য গাছের মাথার উপর উঠিতেছে। তার বাঁকা কিরণ বিশাল জলরাশির উপর আলোক বিতরণ করিতেছিল। পাহাড়ের দক্ষিণে ও বামে রৌদ্রে আপেল গাছ শোভা পাইতেছিল। গাছ হইতে কুঁড়ির সুগন্ধ আসিতেছিল। নদীর উপরে মাস্তুলের যেন একটা বন দেখা দিল। ঝিকমিকে জলের উপর পালগুলি সাদা দেখাইতেছিল। ডকের নিকট আলবিনা গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে আষ্ট্রাকান যাইবার জন্য একখানা নৌকা ঠিক করিয়া দিতে পারে কি না। ইহা শুনিয়া ১০।১২ জন মাঝি সোরগোল করিয়া উঠিল

এবং প্রত্যেকেই তাহার নিজের নৌকা লইয়া যাইতে চাহিল। একজনের সহিত ভাড়া ঠিক করিয়া, তাহার সহিত আলবিনা ডকের ভিতর গেলেন। নৌকায় একটা আলগা মাস্তুল এবং পাল খাটানর যায়গা ছিল। বাতাস থাকিলে পাল খাটিবে, না থাকিলে হাল চলিবে এবং দুজন জোয়ান লোকে দাঁড় টানিবে। মাঝি তাঁহাকে তুরন্তের চাকা খুলিয়া নৌকায় রাখার কথা বলিল।

"চাকা খুললে ঠিক হবে। আপনারা আরামে যাবেন। দিন ভাল থাকলে, পাঁচ দিনে আষ্ট্রাকান পৌছা যাবে।"

তুরন্ত দেখিয়া কিছু বায়না লইবার জন্য, আলবিনা মাঝিকে পোকরোভ গ্রামে 'লগিন' সরাইয়ে যাইতে বলিলেন। সব কাজই আশাতিরিক্ত সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইতেছিল। অতিরিক্ত উৎসাহ ও উল্লাসভরে আলবিনা ভলগা নদী পার হইয়া পাটনীকে পারানীর পয়সা দিয়া সরাইমুখে রওনা হইলেন।

## ১২

কসাক ডানিয়েলের বাড়ী ছিল শ্রীলিষ্ট্ সে, তাহার বয়স হইয়াছিল ৪৪ বৎসর। তাহার চাকুরী হইতে অবসর লইবার সময় হইয়াছিল। তাহার পরিবারে ৯০ বৎসরের পিতামহী, দুই ভাই, বড় ভাইয়ের পুত্রবধু, নিজের স্ত্রী, দুইকন্যা এবং দুটি ছেলে ছিল। প্রাচীন ধর্ম্মমতে বিশ্বাসী ছিল বলিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। ফরাসীদের সহিত যুদ্ধে তাহার পিতা নিহত হয়। পরিবারের ভিতর সেই ছিল সব চেয়ে বয়স্ক এবং রোজগেরে লোক।

গোলাবাড়ীতে তাহাদের ১৬টি ঘোড়া, দুই যোড়া বলদ, এবং পনর খণ্ড আবাদী জমি ছিল। ডানিয়েল ওরেনবার্গ ও কাজানে চাকুরী করিয়াছে। তাহার চাকুরীর মেয়াদ ফুরাইতে অল্পদিনই বাকী ছিল। সে নিষ্ঠার সহিত প্রাচীন ধর্ম্ম-মত মানিত, মদ অথবা ধূমপান করিত না, অখৃষ্টানের সহিত এক পাত্র হইতে খাইত না এবং অনুরূপ নিষ্ঠার সহিত শপথ পালন করিত। সকল কাজ সে ধীর অথচ দৃঢ়তার সহিত করিত। কর্ত্তৃপক্ষ যাহা কিছু করার ভার তাহার উপর দিতেন, তাহা সম্পূর্ণ না করা পর্যান্ত সে নিশ্চিন্ত হইত না। শবাধারের সহিত দু'জন পোল স্ত্রীলোককে সারাটফ পর্য্যন্ত আনার ভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। পথে তাহাদের কোনো বিপদ না হয়, অন্যের অনিষ্ট তাহারা না করে, তাহা দেখা এবং সারাটফে পুলিশের হাতে তাহাদিগকে সঁপিয়া দেওয়াই ছিল তাহার কাজ। স্ত্রীলোক দুটি ছিল শান্ত ও অমায়িক এবং পোলবাসী হইলেও তাহারা কাহারও অনিষ্ট করে নাই। কিন্তু পোকরোভ গ্রামে সন্ধ্যাকালে তুরন্তের পাশ দিয়া যাইবার সময় যখন সে দেখিল কুকুরটি তাহাতে লাফ দিয়া উঠিল এবং লেজ নাড়িতে নাড়িতে করুণ সুরে ডাকিতে লাগিল, তখন তাহার মনে খটকা লাগিল। একটু পরে কসাক যেন আসনের নীচে হইতে মানুষের গলার আওয়াজ শুনিতে পাইল। তুরন্তের ভিতর কুকুরকে দেখিয়া একজন রমণী ভীত হইয়া উঠিল এবং কুকুরকে ধরিয়া অন্যত্র লইয়া গেল—ইহাও তাহার চোখ এড়ায় নাই।

'ইহার ভিতর কিছু আছে' ভাবিয়া কসাক কড়া পাহারা আরম্ভ করিল। রাত্রে যখন পোল-মহিলা তুরন্তের নিকট আসিয়াছিলেন, তখন সে স্পষ্টভাবে বাক্সের ভিতর মানুষের কথা শুনিল। খুব ভোরে সে পুলিশের নিকট গিয়া বলিল, পোল-মহিলাদের কাজ তার নিকট ভাল ঠেকিতেছে না—সম্ভবত বাক্সের ভিতরে শবের পরিবর্ত্তে তাহারা জীবিত কাহাকেও লইয়া যাইতেছে।

অল্পদিনের মধ্যে সকল দুঃখের অবসান হইয়া মুক্তি আসিবে ভাবিতে ভাবিতে আলবিনা যখন সরাইয়ের নিকট আসিলেন, তখন ফটকের কাছে এক যোড়া কায়দা-দোরস্ত ঘোড়া, দু'জন কসাক এবং অনেক লোক দেখিলেন। সকলেই প্রাঙ্গনের দিকে চাহিয়া ছিল। এই সব তাঁহাদেরই সংক্রান্ত ভাবিয়া তাঁহার হৃদ-স্পন্দন যেন রহিত হইল।

তিনি ভাবিলেন, "এ হতেই পারে না ; বোধ হয় অন্য কিছু।" কিন্তু না—লোকজনে তুরন্ত ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেখান হইতে ত্রিশরকার হতাশাপূর্ণ ডাকাডাকি শুনা গেল। তিনি যেন কলের পুতুলের মত সেই দিকে চলিলেন। যাহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর আর কিছু হইতে পারে না তাঁহাই ঘটিয়াছে। জমকাল পোষাক পরিয়া ভুঁড়ি ও কালো গোঁফওয়ালা একজন লোক কর্ত্তৃত্বের সুরে খুব চীৎকার করিয়া কি যেন বলিতেছিলেন। তাহার সম্মুখে, দুজন সৈন্যের মাঝখানে তাঁহার প্রাণপ্রিয় স্বামী কৃষকের বেশে দাঁড়াইয়া—উষ্কশুষ্ক চুলের ভিতর ২।১টি খড়ও ছিল। অসহায়ভাবে তিনি তাঁহার কাঁধ

ওঠা নামা করিতেছিলেন। ত্রিশরকার গায়ের লোমগুলি খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল। অবোধ পশু জানিত না যে, সে-ই সমস্ত বিপত্তির মূল। সে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের দিকে চাহিয়া নিস্ফল আক্রোশে ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতেছিল। আলবিনাকে দেখিয়া মাইকেল চমকিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার নিকট যাইবেন ভাবিলেন, কিন্তু সৈন্যেরা গতিরোধ করিল।

তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "ঠিক হয়েছে, আলবিনা, ঠিক হয়েছে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "এই যে ভদ্রমহিলা নিজেই উপস্থিত।" "একটু দয়া ক'রে এগিয়ে আস্থন। এই বুঝি আপনার শিশুদের শবাধার! এঃ। এঃ!" শেষের কথা গুলি বলার সময় তিনি তাঁহার স্থূল ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন ও চোক বাঁকা করিলেন।

আলবিনা কিছু বলিলেন না, বুকে হাত চাপিয়া ভীতি-বিহ্বল হইয়া তিনি দাড়াইয়া রহিলেন—তাঁহার চোখ দুটি স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল।

মৃত্যুর পূর্ব্বে এবং বিষম সঙ্কট কালে মুহূর্ত্তের মধ্যে যেমন অসংখ্য চিন্তা লোকের মনে উপস্থিত হয়, ঠিক সেইভাবে আলবিনার মনে যুগপৎ নানা চিন্তা আসিল। তাঁহার দুর্ভাগ্যের কথা তিনি এ সময় বুঝিতে অথবা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। প্রথমে ভাবিলেন কি অপমান! তাঁহার বীর স্বামী অসভ্য চোয়াড়ের হাতে পড়িয়া মাথা হেঁট করিয়া আছেন—ইহা যে অসহ্য!

তাঁহার স্বামীর এই দশা ! কোন্ সাহসে এই পুরুষশ্রেষ্ঠকে তাহারা আটকাইয়া রাখে ! খানিক পরে বিপদের কথাও ভাবিলেন। বর্ত্তমান বিপদের কথা ভাবিতে ভাবিতে, জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শোকাবহ ঘটনা—শিশুদের মৃত্যুর কথা তাহার মনে পড়িল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উঠিল, কেন ? কেন ভগবান শিশুদিগকে লইলেন ? এবং কেনই বা এখন তাঁহার জীবনের একমাত্র আশ্রয় প্রিয়তম পুরুষশ্রেষ্ঠ স্বামী দুঃখভোগ করিবেন। তিনি নির্য্যাতন ভোগ করিতেছেন এবং সর্ব্বনাশের পথে চলিয়াছেন। তাঁহার দয়া, তাঁহার ভালবাসার কথাও মনে পড়িল। স্বামী নিজের কথা ভাবেন নাই, কেবল তাঁহার কথাই ভাবিয়াছেন। না জানি তাঁহার কি অসম্মানজনক শাস্তিই হইবে এবং এ জন্যত শুধু আলবিনাই দায়ী।

পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "উনি আপনার কে হন ? উনি কি আপনার স্বামী ?"

আলবিনা কাঁদিয়া উঠিলেন, "কেন ? কেন ?" এবং হিষ্টিরিয়া রোগীর মত হাসিতে হাসিতে বাক্সের উপর পড়িয়া গেলেন। বাক্সটা তুরন্তের বাহিরে আনা হইয়াছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে রুদ্ধকণ্ঠে বাষ্পাকুল নেত্রে লুডভিগা আলবিনার নিকট আসিয়া উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে বলিতে লাগিল, "দিদিমণি ! দিদিমণি !" সে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। কোনো বিপদ হইয়াছে ভাবিয়া, পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টরকে ছাড়িয়া ত্রিশরকা আলবিনার নিকট আসিল এবং তাঁহার গায়ে গা ঘেঁসিতে লাগিল।

হাতকড়া পরাইয়া মাইকেলকে প্রাঙ্গনের বাহিরে লইয়া গেল। আলবিনা এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিলেন। তিনি বলিলেন, "ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন— এ কাজের জন্য আমি একাকী দায়ী।"

আলবিনাকে হাত দিয়া সরাইয়া রাখিয়া পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টার বলিলেন, "কে অপরাধী তা আমরা পরে ঠিক করব। আপনার পালাও আসবে।" তাহারা মাইকেলকে লইয়া গেল। লুডভিগার অনুরোধ না শুনিয়া, আলবিনা তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলেন।

এই সব ব্যাপার যখন ঘটিতেছিল, তখন কসাক ডানিয়েল, তুরন্তের চাকার পাশে দাঁড়াইয়াছিল এবং বিমর্ষ ভাবে একবার পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর, একবার আলবিনা ও একবার নিজের পায়ের দিকে তাকাইতে ছিল। রাস্তায় আসিতে আসিতে কসাকের সহিত ত্রিশরকার ভাব হইয়াছিল। মাইকেলকে লইয়া যাওয়ার পর, সে লেজ নাড়িতে নাড়িতে কসাককে আদর করিতে লাগিল। হঠাৎ কসাক তুরন্ত হইতে দূরে গেল, মাথার টুপি খুলিয়া মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং ত্রিশরকাকে পা দিয়া সরাইয়া মদের দোকানে প্রবেশ করিল। সঙ্গে যাহা কিছু পয়সা ছিল সব খরচ করিয়া সেখানে সারা দিন রাত ধরিয়া সে মদ খাইল। পরের রাত্রে যখন তাহার হুঁস হইল, তখন দেখিল যে সে এক নর্দ্দামার মধ্যে পড়িয়া আছে। যে প্রশ্নের জ্বালা, সে মদ খাইয়া ভুলিতে চাহিয়াছিল, তাহা আর এখন তাহার মনে উদয় হইল না। সে প্রশ্ন এই,

"পোলমহিলার স্বামী বাক্সের ভিতর ছিলেন, এ কথা পুলিশ-কর্তৃপক্ষের নিকট বলিয়া সে কি ভাল করিয়াছে ?"

পলায়ন করিতে চেষ্টা করার অপরাধে মাইকেলের বিচার হইল। স্থির হইল তাঁহাকে এক হাজার বেত দেওয়া হইবে। সেণ্টপিটার্স-বার্গে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও ভাণ্ডার পরিচিত অন্যান্য লোকের তদ্বিরের ফলে, এই শাস্তি কমিয়া সাইবেরিয়ায় তাঁহার যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হইল।

আলবিনা স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না। কিন্তু তিনি বেশী দিন বাঁচিলেন না। লোকে ভাবিল তিনি ক্ষয়রোগে মারা গেলেন, কিন্তু তিনি জানিতেন যে শোকই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এই যুক্তিহীন নিষ্ঠুরতার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। কেহই তাঁহাকে বুঝাইতে পারে নাই। তাঁহার একমাত্র আশা ছিল, মৃত্যুর পর এই রহস্য তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইবে। নির্ভয়ে সানন্দে তিনি আসন্ন মৃত্যুর কথা ভাবিতেন। শুধু দুর্ব্বল স্বামীকে অসহায় রাখিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া, তাঁহার ব্যথা লাগিত। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে বুঝিলেন, নিজে দুর্ব্বল অসুস্থ বলিয়া তিনি স্বামীর সহায় না হইয়া বরং বোঝাস্বরূপ হইয়াছেন।

পূর্ব্ব হইতেই মাইকেল এত মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহমন দুয়েরই ভাঙন ধরিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি পুরোপুরি গা ঢালিয়া দিলেন। সঙ্গীরা তাঁহাকে কোনো মতে

বাঁচাইয়া রাখিল। আরও দশ বৎসর উদ্দেশ্যহীন দুঃখময় জীবন যাপন করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

আর এ দিকে সম্রাট নিকোলাস ইহা ভাবিয়া খুসী হইলেন যে, শুধু পোলাণ্ডের নহে, সমগ্র ইউরোপের সহস্রশির বিপ্লবের মূলোৎপাটন তিনি করিয়াছেন। তিনি গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে, তিনি তাঁহার মাতামহী ক্যাথারিনের শাসনপ্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জাতির মঙ্গলের জন্যই পোল্যাণ্ডকে রুশ শাসনের অধীন করিয়াছেন। পারিষদগণের মুখে তাঁহার প্রশংসা ধরিত না এবং তিনি ভাবিতেন সত্যই বুঝি তিনি একজন মহাপুরুষ এবং মানবজাতির, বিশেষত রুশীয়দের পরম বন্ধু!

# বন্দীর মৃত্যু।

## ১

রুশ রাজ্যের কথা। ১৮৭০ সাল শেষ হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের সহিত বিপ্লববাদীদের বিরোধ চরমে পৌঁছিয়াছে।

রাত্রিকাল। দক্ষিণ প্রান্তের গভর্ণর-জেনারেল পড়ার ঘরের টেবিলের পাশে বসিয়া আছেন। তিনি জাতিতে জার্মান। শরীরখানি তাঁহার বিশাল, গোঁফযোড়াও অনুরূপ। গায়ে সামরিক কোট। কোটের উপর সাদা ক্রশ ( অর্ডার অব দি ষ্টার ) আটকান। টেবিলের উপর সাদা ঢাকনীদার চারিটি আলো জ্বলিতেছিল। সেক্রেটারি সাহেব তাঁহার জন্য যে সব কাগজ-পত্র রাখিয়া গিয়াছেন, সে সব পড়িয়া তিনি তাহাতে নাম-সহি করিয়া একখানির উপর আর একখানি রাখিতেছিলেন।

এই সব কাগজপত্রের মধ্যে একখানিতে সাইমন নামক নওরসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গ্রাজুয়েটের প্রাণদণ্ডের কথা ছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তিনি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া তিনি ইহাতেও নাম সহি করিলেন এবং হাতের আঙ্গুল দিয়া কাগজগুলি সমান করিয়া রাখিলেন।

সৈন্যদের রসদ স্থানান্তরিত করার খরচার কথা ছিল পরের

কাগজে। তিনি মনোযোগ দিয়া ইহা পড়িয়া ভাবিলেন, টাকাটা বোধ হয় বেশী ধরা হইয়াছে। সাইমন সম্বন্ধে সহকারীর সহিত একদিন তিনি যে আলোচনা করিয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহার ধারণা ছিল, সাইমনের বাড়ীতে ডিনামাইট পাওয়া গেলেও তাঁহার কোনো অপরাধ প্রমাণ হয় নাই। সহকারী বলিয়াছিলেন, ডিনামাইটের কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাঁহার বিরুদ্ধে এমন সব প্রমাণ আছে যাহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি দল-বিশেষের নেতা। সেই কথা লইয়াই তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। তুলোভরা সামরিক কোটের ডবল-ব্রেষ্ট কলার ছিল ঠিক কার্ডবোর্ডের মত শক্ত—তার নীচে তাঁহার হৃদযন্ত্রটি বড় অনিয়মে ধুক ধুক করিতেছিল। তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস এত জোরে বহিতেছিল যে, বুকের উপর গৌরব ও বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ যে 'ক্রশ'টি ছিল তাহাও নড়িতেছিল। 'এখনও সেক্রেটারীকে ডাকা যেতে পারে। প্রাণদণ্ড রদ না করলেও তারিখ পেছিয়ে দেওয়া যেতে পারে!'

'তাকে ডাকবো কি না?' হৃদয়ের ধড়ফড়ানি তাঁহার অনেকখানি বাড়িল। তিনি ঘণ্টা বাজাইলেন। আর্দ্দালী দ্রুতপদে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিল।

"ইভান কি চলে গেছেন?"

"না হুজুর, তিনি আফিসে আছেন।"

জেনারেলের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া যেন বন্ধ হইয়া আসিল—আবার

স্পন্দন দ্রুত হইল। কয়েক দিন পূর্ব্বে ডাক্তার, তাঁহার বুক পরীক্ষা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িল।

ডাক্তার বলিয়াছিলেন, "সকলের উপর লক্ষ্য রাখবেন, যখনই আপনার মনে হবে, হৃদযন্ত্র বলে একটি জিনিষ আপনার আছে, তখনই যেন কাজকর্ম্ম বন্ধ করে অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করেন। আপনার পক্ষে সব রকম উত্তেজনাই অনিষ্টকর। এ বিষয়ে খুব হুঁসিয়ার থাকবেন।"

"তাঁকে কি ডেকে দেব, হুজুর?"

"না দরকার নেই।"

জেনারেল আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "কিছুই স্থির করতে পারছি না। স্বাক্ষর যখন করা হয়েছে, তখন আর ভেবে লাভ কি? 'পাঁঠা যখন আনা হয়েছে তখন তাকে বলি দেওয়াই ঠিক।' তা ছাড়া এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে যাই কেন? আমি আইনের দাস। আমার এরূপ চিন্তা না করাই ঠিক।" তিনি মনকে আরও শক্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু তাঁহার মন ছিল অন্য ধাতুর।

সম্রাটের সহিত গতবারের সাক্ষাতের কথা তাঁহার মনে পড়িল। সম্রাট তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি আপনার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করি। শত্রুর সহিত যেরূপ প্রাণপণে আপনি লড়েছেন, আশা করি তেমনিভাবে বিপ্লববাদীদেরও দমন করবেন। আপনার চোখে তারা যেন ধূলো দিতে না পারে। নিঃসঙ্কোচে

কর্ত্তব্য করে যাবেন।” বিদায়কালে সম্রাট তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। তিনি তখন সম্রাটকে বলিয়াছিলেন, “সম্রাট ও দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করাই আমার জীবনের চরম সার্থকতা।” স্বার্থ-ত্যাগমূলক রাজভক্তি দেখানর লোভে, তখন তিনি যে দাস-মনো-ভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়াতে জেনারেলের অন্তরের কোণে যে একটু করুণা উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল তাহা দূরে পলায়ন করিল। বাকী কাগজগুলিতে নাম-সহি করিয়া তিনি আবার ঘণ্টা বাজাইলেন।

“চা দেওয়া হয়েছে?”

“দিচ্ছি, হুজুর।”

আচ্ছা, তুমি যেতে পার।”

জেনারেল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। বুকের উপর একটু হাত ঘসিয়া তিনি দ্রুতপদে বড় হলে প্রবেশ করিলেন। হলটি নূতন শ্বেত পাথর দিয়া মোড়া। তিনি বৈঠকখানার দিকে:চলিলেন। সেখান হইতে এক সাথে অনেকের গলার আওয়াজ আসিতেছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া তিনি তাই শুনিলেন।

জেনারেল-গৃহিনী আজ অতিথি-অভ্যাগত লইয়া বড় ব্যস্ত। সস্ত্রীক দেশপ্রেমিক গভর্ণর ও এক রাজকুমারী বেড়াইতে আসিয়া-ছেন। জেনারেলের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিবার মতলবে জনৈক কর্ম্মচারীও আজ উপস্থিত।

জেনারেলের স্ত্রীর শরীরখানা ছিল একহারা, ওষ্ঠ পাতলা।

সব সময় তাঁহার মুখ ভার থাকিত। একখানা নীচু টেবিলের পাশে তিনি বসিয়াছিলেন। টেবিলের এক পাশে স্পিরিট ল্যাম্পের উপর রূপার কেটলিতে চায়ের জল গরম হইতেছিল। দুঃখের ভাণ করিয়া তিনি তরুণীর পোষাক পরা স্থূলকায়া প্রৌঢ়া গভর্ণর পত্নীর নিকট স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছিলেন।

"প্রতিদিনই নূতন নূতন ষড়যন্ত্রের খবর আসছে। সব বিষয়ই ওঁকে দেখতে হয়।"

রাজকন্যা বলিলেন, "উঃ! বিপ্লববাদীদের কথা আমার কাছে আর বলবেন না। এই হতচ্ছাড়া লোকগুলোর কথা মনে হলে রাগে আমার গা জ্বলে যায়।"

"সে কথা ঠিক। কাজ ওঁর যে কি কঠিন! আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে দুর্ব্বল হৃদযন্ত্র নিয়েও উনি রোজ বারো ঘণ্টা খাটেন! আমার ভয় হয় পাছে......"

স্বামীকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি কথা আর শেষ করিলেন না। "হাঁ, অবশ্যই তোমরা তার গান শুনতে যাবে। বেনের গান শুনলে মুগ্ধ হতে হয়। এমন মিষ্টি গলা!" এই কথাগুলি একজন নূতন গায়ককে লক্ষ্য করিয়া তিনি গভর্ণর-পত্নীকে এমন সহজ স্বাভাবিক সুরে বলিলেন, যেন তাঁহারা এই বিষয় লইয়াই এতক্ষণ আলোচনা করিতেছিলেন।

একখানা চীনা পরদার পিছনে ঘরের কোণে দূরে বসিয়া

জেনারেল-দুহিতা তাঁহার প্রেমাস্পদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। তিনি সুস্থকায়া এবং সুন্দরী ছিলেন। জেনারেল হলে প্রবেশ করিতেই দুজনে তাঁহার কাছে আসিলেন।

"আজ এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নি।" এই কথা বলিয়া, জেনারেল কন্যাকে চুম্বন এবং যুবকের কর-মর্দ্দন করিলেন।

নিমন্ত্রিতদিগকে আদর-সম্ভাষণ করিয়া, তিনি ছোট টেবিলের পাশে বসিলেন এবং গভর্ণরের সহিত হাল খবর লইয়া আলোচনা সুরু করিলেন।

গভর্ণর কিছু বলিতে যাইতেছিলেন। জেনারেল-পত্নী বাধা দিয়া বলিলেন, "না, কাজকর্ম্মের কথা এখন চলবে না। ঐ যে, কোপিও আসছে, সে নিশ্চয়ই একটা-না-একটা মজার কথা বলবে।"

"নমস্কার; কোপিও।"

হাস্য-কৌতূকের জন্য কোপিওর বেশ একটু সুনাম ছিল। সে এমন এক মজার গল্প বলিল যে, সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

## ২

"এ হতেই পারে না। কখ্খনো না! কখ্খনো না! আমাকে ছেড়ে দিন!" এই কথাগুলি, সাইমনের মাতা, তাঁহার পুত্রের বন্ধু জনৈক স্কুলমাষ্টার এবং এক ডাক্তারের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবার সময় তার-স্বরে বলিলেন।

সাইমনের মা ছিলেন সুন্দরী। বৃদ্ধা না হইলেও তাঁহার চুলে অল্প পাক ধরিয়াছিল। চোখের চারিপাশের চামড়া একটু লোল হইয়াছিল। সাইমনের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা স্বাক্ষরিত হইয়াছে শুনিয়া, তাঁহার বন্ধু স্কুলমাষ্টার আভাসে এই সংবাদ তাঁহার মাতাকে দিতে আসিয়াছিলেন—উদ্দেশ্য ফাঁসীর দিন যাহাতে তিনি আত্ম-সংবরণ করিতে পারেন, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে সেইরূপ প্রস্তুত করা। কিন্তু যখন তিনি সাইমনের কথা পাড়িলেন, তখন তাঁহার দুঃখ-বিজড়িত স্বর এবং ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টি দেখিয়া, তাঁহার মাতা বুঝিলেন যে-আশঙ্কা তিনি করিতেছিলেন, তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।

শহরের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হোটেলের এক ক্ষুদ্র কুঠুরিতে এই ব্যাপার ঘটিতেছিল।

ডাক্তারের হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'কেন আমাকে ধরে রেখেছেন?' পরিবারের পুরাতন বন্ধু ডাক্তার এক হাত দিয়া তাঁহার কনুই ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, অন্য হাতে কোচের সামনে গোল টেবিলের উপর ছোট এক শিশি ঔষধ রাখিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেছিলেন না বলিয়া, তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, কারণ তিনি জানিতেন ছাড়া পাইলে তিনি একটা-না-একটা অনর্থ করিয়া বসিবেন।

ডাক্তার গ্লাসে একটু ওষুধ লইয়া বলিলেন, 'আপনি শান্ত হোন, আর এই ওষুধ টুকু খান।'

তিনি হঠাৎ চুপ করিলেন। মুখ নীচু করিয়া চোখ বুজিয়া সোফার উপর বসিয়া পড়িলেন।

মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র তাঁহার কাছ হইতে বিদায় লইয়াছিল। বিদায়কালের তাহার সেই ব্যথিত উদাস দৃষ্টিটি বার বার মনে পড়িল। যখন পুত্রের বয়স ৮ বৎসর তখন মখমলের জামা গায়ে দিয়া সে তার ছোট ছোট পা ফেলিয়া কিভাবে হাঁটিত ছুটিত সে কথাও তাঁহার মনে পড়িল। তখন কি সুন্দর ঢেউতোলা পাতলা চুল ছিল তার!

"আর এই বালকের প্রাণ তারা নষ্ট করবে?" তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। টেবিল একপাশে ঠেলিয়া দিয়া হাত ছাড়াইয়া, দরজা পর্য্যন্ত গিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িলেন।

"লোকে বলে ভগবান আছে। এমন কাজ যে হতে দেয়, সে আবার কিসের ভগবান! চুলোয় যাক সে।" তিনি কখনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন কখনও কাঁদিতেছেন এবং কখনও বা হিষ্টিরিয়ার রোগীর মতন খিলখিল করিয়া হাসিতেছেন। "তার ফাঁসী হবে! যে ব্যক্তি স্বার্থচিন্তা না করে আপনার সুখ-সাচ্ছন্দ্য ধন-সম্পদ্ স্বাস্থ্য এমন কি জীবন পর্য্যন্ত দেশের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেছে, তাকে তারা ফাঁসীতে লটকাবে?" পূর্ব্বে তিনি যে সকল কাজের জন্য সন্তানের দোষারোপ করিতেন, সেইগুলি এখন তাঁহার নিকট মহত্ব ও ত্যাগের পরিচায়ক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। "তারা তার ফাঁসী দেবে; আর আপনারা বলছেন, ভগবান

আছেন।" এই কথাগুলি তিনি পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন।

"আমরা আর কিছুই বলছি না। বলছি শুধু এই ওষুধ টুকু খেতে।"

"কোনো দরকার নেই। হোঃ হোঃ হোঃ।" তিনি হতাশভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সন্ধ্যাকালে তিনি এত ক্লান্ত হইলেন যে, তাঁহার কথা বলিবার অথবা চীৎকার করিবার শক্তি পর্য্যন্ত রহিল না। তিনি উদাস চোখে শূন্যপানে তাকাইয়া রহিলেন। ডাক্তার মর্ফিয়ার ইনজেক্‌শন দিলে, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বেশ ঘুম হইল। কিন্তু জ্ঞান ফিরিয়া আসার পরের অবস্থা আরও খারাপ হইল। 'লোকে কি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে! শুধু সেনাপতি নহে, সাধারণ সৈন্যগণও এত হৃদয়হীন! ঝি নিশ্চিন্ত মনে ঘরের কাজ করে গেল। পাশের কুঠুরীতে প্রতিবেশীরা আনন্দের সহিত আলাপ ও হাসিতামাসা করছে—যেন কিছুই হয় নি। এদের প্রাণে কি দয়ামায়া নেই!'

৩

সাইমনকে এক মাসের বেশী নির্জ্জন কারাকক্ষে থাকিতে হইল। এ সময় তাঁহার অনেক মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিল।

ধনীর ঘরে জন্মিয়াছেন বলিয়া, অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করিতেন। তিনি এই চিন্তা দূর করিতে

চেষ্টা করিতেন। তথাপি লোকের দারিদ্র্য ও অভাবের প্রতি যখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িত, তখন তাহাদের অবস্থার সহিত নিজের অবস্থার তুলনা করিতেন ; বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যের বৃদ্ধ নারী ও শিশুদের দুরবস্থার কথা মনে করিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিতেন। তিনি যে সব সুখসুবিধা ভোগ করেন, এই সব কৃষক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহা হইতে বঞ্চিত থাকে, অথচ ইহারা অভাবে পিষ্ট হইয়া ক্রমাগত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিতে বাধ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া এই অন্যায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি একটি আদর্শ বিদ্যালয় একটি সমবায় ভাণ্ডার ও একটি অনাথ-আতুরাশ্রম স্থাপন করিলেন। কিন্তু এই কাজ আরম্ভ করিয়া তাঁহার সঙ্কোচভাব আরও বাড়িল। পূর্ব্বে যখন তিনি বন্ধুবান্ধবদের সহিত শহরে আমোদ করিতেন অথবা অনেক টাকা খরচ করিয়া ঘোড়া কিনিতেন, তখনকার অপেক্ষা এখন নিজেকে বেশী অপরাধী মনে করিলেন। তিনি বুঝিলেন তাঁহার জীবন-যাপন-প্রণালী ন্যায়সঙ্গত নহে—ইহা নীতিবিরুদ্ধ ও দোষাবহ।

এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত কিফ্ সহরে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কিফ্ দুর্গের পরিখার ভিতর এই ব্যক্তিকে তিন বৎসর পরে ফাঁসীতে লটকান হয়।

তিনি ছিলেন সুদক্ষ ও উৎসাহী কর্ম্মী। তিনি সাইমনকে একটি দলে যোগ দিতে বলেন—এই দলের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিয়া তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে তাহাদের স্পষ্ট ধারণা

জন্মান এবং তাহাদিগকে ছোট ছোট দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া। জমিদার ও গভর্ণমেণ্টের হাত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করাই ছিল দলের চরম উদ্দেশ্য। এই ব্যক্তি এবং ইহার বন্ধুবান্ধবদের সহিত আনাগোনা করার ফলে সাইমনের অস্পষ্ট ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আপনার কর্ত্তব্য যে কি তিনি তাহা ভাল ভাবে বুঝিলেন। তিনি গ্রামে ফিরিলেন এবং এই সব বন্ধুর সংস্রবে থাকিয়া নূতন ভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি স্কুল মাষ্টারির কাজ লইলেন এবং অধিক বয়স্কদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। তাহাদিগকে পুস্তক ও পুস্তিকা পড়াইয়া শুনাইতেন এবং কৃষকদিগকে তাহাদের দুরবস্থার কারণ বুঝাইয়া দিতেন। ইহা ভিন্ন নিষিদ্ধ পুস্তকাদি প্রকাশ করিতেন, এবং মায়ের কোনো অসুবিধা না করিয়া, যে অর্থ বাঁচাইতে পারিতেন তাহা দিয়া অন্যান্য গ্রামে প্রতিষ্ঠান খুলিয়া সেগুলি পরিচালনা করিতেন।

এই নূতন কাজের প্রারম্ভেই সাইমন দু'দিক হইতে বাধা পাইলেন। অধিকাংশ লোকে এইরূপ কাজে যে শুধু উদাসীন ছিল তাহা নহে, তাহারা ইহাকে অবজ্ঞার চোখে দেখিত। অতি অল্প লোকেই ইহার মূল্য বুঝিত ও ইহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইত এবং ইহাদের মধ্যেও অনেক সময় সন্দিগ্ধ-চরিত্রের লোকও থাকিত। আর এক বাধা আসিল গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে। তাঁহার স্কুল বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা

হইল। তাঁহার ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে পুলিশে হানা দিল। তাঁহাদের বই ও কাগজ-পত্র বাজেয়াপ্ত হইল।

গভর্ণমেণ্টের বাধার জন্য সাইমনের মন অত্যন্ত বিদ্রোহী হইয়াছিল বলিয়া, লোকের উদাসীনতা তিনি প্রথমে গ্রাহ্য করেন নাই। এই সরকারী নির্য্যাতন তাঁহার নিকট অর্থহীন ও অপমান-জনক বোধ হইত। অন্যান্য স্থানের সহকর্ম্মীদের কাজ-কর্ম্মও একই ভাবে বন্ধ করা হইল। গভর্ণমেণ্টের প্রতি তাহাদের আক্রোশ এত বাড়িল যে, অধিকাংশ দল গভর্ণমেণ্টের সহিত প্রকাশ্যভাবে বিরোধ করা স্থির করিল।

এই নূতন নীতির মূলে ছিলেন মার্টিন নামক এক ব্যক্তি। তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং অদম্য উৎসাহ ছিল। তিনি বিপ্লবের পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন।

এরূপ লোকের হাতে সাইমন আপনাকে সঁপিয়া দিলেন এবং যে উৎসাহের সহিত পূর্ব্বে তিনি কৃষকদের ভিতর কাজ করিতেন, সেইরূপ উৎসাহের সহিত বিপ্লববাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন।

এই কাজ ছিল বিপদসঙ্কুল ; কিন্তু এই বিপদই তাঁহাকে কাজে আকর্ষণ করিয়া রাখিল।

তিনি ভাবিলেন, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।' শরীর পাত হইলেও, ভবিষ্যৎ বিজয়ের পথ খোলাসা হইবে। যে আগুন তাঁহার অন্তরে জ্বলিতেছিল—বিপ্লবে যোগ দেওয়ার সাত বৎসর মধ্যে তার তেজ একটুও কমিল না। বরং যাহাদের ভিতর তিনি

চলাফেরা করিতেন, তাহাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাইয়া তাঁহার মনোভাব আরও প্রবল হইল।

পিতার যে সম্পত্তি তিনি পাইয়াছিলেন, তাঁহার প্রায় সব তিনি খরচ করিয়া বসিলেন। এই সব কাজ করার সময় তাঁহাকে যে কঠিন পরিশ্রম করিতে অথবা অভাবে পড়িতে হইত, তিনি তাহা আমল দিতেন না। একটি কারণে তিনি ব্যথিত হইতেন। তিনি এই ভাবে চলিতেন বলিয়া তাঁহার মায়ের কষ্ট হইত। ঐ পরিবারে এক তরুণী আশ্রয় লইয়াছিল। সে সাইমনকে ভাল বাসিত। সাইমনের কঠোর জীবন-যাপন প্রণালী তরুণীকেও বেদনা দিত।

অবশেষে তাঁহার এক বিপ্লব-বাদী বন্ধু, পুলিশের তাড়নায় তাঁহার নিকট আসিয়া একটি ডিনামাইট রাখিতে বলে। সাইমন তাহাকে অপছন্দ করিতেন। তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিবার জন্য তিনি ডিনামাইট রাখিয়া দিলেন। পরদিন পুলিশ তাঁহার বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়া ডিনামাইট বাহির করিল। "কোত্থেকে এটা আসল ?" প্রশ্নের উত্তরে সাইমন কোনো জবাব দিলেন না।

যে বীরের মৃত্যু তিনি কামনা করিতেছিলেন, তাহা এইরূপে উপস্থিত হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন তাঁহার অনেক বন্ধুর প্রাণদণ্ড, কারাবাস ও নির্ব্বাসন হইয়াছিল এবং যখন অনেক নারী পর্য্যন্ত নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, সাইমন তখন প্রাণপণে শহিদের মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন। গ্রেপ্তারি ও প্রথম তদন্তের সময় তাঁহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

উলঙ্গ করিয়া শরীর পরীক্ষা করার পর যখন তাঁহাকে নির্জ্জন কারাকক্ষে তালাবন্ধ করিয়া রাখা হইল, তখনও এই আনন্দের ভাব তাঁহার ছিল। কিন্তু দু এক দিন করিয়া দু তিন সপ্তাহ যখন তিনি স্যাঁত-সেঁতে কীটপূর্ণ অন্ধকার কারাকক্ষে অলসভাবে কাটাইলেন, দেওয়ালে টোকা মারিয়া ভিন্ন অন্য উপায়ে অন্যান্য বন্দীর সহিত ভাববিনিময়ের সুবিধা পাইলেন না, তাহাদের নিকট কেবল দুঃসংবাদ শুনিলেন এবং সময় সময় শত্রুপক্ষের কঠোর জেরায় পড়িলেন—যাহারা তাঁহার সামান্য একটি কথার সূত্র ধরিয়াও তাঁহার সঙ্গীদিগকে বিপদে ফেলিতে চেষ্টা করিত, তখন তাঁহার নৈতিক ও দৈহিক শক্তি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তিনি সম্পূর্ণরূপে দমিয়া গেলেন এবং এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার জন্য মৃত্যু কামনা করিলেন। নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারিবেন না ভাবিয়া তিনি মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় মাসে ভাবিলেন, সব কথা প্রকাশ করিয়া মুক্তি লাভ করি। নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়া ভীত হইলেন। সাহস ও শক্তি হারাইলেন এবং নিজেকে আরও বেশী ঘৃণা করিতে লাগিলেন। দুঃখের মাত্রা তাঁহার অনেক বাড়িল।

সব চেয়ে ভয়ঙ্কর কথা এই যে, দেশের কল্যাণে নিজের ধনসম্পদ শক্তি-সামর্থ্য উৎসর্গ করিয়াছেন এবং আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়াছেন বলিয়া কারাগারে তাঁহার দুঃখ হইল। সেই সব আমোদ প্রমোদকে এখন তিনি ভাল মনে করিলেন এবং পূর্ব্বে

যে সব কাজ তিনি করিয়াছেন, সে সব ভাল নয় ভাবিলেন। তিনি মনে করিলেন, এ ভাবে জীবন না কাটাইয়া যদি অপর সকলের ন্যায় থাকিতেন, আপনার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-ভালবাসার ভিতর বর্দ্ধিত হইতেন, 'তাহাকে' অথবা অন্য কোনো বালিকাকে বিবাহ করিয়া আনন্দপূর্ণ সরল জীবন যাপন করিতেন তবে বেশ হইত।

৪

দিন এইরূপ একঘেয়ে ভাবে কাটিতেছে। 'জেলার' একদিন একখানা বাইবেল আনিয়া সাইমনের হাতে দিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পত্নী অনেকগুলি বাইবেল জেলারের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, সে গুলি কয়েদীদের ভিতর বিলি হইবে। বাইবেলের মলাটের উপর সোনালী রংএর একটি ক্রশচিহ্ন অঙ্কিত ছিল। বই পাইয়া সাইমন জেলারকে ধন্যবাদ দিলেন, এবং একটু হাসিয়া দেওয়ালে আটকান ছোট টেবিলের উপর উহা রাখিলেন।

জেলার চলিয়া গেলে, সাইমন দেওয়ালে টোকা মারিয়া অন্য কয়েদীদের সহিত শাসনকর্ত্তার জেল-পরিদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। জানিলেন প্রত্যেকে একখানা বাইবেল পাইয়াছে।

ঠাণ্ডা লাগিয়া বইএর পাতা জোড়া লাগিয়া গিয়াছিল। সাইমন বই খুলিয়া পড়া আরম্ভ করিলেন। তিনি কোনোদিন বাইবেল পড়েন নাই। স্কুলের বাইবেল-শিক্ষক ক্লাশে যে বাইবেল পড়াইতেন, বাইবেলের জ্ঞান তাঁহার সেই পর্য্যন্ত। পাদরীদিগকেও গীর্জ্জা ঘরে তিনি বাইবেল পড়িতে দেখিয়াছেন।

তিনি পড়া সুরু করিলেন :—"প্রথম অধ্যায়। যীশুখ্রীষ্টের বংশ পরিচয়, ডেভিডের পুত্র যীশু, এব্রাহিমের পুত্র ডেভিড, এব্রাহিমের পুত্র ঈসাহাক, ঈসাহাকের পুত্র জেকব, জেকবের পুত্র জুডা......।" "এবং জোরোব্যাবেলের সন্তান আবিয়াদ......।" তিনি যেরূপ ভাবিতেন বাইবেল ঠিক তেমনি অদ্ভুত, বিশৃঙ্খল, জবড়জং গাঁজাখোরী হিজিবিজি দ্বারা পূর্ণ! জেলখানা না হইলে তিনি ইহার এক পৃষ্ঠাও শেষ করিতে পারিতেন না। শুধু পড়ার খাতিরে পড়িতে লাগিলেন। প্রথম অধ্যায়ে কুমারীর গর্ভে সন্তানের জন্মকথা, এবং এই সন্তানের নাম 'ইমানুয়েল' ( অর্থাৎ 'ভগবান আমাদের সহিত' ) রাখিতে হইবে এট ভবিষ্যদ্বাণী পড়িলেন। 'কোথেকে এই ভবিষ্যদ্বাণী আসল ?—দ্বিতীয় অধ্যায়ে চলন্ত নক্ষত্র, এবং তৃতীয় অধ্যায়ে, যিনি ফড়িং খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন, সেই সাধু জনের কথা পড়িলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে শয়তান যীশুকে ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া কসরৎ দেখাইতে বলিতেছে। এ সব লেখা তাঁহার নিকট এত নিরস ঠেকিতেছিল যে, জেলখানার একঘেয়ে জীবন-যাপনের ভিতরও তিনি বাইবেল বন্ধ করিয়া জামা দিয়া মাছি-ধরা-রূপ দৈনন্দিন সান্ধ্য কাজে প্রবৃত্ত হইবেন ভাবিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময়, বাইবেলের পরীক্ষার দিন তিনি একটি বিশেষ কথা ভুলিয়া যান। তাহাতে রাঙ্গা-মুখ পাদরী রাগ করিয়া তাঁহাকে কম নম্বর দিয়াছিল। সেই স্থানটি খুঁজিয়া দেখার ইচ্ছা তাঁহার হইল। তিনি পুনরায় পড়া সুরু

করিলেন। 'যারা ধর্ম্মের জন্য নির্য্যাতিত হয় তারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদের।" তিনি বলিলেন, 'এ কথা আমাদের পক্ষেও খাটে।' 'যখন লোকে তোমাদের বিদ্রূপ করবে নির্য্যাতিত করবে, তখন তোমরা ধন্য। আনন্দ কর, কারণ তোমাদের পূর্ব্বে যে সব ধর্ম্মপ্রচারক এসেছিলেন, তাঁদের উপরও তারা নির্য্যাতন ক'রেছে। তোমরা পৃথিবীর শান্তিজল স্বরূপ। তোমরা যদি শান্তির পথে না চল, তবে জগতে কি করে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে! সুতরাং মনে রেখো, পদদলিত নিপীড়িত না হলে সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত না হলে কিছুই হয় নি।'

তিনি মনে করিলেন, 'এ সব কথা আমাদের উদ্দেশ্যেই লেখা। তিনি পড়িতে লাগিলেন। পঞ্চম অধ্যায় পড়িয়া তিনি থামিলেন। "রাগ করো না; ব্যভিচার করো না। অত্যাচারের পরিবর্ত্তে অত্যাচার করো না। শত্রুকে ভালবাস।"

তিনি ভাবিলেন, "প্রত্যেকে যদি এইভাবে জীবন যাপন করত, তবে বিপ্লবের যে দরকারই হত না।

পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানের গভীর অর্থ উপলব্ধি করিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। যতই তিনি পড়িতেছিলেন, ততই তাঁহার মনে হইতেছিল ইহাতে এমন একটি সত্য আছে যাহা অত্যন্ত সরল গভীর অথচ প্রাণস্পর্শী যার কথা তিনি পূর্ব্বে কখনও শোনেন নি কিন্তু অন্তরে যেন বহুকাল হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন।

তারপর যীশু শিষ্যদিগকে কহিলেন, "যদি কেহ আমার পথে

চলতে চায়, তবে তাকে সব ত্যাগ করে, বিপদ বরণ করে, আমাতে তন্ময় হতে হবে। কারণ, যে ব্যক্তি আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে সে মরবে এবং আমার জন্য যে জীবন দেবে, সে জীবন পাবে। সত্যের বিনিময়ে নিখিল সংসারের আধিপত্য পেলেও মানুষের কি লাভ ?”

চক্ষু তাঁর অশ্রুপূর্ণ। তিনি বলিলেন', এই তো ঠিক। আমি তো এই চাই। আপনাকে সঁপে দিতে গিয়েছিলাম। কিছু জমিয়ে রাখার চেষ্টা করিনি শুধু বিলিয়ে দিতে চেয়েছি। এতেই জীবন, এতেই আনন্দ। মানুষের দৃষ্টিতে যশোলাভের জন্য আমি অনেক করেছি। জনসাধারণের প্রশংসার জন্য আমি কোনো দিন ভাবি নি। অবশ্য যাদের ভালবাসতাম ও শ্রদ্ধা করতাম, তাদের প্রশংসার ভিখারী আমি ছিলাম। নাটাশা ও বেসিলের মত লোক আমার প্রশংসা করেছে। তারপর সংশয় আমাকে ঘিরল—আমার অশান্তি বাড়ল। আত্মার অনুপ্রেরণায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করব ভেবে যখন কাজ করতাম তখন আমি প্রকৃত শান্তি পেয়েছিলাম।”

এখন হইতে সাইমন অধিকাংশ সময়, বাইবেল পড়িয়া সে সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। অনুতাপদগ্ধ চিত্তে তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব শান্তি আসিল। তিনি বাহিরের কথা ভুলিয়া গেলেন। পূর্ব্বে যাহা কখন ও কল্পনা করেন নাই এরূপ অনেক উচ্চ চিন্তা তাঁহার ভাব-রাজ্যকে সজীব করিয়া রাখিল। “সকলে কেন এই বইএর পরমর্শমত চলে না?' ভাবিয়া তিনি

বিস্মিত হইলেন। "সকলেরই এই পথে চলা উচিত। এরূপে চ'ললে দুঃখ-কষ্ট অভাব-অভিযোগ থাকত না—লোকে সুখ-শান্তিতে থাকত। আমার এ অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হবে না? আমি কি আবার মুক্ত হব?' সময় সময় তিনি ভাবিতেন, 'তারা নিশ্চয়ই আমাকে ছেড়ে দেবে অথবা নির্ব্বাসিত করবে। ইচ্ছা করলে সব স্থানেই বাইবেল-নির্দ্দেশিত পথে চলা যায়। আমি ঠিক এই ভাবে চলব। ইহা সম্ভব এবং এ ভাবে চলা আমাদের উচিত। এরূপে জীবন-যাপন না করাই পাগলামী।"

৫

যখন তাঁহার মন এরূপ আনন্দ ও উচ্চ ভাবে পূর্ণ, তখন জেলার এক দিন অসময়ে তাঁহার কক্ষে হাজির হইলেন, তিনি কেমন আছেন এবং কিছু চান কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার প্রশ্নে সাইমন বিস্মিত হইলেন এবং পাইবেন না ভাবিয়াও, সিগারেট চাইলেন। কিন্তু জেলার তখনই সিগারেট পাঠাইয়া দিতে চাহিলেন। একটু পরে একজন প্রহরী এক প্যাকেট সিগারেট ও একটি দিয়াশলাই আনিয়া তাঁহাকে দিল।

'নিশ্চয়ই আমার জন্য কেহ কিছু করছে।' একটি সিগারেট ধরাইয়া, তিনি কক্ষে পায়চারি করিতে করিতে এই পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

পরদিন তাঁহাকে বিচারালয়ে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে তিনি পূর্ব্বেও অনেকবার গিয়াছেন। কেহ কোনো কথা আজ

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল না। কিন্তু, একজন বিচারক, তাঁহার দিকে না চাহিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন এবং এক খানা কাগজ হাতে লইয়া উচ্চ অস্বাভাবিক স্বরে পড়া স্বরু করিলেন। অপর বিচারকেরাও চেয়ার ছাড়িলেন।

সাইমন বিচারকদের মুখের পানে তাকাইলেন। তাঁহারা সাইমনের মুখের দিকে না চাহিয়াই গম্ভীর ও বিষণ্ণভাবে প্রধান বিচার-পতির রায় পড়া শুনিলেন।

সেই কাগজে লেখা ছিল, অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতে গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বিপ্লব মূলক কাজে যোগ দিয়াছেন বলিয়া সাইমনকে তাঁহার যাবতীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

তিনি যেন কলের মত কথাগুলি শুনিলেন। 'অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতে কিছু করিতে পারে ভাবিয়া কাহাকেও শাস্তি দেওয়া এবং চরমদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে তাহার অন্যান্য সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করা তাঁহার নিকট অত্যন্ত অদ্ভুত ও নিরর্থক ঠেকিল। তাঁহাকে যাহা পড়িয়া শুনান হইল তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য তিনি তখন কিন্তু ধরিতে পারিলেন না।

যখন তাঁহাকে যাইতে বলা হইল এবং প্রহরীর সহিত তিনি রাস্তায় নামিলেন, তখন তিনি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে আরম্ভ করিলেন। পুনরায় তাঁহাকে জেলের দিকে লইয়া যাইবার সময়, তিনি নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন, 'এর ভিতর নিশ্চয়ই

কোনো গলদ আছে। এ যে অন্যায়—অর্থহীন। এ হতেই পারে না।'

নিজদেহে জীবনীশক্তির এত প্রাচুর্য্য তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে, মৃত্যুর কথা তিনি কল্পনাও করিতে পারিলেন না। তাঁহার সহিত যে মৃত্যুর সম্বন্ধ আছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এমন সুন্দর স্বাস্থ্য মন এত বলবান দেহ কিরূপে অস্তিত্ব হারাবে?

নির্জ্জন কারাকক্ষে আসিয়া তিনি বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন এবং চোখ বুজিয়া পরিষ্কারভাবে ফাঁসীর কথা বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পারিলেন না। নিজের অস্তিত্ব যখন থাকিবে না, তখনকার ছবি তিনি কিছুতেই আঁকিতে পারিলেন না। লোকে যে তাহাকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক ইহাও তাঁহার বিশ্বাস হইতেছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, "আমি হৃদয়বান যুবক সুখ ও ঐশ্বর্য্যের ভিতর আমি লালিত-পালিত। অনেকে আমাকে ভালবাসে—মাতা ও নাটাশার ভালবাসার কথা তাঁহার মনে পড়িল—আমাকে হত্যা করবে, আমাকে ফাঁসী দেবে? কে এ কাজ করবে, আর কেনই বা করবে? আমার যখন কিছুই থাকবে না, তখন কি হবে? এ হতেই পারে না।"

জেলার ভিতরে আসিলেন। সাইমন প্রথমে তাঁহার কথা শুনিতে পান নাই।

তাহাকে প্রথমে চিনিতে না পারিয়া তিনি বলিলেন, 'কে তুমি? কি চাও? ওঃ! আপনি। বেশ, তা কখন হবে?"

জেলার বলিলেন, 'আমি জানি না।' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি হঠাৎ কপট করুণ সুরে বলিলেন, 'পুরোহিত এসেছেন। তিনি আপনাকে প্রস্তুত করতে......আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"কোনো দরকার নেই। আমি কিছুই চাই না। চলে যান আপনি।" কথাগুলি সাইমন খুব চীৎকার করিয়া বলিলেন।

'আচ্ছা, আপনি কি কারো কাছে কিছু লিখতে চান? চিঠি লিখতে দেওয়া হয়।"

"হাঁ, হাঁ, লেখার সরঞ্জাম পাঠিয়ে দিন। চিঠি লিখবো।"

জেলার চলিয়া গেলেন। সাইমন ভাবিলেন, 'তা হ'লে দেখছি কাল সকালেই হবে। এমনিই হয়। কাল প্রাতঃকালে আমি আর থাকব না।......না, না, তা কথ্‌খনো হতে পারে না। আমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিলাম।'

কিন্তু প্রহরী আসিল। পরিচিত প্রহরী ঈষৎ নীল রঙের খাম, চিঠির কাগজ, দুটি কলম ও দোয়াত লইয়া আসিল এবং টেবিলের পাশে টুল রাখিয়া দিল। এ তো স্বপ্ন হয়, এ যে বাস্তব সত্য!

"আমি চিন্তা ক'রব না, মোটেই চিন্তা করব না। হাঁ, হাঁ, মার কাছে চিঠি লিখতে হবে।" কথাগুলি বলিয়া তিনি টেবিলের পাশে বসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ চিঠি লেখা সুরু করিলেন।

"শ্রীচরণকমলেষু,—" লিখিয়াই তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। "মা, আমায় ক্ষমা কর। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, তাই ক্ষমা চাই।

আমার ভুল হ'তে পারে কিন্তু আমি যা ক'রেছি, তা না করে থাকতে পারতাম না। আমি তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই, আমাকে মাপ কর।" তিনি ভাবিলেন, 'এ কথা তো পূর্ব্বেই লিখেছি; বেশ, এতে কিছু অনিষ্ট হবে না। নূতন করে লেখার সময় এখন আর নেই। তিনি লিখিলেন, "আমার জন্য দুঃখিত হয়ো না। মৃত্যু—একটু আগে, আর একটু পরে......সে তো একই কথা। আমি ভয় করছি না, যা করেছি তার জন্য অনুতাপ করি না। আমি আর কিছু করতে পারতাম না। আমায় ক্ষমা কর। যারা আমার সহকর্ম্মী ছিল, অথবা যারা আমাকে ফাঁসী দিচ্ছে তাদের সম্বন্ধে মন্দ ভাব পোষণ ক'রো না। তারাও এ কাজ না করে পারে না। 'তাদের ক্ষমা কর। তারা জানে না তারা কি করছে।' আমি নিজেও যে এ ভাবে ক্ষমা করতে পেরেছি তা বলার স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু এ ধারণা আমার অন্তরে থাকায় আমি সান্ত্বনা ও বল পাচ্ছি।" চিঠির উপর পর পর দু'ফোটা চোখের জল পড়িল। খানিকটা লেখা চপসে গেল। "আমি কাঁদছি। কিন্তু শোক অথবা দুঃখের জন্য কাঁদছি না। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়েছে এবং তোমাকে ভালবাসি বলে কাঁদছি। বন্ধুদের দোষ দিও না। তাদের ভালবেসো। বিশেষভাবে হেনরিকে স্নেহের চক্ষে দেখো, যেহেতু সেই আমার মৃত্যুর কারণ। যাকে দোষ দেওয়া ও ঘৃণা করার অনেক কারণ আছে, তাকে ভালবাসতে পারা কত আনন্দের বিষয়। নাটাশাকে ব'লো তার ভালবাসা আমাকে

আনন্দ ও শান্তি দিত। ইহা আমি পূর্ব্বে সম্পূর্ণভাবে বুঝি নাই, কিন্তু অন্তরে অন্তরে কিছু উপলব্ধি করতাম। সে আমাকে ভালবাসত, এবং আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল ভেবে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সহজ ছিল। বিদায় তবে মা।”

চিঠিখানা ভাজ করিয়া তিনি খামে পুরিলেন। তার পর হাঁটুতে হাত রাখিয়া মাথা গুঁজিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন। কয়েক ফোটা চোখের জল গড়াইয়া তাঁহার মুখের ভিতর পড়িল।

তখনও তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, তাঁহাকে মরিতে হইবে। তিনি বারবার নিজের কাছে প্রশ্ন করিলেন, “জেগে আছি, না, ঘুমুচ্ছি?”

এই চিন্তায় তাঁহার মনে আর এক চিন্তা আনিয়া দিল। জগতের সব জীবনই হয়ত একটা স্বপ্ন মাত্র—আর এই স্বপ্ন হইতে জাগরণই মৃত্যু। যদি তাহাই হয়, তবে হয়ত কোন্ লুপ্তস্মৃতি জন্মান্তরের নিদ্রাভঙ্গেই এ জীবনের আরম্ভ। ইহা নূতন নয়—শুধু নূতন আকারে প্রকাশমান। আমি মরব না কিন্তু নূতন দেহ ধারণ করব।”

এই চিন্তায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিল। কিন্তু যখন তিনি এর উপর নির্ভর করিতে চাহিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, এই চিন্তা অথবা অন্য কোনো চিন্তা মৃত্যুর সম্মুখে নির্ভিকতা আনিতে পারে না। তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক আর কিছু

ভাবিতে চাহিল না। তিনি চোখ বুজিলেন এবং কিছু সময় কোনো চিন্তা না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

চিঠি খানা তিনি আবার পড়িলেন। চিঠির শেষ দিকে হেনরির নাম দেখিয়া ভাবিলেন—এই চিঠি তো অন্য লোকে পড়তে পারে, নিশ্চয়ই পড়বে। এতে হেনরির সর্ব্বনাশ হবে!

'হে ভগবান! কি করেছি!' বলিয়া চিঠিখানা লম্বালম্বি ছিড়িয়া ফেলিলেন এবং সাবধানে আলোর উপর ধরিয়া পোড়াইয়া ছাই করিলেন। চিঠি লিখিতে আরম্ভ করার সময় তাঁহার অন্তর নিরাশাপূর্ণ ছিল, এখন তাহা শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ হইল।

তিনি আর একখানি কাগজ লইয়া লিখিলেন :—

"শ্রীচরণ কমলেষু, মা" তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। কোটের হাতা দিয়া চোখ মুছিয়া তিনি চিঠির পানে চাহিলেন।

"তোমার ভালবাসার মূল্য যে কত এবং আমি তোমার প্রতি যে কতখানি কৃতজ্ঞ ছিলাম, তার খোঁজ আমি রাখতাম না। এখন আমি তা জানি ও বুঝি! সামান্য বিষয় নিয়ে তোমার সাথে আমার মত-ভেদ হত। তোমাকে আমি কত কঠোর কথা বলেছি! সে সব মনে পড়ে আমার কষ্ট ও লজ্জা হচ্ছে। তোমার সাথে তখন যে কেন অমন ব্যবহার করতাম তা আমি এখন একটুও বুঝতে পাচ্ছি না। মা আমাকে ক্ষমা কর। যদি আমার ভিতর কোনো গুণ দেখে থাক, তবে তাই মনে করে রেখো।"

"মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। সত্যি কথা বলতে কি, আমি বুঝতেই পারছি না, মৃত্যু কি! আমি মানি না মৃত্যু 'বলে একটা কিছু আছে। যদি দেহের সহিত সব লোপ পায়, তবে বিশ বছর আগে অথবা বিশ মিনিট পরে মরা কি একই কথা নয়? দেহের সহিত যদি আত্মার ধ্বংস না হয়, তবে আগে পরে যখনই মৃত্যু আসুক না কেন, সে একই কথা।"

তিনি ভাবিলেন, "কেন আমি দার্শনিকের মতন চিন্তা করছি? আগের চিঠিতে যা লিখেছিলাম তা লিখতে হবে।" লিখিলেন, "বন্ধুদের দোষ দিওনা; তাদের ভালবেসো; যে আমার মৃত্যুর কারণ, বিশেষভাবে তাকে ভালবেসো! আমার হ'য়ে নাটাশাকে চুম্বন করো। তাকে বলো, আমি তাকে ভালবাসতাম। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।"

তিনি বলিলেন, "বেশ, তারপর? আমার কি হবে? কিছুই না? না, কিছু হবে না। কিন্তু তবে কি হবে?"

হঠাৎ তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, জীবিত লোকের নিকট এ সব প্রশ্নের উত্তর মিলিবে না।

'তবে, কেন আমি নিজেকে এ সব প্রশ্ন করি? কেন? কারো এরূপ প্রশ্ন করা ঠিক নয়। যে ভাবে চিঠি লিখলাম, প্রত্যেকের সেই ভাবে চলা উচিত। অনেক দিন আগে থেকে স্থির হয়ে আছে যে, আমাদের প্রত্যেককে মরতে হবে। তবু আমরা বেঁচে আছি। আমাদের ভিতর প্রেম থাকলে, আমাদের আনন্দে দিন

যায়। হাঁ, যখন আমরা কাউকে ভালবাসি, তখন প্রকৃত শান্তি পাই। ভালবেসে আমি সুখী হয়েছিলাম।”

“এই তো চিঠি লিখছিলাম। এরূপ ভালবেসে আমরা বাঁচব। সব যায়গায়, সব সময়, কারাগারে বন্দী অবস্থায় অথবা বাহিরে, স্বাধীন ভাবে, আজ, কাল, অথবা শেষদিন পর্য্যন্ত এভাবে থাকা চলে।

তাঁহার ইচ্ছা হইল প্রেমভরে কাহারও সহিত একটু কথা বলেন। তিনি দরজায় আঘাত করিলেন। পাহারাওয়ালা দরজার ছিদ্র-পথে চোখ পাতিয়া দেখিল। তিনি তাহাকে, কটা বেজেছে এবং তাহার ছুটী কখন হবে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কোনো জবাব দিল না। তখন জেলারকে ডাকিতে বলিলেন। জেলার আসিয়া কি চাই জিজ্ঞাসা করিলেন।

তিনি বলিলেন, ‘মার নামে এই চিঠি লিখেছি। অনুগ্রহ করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন।’ মার কথা মনে পড়িয়া চোখ তাঁহার জলে ভরিয়া গেল।

চিঠি হাতে লইয়া জেলার চিঠি পাঠাইয়া দিতে চাহিলেন। তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন—সাইমন তাহাকে থামিতে বলিলেন।

“শুনুন, আপনি সহৃদয় লোক। কেন এই নিষ্ঠুর কাজ করতে এসেছেন?” জেলারের কোটের হাতা ছুঁইয়া তিনি নরম সুরে এই কথাগুলি বলিলেন। অস্বাভাবিক দুঃখের হাসি হাসিয়া মুখ

নীচু করিয়া জেলার বলিলেন, "কোনোরূপে তো আমাকে বেঁচে থাকতে হবে!"

"আপনি একাজ ছেড়ে দিন। কোনো না কোনো কাজ জুটবেই। আর আপনি এত দয়ালু লোক। হয় ত আমি...... পারতাম।"

জেলার একটা ঢোক গিলিলেন। তাঁহার কান্না আসিতেছিল। হঠাৎ তিনি মুখ ফিরাইলেন এবং দরজা বন্ধ করিয়া বাহিরে গেলেন।

সাইমন আরও বিচলিত হইলেন। আনন্দাশ্রু রোধ করিয়া তিনি কক্ষে পায়চারী করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোনো ভয় নাই— চিত্তের অবস্থা উন্নত। তিনি যেন পৃথিবীর সকলের উপরে আছেন।

সেই একই প্রশ্ন—"মৃত্যুর পর তাঁর কি হবে?" যাহা আগে জটিল ছিল, তাহা সরল হইয়া আসিল। ইহার যুক্তিযুক্ত উত্তর যে তিনি দিতে পারিতেন তা নয়। তবে তিনি জীবনে ইহা একটু অনুভব করিলেন এবং উত্তর পাইলেন।

বাইবেলের কথা তাঁহার মনে পড়িল; "নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমাদের বলছি, যদি একটি শস্য মাটীতে না পড়ে এবং বিনাশ-প্রাপ্ত না হয়, তবে তা একা থাকে; কিন্তু বিনষ্ট হলে এর থেকে অনেক শস্য হয়।" 'আমিও সেইরূপ মাটীতে পড়ছি। এর ফল নিশ্চয়ই ভাল হবে।'

তিনি নিজেকে বলিলেন, "যদি ঘুমিয়ে নিতে পারি, তবে পরে হয়ত দুর্ব্বল হব না।"

তিনি বিছানায় শুইয়া চোখ বুজিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সকালে ছয়টায় তাঁহার ঘুম ভাঙিল। একটি সুন্দর সুখের স্বপ্নের ঘোরে তিনি ছিলেন।

তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, একটি অল্পবয়স্ক বালিকার সহিত তিনি এক জামগাছে উঠিয়াছেন। গাছটি পাকা কাল জামে ভরা। বালিকাটির হাতে একটি পিতলের পাত্র। তিনি জামগুলি পিতলের পাত্রে ফেলিতেছিলেন। কিন্তু সেগুলি মাটীতে পড়িতেছিল এবং দেখিতে অনেকটা বিড়ালের মত এক অদ্ভুত জানোয়ার জামগুলি ধরিয়া উপরে ছুড়িয়া দিয়া আবার ধরিতেছিল। ইহা দেখিয়া মেয়েটি খুব হাসিয়া উঠিল। তার হাসির চোটে সাইমনও হাসিয়া উঠিলেন—কেন যে তিনি হাসিতেছেন তা তাঁহার ঠিক থাকিল না। হঠাৎ সেই পিতলের পাত্রটি বালিকার হাত হইতে পড়িয়া গেল। সাইমন ধরিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ডালে লাগিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে পাত্রটি মাটিতে পড়িল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি শব্দ শুনিলেন এবং হাসিতে হাসিতে তার ঘুম ভাঙিল। জেলখানার বল্টু খোলার শব্দ তাঁহার কানে পৌছিল। লোক চলাচলের পথে মানুষের পায়ের এবং রাইফেলের শব্দ তিনি শুনিলেন। হঠাৎ তাঁহার সব কথা মনে পড়িল। 'আবার যদি

ঘুমুতে পারতাম!' কিন্তু ঘুমান আর সম্ভব হইল না। পায়ের শব্দ কক্ষের দরজার খুব কাছে শোনা গেল। তালায় চাবি লাগান এবং দরজা খোলার শব্দ তিনি শুনিলেন।

একজন কর্ম্মচারী, জেলার, এবং একজন পাহারাওয়ালা প্রবেশ করিল।

"মৃত্যু? আচ্ছা, যদি মৃত্যু থাকে, তবে তার জন্য ভাবনা কি? আমি যাব। এতো ভালই। সবই ভাল।" পূর্ব্বদিনের কথা মনে করিয়া তাঁহার এইরকম চিন্তা আসিল।

৬

একই জেলখানায় প্রাচীনপন্থী এক গোঁড়া বৃদ্ধ কৃষক-বন্দী ছিলেন। ধর্ম্মগুরুদের উপর বিশ্বাস হারাইয়া তিনি সত্যকার ধর্ম্ম খোঁজ করিতেছিলেন। তিনি নাইকনের সময় খৃষ্টীয় পৌরহিত্য-ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করেন; পিটারের রাজত্বকালে গবর্ণমেণ্টকেও অস্বীকার করেন। পিটারকে তিনি খৃষ্ট-বিদ্বেষী এবং রুশসম্রাটের রাজাকে তিনি 'তামাকু রাজ্য' বলিতেন। নির্ভিকভাবে তিনি তাঁহার মত প্রচার করিতেন। পুরোহিত এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের দোষ প্রদর্শন করার জন্য বিচারে তাঁহার কারাদণ্ড হয়। তাহাকে নানা জেলে ঘুরান হয়। তিনি এখনও বন্দী। পাহারাওয়ালারা তাঁহাকে গালি দিত; অপর কয়েদীরা বিদ্রূপ করিত, কর্ত্তৃপক্ষের ন্যায় ভগবানকে অস্বীকার করিত, নিজেরা পরস্পর গালাগালি করিত, সব রকমের নিজেদের ভিতরকার নারায়ণের অবমাননা

করিত ; এ সব কারণে তিনি চিন্তিত হইতেন না, যখন বাহিরে ছিলেন, তখনও সব জায়গায় এই ব্যাপার দেখিয়াছেন। তিনি ভাবিতেন, যার চোখ ফোটেনি এরূপ কুকুরের বাচ্চা মার কাছ হইতে দূরে গেলে তার অবস্থা যেমন হয়, সত্যকার ধর্ম্ম হইতে দূরে যাওয়ার ফলে মানুষের সেই অবস্থা হইয়াছে। তিনি জানিতেন এককালে লোকে প্রকৃত ধার্ম্মিক ছিল। তিনি অন্তরে ইহা অনুভব করিতেন এবং এই সত্যকার ধর্ম্মের খোঁজ সব জায়গায় করিতেন। তিনি বাইবেলে জনের প্রত্যাদেশের ভিতর ইহা পাইবেন ভাবিলেন।

"যে অন্যায়কারী সে এখনও অন্যায় কাজ করুক ; যে নোংরা, সে নোংরা থাকুক ; যে ধার্ম্মিক, সে ধার্ম্মিক থাকুক ; যে পবিত্র, সে এখনও পবিত্র থাকুক।"

"আমি শীগগির আসছি। আমি যা দেব তা আমার সঙ্গে থাকবে। যার যেমন কাজ, তাকে তেমনি ফল দেব।"

তিনি এই প্রহেলিকাময় লেখা প্রায়ই পড়িতেন এবং প্রতি-মুহূর্ত্তে ভগবানের আগমনের আশায় বসিয়া থাকিতেন। তিনি সকলকে কাজ হিসাবে ফল দান করিবেন এবং সকল সত্য মানুষের নিকট প্রকাশ করিবেন।

সাইমনের প্রাণদণ্ডের দিন প্রাতে তিনি জয়ঢাকের বাজনা শুনিলেন, এবং জানালা পর্য্যন্ত উঠিয়া, গরাদের ভিতর দিয়া দেখিলেন একখানা গাড়ী আসিল। একজন যুবক হাসিতে হাসিতে

নির্জ্জন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহাতে উঠিল। তার চক্ষু উজ্জ্বল, চুল ঢেউতোলা, হাতে একখানা বই—বইখানা সে বুকে চাপিয়া রাখিয়াছে। তিনি বুঝিলেন বইখানা বাইবেল। যুবক জানালায় দাঁড়ান কয়েদীদিগকে হাসিমুখে নমস্কার করিল। তাহার সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিল। ঘোড়া ছুটিল। বুদ্ধিমান যুবক পাহারাওয়ালার সহিত গাড়ীতে উঠিল। রাস্তায় গাড়ীর ঘড়-ঘড় শব্দ হইল।

প্রাচীন-পন্থী কৃষক জানালা হইতে নামিলেন এবং বিছানায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এই ব্যক্তি সত্যের সন্ধান পেয়েছে। পাছে এই সত্য অন্যের নিকট প্রকাশ করে, এই ভয়ে শয়তানের চরগণ দড়ি দিয়ে দম বন্ধ করে তাকে হত্যা করবে।"

৭

শরতের প্রাতঃকাল। সূর্য্য এখনও ওঠে নাই। সমুদ্রের দিক হইতে ঠাণ্ডা হাওয়া আসিতেছে।

তাজা হাওয়া, আশপাশের ঘর বাড়ীর দৃশ্য, সহরের নানাস্থান এবং নানা রকম জীবজন্তু দেখিয়া এবং লোকে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিল বলিয়া সাইমনের ভাল লাগিতেছিল না। গাড়োয়ানের দিকে পিঠ করিয়া গাড়ীর ভিতরে পাতা বেঞ্চের উপর বসিয়া, যে সৈন্যেরা তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিল—তাহাদের এবং সহরের লোকের মুখ তিনি বিশেষভাবে দেখিতেছিলেন।

ভোর হইয়াছে। যে রাস্তা দিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া

হইতেছিল, সেখানে শ্রমিক ভিন্ন অন্য কোনো লোক ছিল না। কয়েক জনের পোষাকে চূণের দাগ। রাজমিস্ত্রীরা খুব দ্রুতভাবে আসিতেছিল। তাহারা গাড়ীর কাছে আসিয়া থামিল। তাহাদের একজন কি যেন বলিল, হাত নাড়িয়া সকলকে দেখাইল এবং ফিরিয়া যার যার কাজে চলিয়া গেল। গাড়ী বোঝাই করিয়া গাড়োয়ানরা খটাং খটাং শব্দে লোহার গরাদ লইয়া যাইতেছিল। বন্দীর গাড়ী দেখিয়া, তাহারা তাহাদের গাড়ী পাশে থামাইল এবং বিস্ময় ও আগ্রহের সহিত তাকাইল। তাহাদের একজন টুপি খুলিয়া 'ক্রশ' চিহ্ন দিল। সাদা টুপি ও পোষাক পরা একজন লোক ঝুড়ি হাতে করিয়া এক বাড়ীর দরজা দিয়া বাহির হইল। গাড়ী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাঙ্গনের ভিতর গেল এবং একজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া বাহিরে আসিল—যতক্ষণ গাড়ী দেখা গেল, দুজনে ততক্ষণ একদৃষ্টিতে গাড়ীর দিকে তাকাইয়া রহিল। কয়েক দিন গোঁফদাড়ী কামান হয় নি এরূপ মলিন-বেশ একজন লোক দ্বারোয়ানের সহিত তুমুল তর্ক করিতেছিল—সাইমনের দিকে আঙ্গুল দিয়া সে দেখাইল। ছোট ছোট দুটি বালক, সামনের দিকে না তাকাইয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। বড়টি দ্রুত পা ফেলিতেছিল। ছোটটির মাথায় টুপী ছিল না—সে বড়টির সহিত হাটিয়া পারিতেছিল না। গাড়ীর দিকে তাকাইয়া তার ভয় হইল। বহু কষ্টে সে পথ চলিতেছিল—অনেকবার হোঁচট খাইল। চোখে চোখে মিল হওয়ায়, সাইমন মাথা নাড়িয়া তাকে ডাকিলেন।

গাড়ীর ভিতরের লোকটির ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখিয়া সে এমন থতমত খাইয়া গেল যে হা করিয়া কাঁদিবার উপক্রম করিল।' সাইমন তার দিকে চাহিয়া নিজের হাতে একটা 'চুমা খাইলেন" এবং স্নেহপূর্ণ মুচকি হাসি হাসিলেন। বালকটিও হঠাৎ হাসিয়া উঠিল।

সাইমনের চিত্ত বেশ শান্ত ছিল। রাস্তায় একবারও তিনি ভাবেন নাই একটু পরে তাঁহার কি হইবে।

গাড়ী ফাঁসী-কাষ্ঠের নিকট আসিলে, তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামান হইল। ফাঁসী কাষ্ঠের খুঁটী আড়া এবং আড়া থেকে যে দড়ি নীচেয় নামিয়াছে তাহা হাওয়ায় দুলিতে দেখিয়া তাঁহার বুকের ভিতরটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মন ক্ষণকালের জন্য দুর্ব্বল হইল। প্লাটফরমের চারিদিকে রাইফেল হাতে কালপোষাক পরা সৈন্য—হাবিলদার, সুবেদার প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী তাহাদের সম্মুখ দিয়া ঘোরা-ফেরা করিতেছিলেন। তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামান হইলেই, জয়ঢাক বাজিয়া উঠিল। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। সৈন্যদের পিছনে অনেক গাড়ী—তাহাতে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক বসিয়াছিলেন—তাঁহারা ফাঁসীর দৃশ্য উপভোগ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগকে দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইলেন; কিন্তু নিজের পূর্ব্বেকার কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁহার সে ভাব দূর হইল। এই সব লোকের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি এখন যা জানেন, তাহারা তা জানে না। "এরাও জানতে পারবে। আমি মরব, কিন্তু সত্য বেঁচে থাকবে। তারাও

সত্যকে চিনবে এবং আমি যেমন সুখী সকলেই তেমনি সুখী হতে পারে এবং হবে।"

তাঁহাকে ফাঁসীমঞ্চের নিকট লওয়া হইল। একজন কর্ম্মচারী তাঁহার সহিত মঞ্চে উঠিলেন। ঢাক বাজান বন্ধ হইল। জজ সাহেব যে ফাঁসীর হুকুম দিয়াছিলেন অস্বাভাবিক সুরে কর্ম্মচারী তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। তার মর্ম্ম এই 'অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতে' কিছু করিতে পারে বলিয়া যাহাকে তাহারা হত্যা করিতে ইচ্ছুক তাহারা তার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে চায়। সাইমন ভাবিলেন, "কেন তারা এসব করছে? কি দুঃখের কথা তারা এখনও বোঝে না। আমিও আর তাদের বুঝাতে পারি না; কিন্তু একদিন তারা বুঝবে—সকলে বুঝবে।"

মাথায় লম্বা পাতলা চুল, বেগুনে রঙের পিরাণ গায়, শীর্ণ দেহ, এক পুরোহিত সাইমনের কাছে আসিলেন। কাল মখমলের জামার ভিতর হইতে তার হাত দেখা যাইতেছিল—হাতে রূপার ক্রুশ।

ক্রুশখানি বাঁ হাত হইতে ডান হাতে লইয়া সাইমনের মুখের কাছে ধরিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন, "দয়াময় ভগবান..." সাইমন চমকিয়া উঠিয়া পুরোহিতের মুখের পানে তাকাইলেন। এমন ব্যাপারে যোগ দিয়া ভগবানের করুণার কথা বলার জন্য তিনি পুরোহিতকে কিছু কড়া কথা বলিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু বাইবেলের 'তারা জানে না তারা কি করছে' কথাগুলি মনে পড়ায় তিনি

শান্তভাবে বলিলেন, "মাপ করুন। আমার এতে কোনো দরকার নেই। আপনাকে ধন্যবাদ।"

পুরোহিতের নিকট তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন। পুরোহিত বাঁ হাতে ক্রশ লইলেন এবং ডান হাত দিয়া সাইমনের করমর্দ্দন করিয়া তাঁহার মুখের দিকে না তাকাইয়া মঞ্চ হইতে নামিয়া পড়িলেন। আবার জয়ঢাক বাজিয়া উঠিল।

পুরোহিতের পরে আসিল আর এক ব্যক্তি। সে বেশ লম্বা; কাঁধ তাহার গোল, মাংসপেশী দৃঢ়। ওয়েষ্টকোটের উপর একটি কোট গায়ে। তাহার পায়ের চাপে মঞ্চের তক্তাগুলি সব কাঁপিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাইমনের দিকে চাহিয়া, সে তাঁহার খুব কাছে আসিল। তাহার মুখ হইতে মদের এবং গা দিয়া ঘামের গন্ধ বাহির হইতেছিল। সাইমনের হাতের কব্জির ঠিক উপরে ধরিয়া পিছমোড়া দিয়া কব্জিতে দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া সে বাঁধিল। হাত বাঁধা হইলে জহ্লাদ মুহূর্ত্তের জন্য থামিল, যেন কি একটু ভাবিল। তারপর সাইমনের দিকে তাকাইয়া প্লাটফর্মের উপরে কি দেখিল। যে দড়ি ঝুলিতেছিল, সেই দড়ির দিকে তাকাইল। কি কি তাহার দরকার তার হিসাব করিয়া লইয়া সে দড়ির কাছে গেল। দড়ি হাতে লইয়া একটু কি করিল, সাইমনকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দড়ির কাছে মঞ্চের ধারে নিল।

যখন বিচারক মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন, তখন যেমন সাইমন বুঝিতে পারিয়াছিলেন না ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইবে, এখনও তেমনি

ধারণা করিতে পারিতেছিলেন না পর মুহূর্ত্তে তাঁহার কি হইবে। তিনি সবিস্ময়ে জহ্লাদের পানে চাহিলেন—সে সাবধানে দ্রুত ও সুকৌশলে তাহার ভয়ঙ্কর কাজগুলি করিতেছিল। জহ্লাদের মুখের আকার সাধারণ শ্রমিকের ন্যায়—তাহাতে নিষ্ঠুরতার কোনো চিহ্ন ছিল না। যাহারা প্রয়োজনীয় জটিল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে তাহাদের মুখের চেহারা যেমন জহ্লাদের চেহারাও ছিল তেমনি একাগ্রতা ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

ভাঙ্গা গলায় জহ্লাদ 'একটু সর...' বলিয়া তাঁহাকে আরও ধারে সরাইয়া দিল।

সাইমন ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভগবান, দয়া কর।"

তিনি ভগবানে বিশ্বাস করিতেন না, বরং যাহারা করিতেন তাহাদের উপহাস করিতেন। এখনও তিনি বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহাকে বাক্যে প্রকাশ অথবা চিন্তায় ধারণা করিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি ভগবানে বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু এখন যাহার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি তিনি বলিলেন, তাহাকে তিনি অনুভব করিলেন—সব জিনিষের অপেক্ষা এখন ভগবানকে সত্য বলিয়া মনে হইল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার এই প্রার্থনা অত্যাবশ্যক, কারণ ইহাতে তাঁহার মনের বল এবং শান্তি তৎক্ষণাৎ বাড়িল।

তিনি মঞ্চের ধারে গেলেন এবং হঠাৎ জমকাল পোষাক পরা সৈন্যদের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তিনি ভাবিলেন, "কেন, কেন এরা এ

কাজ করছে। তাহাদের জন্য ও তাঁহার নিজের জন্য দুঃখিত হইলেন। তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

জহ্লাদের চঞ্চল চক্ষুর পানে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "আমার জন্য তোমার কি একটু কষ্ট হয় না?"

জহ্লাদ একটু থামিল—তাহার মুখমণ্ডল হঠাৎ কঠোর হইল।

সে বিড় বিড় করিয়া কহিল, "কথা বলো না এখন।" সে দ্রুত মঞ্চের এক পাশে ঝুঁকিয়া পড়িল—সেখানে তাহার একখানা কাপড় ও ওভারকোট পড়িয়াছিল। খুব তৎপরতার সহিত সাইমনকে পিছন দিক হইতে ধরিয়া দুই হাতে তাঁহার মাথার উপর একটি কাপড়ের থলে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার কোমর পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দিল।

বাইবেলের কথা মনে পড়ায় সাইমন ভাবিলেন, "তোমার হাতে নিজেকে সঁপে দিলাম ভগবান!"

তাঁহার মন মৃত্যুকে বাধা দিল না! কিন্তু তাহার বলিষ্ঠ নূতন দেহখানি স্যানন্দে মরিতে রাজী হইতেছিল না! তাঁহার শরীর যেন তাহাকে বলিল, বাধা দাও।

নিজেকে মুক্ত করার জন্য তিনি চীৎকার করিতে ইচ্ছা করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি ধাক্কা তিনি খাইলেন—পায়ের নীচের তক্তা সরিয়া গেল। দম বন্ধ হইবার ভয়ে তিনি ভীত হইলেন—মাথার ভিতর একটু শব্দ—তার পর সব অন্ধকার।

সাইমনের শরীর দড়িতে ঝুলিতে লাগিল ; কাঁধটা দু'বার ওঠা-নামা করিল।

কয়েক মিনিট বাদে জহ্লাদ লাশের কাঁধে হাত রাখিল এবং নীচের দিকে জোরে ধাক্কা দিয়া কিছুক্ষণ চাপিয়া ধরিল।

সব রকম নড়ন-চড়ন বন্ধ হইল। মাথাটী অস্বাভাবিক ভাবে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল! জেলখানার ষ্টকিং পরা পা দুখানি স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল।

মঞ্চ হইতে নামিয়া জহ্লাদ সেনাপতিকে বলিল, লাশ নামিয়ে কবর দেওয়া যেতে পারে।

এক ঘণ্টার ভিতর ফাঁসীকাষ্ঠ হইতে শব নামাইয়া, যাহা কোনো দিন উৎসর্গ করা হয় নাই এমন এক কবর স্থানে লওয়া হইল।

জহ্লাদ যে কাজের ভার লইয়াছিল এবং যাহা করিতে চাহিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ করিল। কিন্তু কাজটা সোজা ছিল না। সাইমনের 'আমার জন্য তোমার কি একটু কষ্ট হয় না?' কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। মৃত্যুদণ্ড-প্রাপ্ত লোকের প্রাণবধ সে করিত এবং জহ্লাদের কাজই তাহার পেশা, এইরূপ ভাবিয়া সে একদিন স্বস্তি পাইত। কিন্তু আজ হইতে সে বদলাইয়া গেল—সে তাহার কাজ করিতে অস্বীকার করিল। বর্ত্তমান সপ্তাহে ফাঁসী দিয়া এবং তাহার সুন্দর পোষাক বিক্রয় করিয়া সে যে টাকা পাইয়াছিল, তাহা খরচ করিয়া সে মদ খাইতে সুরু করিল। তাহার অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল যে তাহাকে জেলখানার এক

কক্ষে রাখিয়া দিতে হইল। কিছুদিন পরে তাহাকে পাগলা গারদে চালান দেওয়া হইল।

বৈপ্লবিক দলের অন্যতম নেতা মার্টিনকে গ্রেপ্তার করিয়া সেণ্ট-পিটর্স বার্গে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। ইনিই সাইমনকে দলে টানিয়া লইয়াছিলেন। ধর্ম্মান্ধ বৃদ্ধ কৃষক সাইমনকে ফাঁসী দেওয়ার জন্য যেখান হইতে লইয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই জেলখানার মার্টিনকে কিছু দিনের জন্য থাকিতে হইল। কৃষককে শীঘ্রই সাই-বেরিয়ায় পাঠান হইবে। তিনি কখনও সত্যকার ধর্ম্মসম্বন্ধে চিন্তা করা ছাড়েন নাই। কি করিয়া কাহার নিকট হইতে এ সব জানি-বেন তিনি সব সময় তাই ভাবিতেন। যে বুদ্ধিমান যুবক হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করিতে গিয়াছিল সময় সময় সেই যুবকের কথা তাহার মনে পড়িত।

যখন তিনি শুনিলেন, জেলের ভিতর যুবকের এক সঙ্গী বন্দী হইয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি আনন্দিত হইলেন এবং প্রধান প্রহরীকে বলিয়া তাঁহার সহিত একবার দেখা করার সুযোগ করিয়া লইলেন।

জেলের কড়াকড়ি নিয়ম সত্ত্বে, মার্টিন তাঁহার দলের লোকের খবরাখবর লইতেন। তিনি এক প্রকার মাইন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া-ছিলেন—রুশ-সম্রাটের ট্রেন কবে সেই মাইনের বলে ধ্বংস হইয়াছে

দিনের পর দিন তিনি তাহা শুনিবার প্রতীক্ষায় থাকিতেন। কয়েকটি খুটিনাটি বিষয় বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি সহকর্মীদিগকে তাহা জানানর উপায় ঠাহর করিতেছিলেন। এমনি সময় প্রধান ওয়ার্ডার তাঁহার কক্ষের সামনে আসিয়া সাবধানে নীচু গলায় তাঁহাকে বলিল, 'একজন কয়েদী আপনাকে দেখতে চায়।' এই সাক্ষাতের দ্বারা বন্ধুবান্ধবদের সহিত সংবাদ আদান প্রদানের সুবিধা হইবে ভাবিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন।

"কে সে?"

"একজন কৃষক।"

"কি চায়?"

"ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে চায়।"

মার্টিন একটু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ তাকে পাঠিয়ে দাও।" তিনি ভাবিলেন, "এই ধর্ম্মান্ধ কৃষকগণ গভর্ণমেণ্টকে ঘৃণা করে। সে আমার কাজে লাগতে পারে।"

প্রহরী বাহিরে গেল। কিছু সময় বাদে ফিরিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। একজন শীর্ণ খর্ব্বকায় লোক ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার চুল ছিল ঘন, দাড়ি পাতলা এবং দৃষ্টি ক্লান্ত।

মার্টিন প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি চান?"

"আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"কি কথা?"

"ধর্ম্মের কথা।"

"কোন্ ধর্ম্ম ?"

"সকলে বলে, যে যুবককে শয়তানের চরগণ ওডেসায় গলায় দড়ি দিয়ে দম বন্ধ করে মেরেছিল, তার ও আপনার ধর্ম্ম এক ?"

"কার কথা বলছেন ?"

"কেন, গত হেমন্তকালে যাকে ওডেসায় দম বন্ধ করে হত্যা করেছিল।"

"সাইমনের কথা বলছেন বুঝি ?"

"হাঁ, তাঁর কথাই বলছি। সে কি আপনার বন্ধু ?" বৃদ্ধের করুণ চক্ষু প্রত্যেক প্রশ্নের পর মার্টিনের মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া কি যেন খুঁজিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিতেছিল।

"হাঁ, সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল।"

"আপনাদের সকলের কি একই প্রকার ধর্ম্ম ?"

"লোকে ভাবে তাই।"

"এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।"

"ঠিক কি চান আপনি ?"

"আপনাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস কি তা জানতে চাই।"

"আমাদের ধর্ম্ম !......আচ্ছা বসুন।" এই কথাগুলি বলিয়া তিনি একটু কাঁধ উঁচু করিলেন। "আমাদের ধর্ম্ম এই—আমাদের বিশ্বাস যারা প্রজাদিগকে প্রবঞ্চিত করে, নির্য্যাতন করে, তারা অন্যায়ভাবে ক্ষমতা অধিকার করে আছে। আমরা প্রাণপণে তাদের সহিত বিরোধ করব। যাদের তারা শোষণ করছে, তাদের

রক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সে জন্যে তাদের বিনাশ করা দরকার। তারা লোকের প্রাণ নেয়, তাই যতদিন না তাদের চেতনা হবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাদের প্রাণ নিতে হবে।"

বৃদ্ধ কৃষক মাটির দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন।

"স্বেচ্ছাচারী শাসনযন্ত্রের উচ্ছেদ করাই আমাদের ধর্ম্ম। এজন্য আমরা জীবন দিতে কুণ্ঠিত নই। প্রতিনিধিমূলক স্বাধীন শাসনতন্ত্র আমরা প্রতিষ্ঠা করব।"

বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কোটের ভাজগুলি ঠিক করিয়া মার্টিনের পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং ময়লা মেঝের উপর মাথা কুটিতে লাগিলেন।

"কেন আপনি এমন করে মাথা কুটছেন?" বৃদ্ধ বলিলেন, "আমাকে ঠকাবেন না। বলুন আপনাদের ধর্ম্ম কি।" তিনি উঠিলেন না অথবা মাথা উঁচু করিলেন না।

"সে কথা আপনাকে বলেছি। উঠুন, নইলে আপনার সঙ্গে কথা বলব না।"

বৃদ্ধ উঠিলেন।

"সেই যুবকের ধর্ম্মও কি এই ছিল?" কৃষক মার্টিনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি একবার করুণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে এবং পরক্ষণে মাটীর দিকে তাকাইতে ছিলেন।

"ইহাই ছিল যুবকের ধর্ম্ম; এজন্য তাঁর ফাঁসী হয়েছে; এবং একই কারণে আমাকে নির্জ্জন কারাকক্ষে থাকতে হবে।

নীচু হইয়া নমস্কার করিয়া বৃদ্ধ নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন।

ভাবিলেন, "তাঁর এ ধর্ম্ম হতেই পারে না। তিনি সত্যকার ধর্ম্মের খোঁজ রাখতেন। আর ইনি হয় বৃথা গর্ব্বে বলছেন, তাদের ধর্ম্মমত এক, না হয় আসল কথা গোপন করছেন। আচ্ছা, আমাকে তা খুঁজতেই হবে। এখানে সাইবেরিয়ায়—সর্ব্বত্র ভগবান আছেন এবং মানুষও সব জায়গায় আছে। রাস্তায় নেমে পথের খোঁজ করতে হয়।" বাইবেলের প্রত্যাদেশ পর্ব্ব খুলিয়া নাকে চসমা আটিয়া জানালায় বসিয়া তিনি পড়া সুরু করিলেন।

( ৯ )

আরও সাত বছর অতীত হইয়াছে। পেট্রোভ দুর্গের নির্জ্জন কারাকক্ষে মার্টিন সাত বৎসর কাটাইয়াছেন। তাঁহাকে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন করার যোগাড় করা হইতেছিল।

এই সাত বৎসরে অনেক রকম অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই অথবা উৎসাহ কমে নাই। দুর্গে বন্দী হওয়ার পূর্ব্বে পরীক্ষা-কালে যে সব নির্য্যাতনকারী ও বিচারকদের হাতে তিনি পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার মনের বল ও অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। নিজের বন্দীত্ব ঘুচাইবার এবং আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার সাধ্য তাঁহার ছিল না বলিয়া তিনি অত্যন্ত বেদনা পাইতেন, কিন্তু তিনি ইহা বাহিরে প্রকাশ করিতেন না। যখন তিনি অন্যের সংস্পর্শে আসিতেন,

তখন এক ভয়ানক বিদ্রোহভাব তাঁহার মনে জাগিত। যে সব প্রশ্ন তাঁহাকে করা হইত, তিনি প্রায়ই তার উত্তর দিতেন না। জেরার উত্তরে শক্ত কিছু বলার সুবিধা পাইলেই, তিনি উত্তর দিতেন।

যখন এই বাঁধা গৎ তাঁহার কাছে বলা হইত, "সরল ভাবে সব স্বীকার করে তোমার কষ্ট দূর কর না কেন?" তখন তিনি ঘৃণার হাসি হাসিয়া, বলিতেন, "লোভ অথবা ভয় দেখালে আমি বন্ধু-দিগকে ধরিয়ে দেব এরূপ যদি মনে করে থাক, তবে বুঝব দুনিয়ার লোককে তোমরা নিজেদের মাপ কাঠিতে মাপতে চাও। তোমরা কি বাস্তবিক ভাব, যার জন্য আমার বিচার করতে চাও, তাতে হাত দিবার সময়, আমি নিজেকে তোমাদের হাতের চরম শাস্তির জন্য তৈরি করি নাই। যা করতে পার কর, আমি কিছুতেই বিস্ময়-বিমূঢ় হব না, কিছুতেই আমার ভয় হবে না। একটি কথাও বলব না।"

এই কথা শুনিয়া সকলে হতভম্ব হইয়া যে ভাবে মুখ-চাওয়া-চায়ি করিত, তিনি তাহা উপভোগ করিতেন।

পেট্রোভ দুর্গে একটি ছোট স্যাঁৎসেতে কক্ষে তাঁহাকে রাখা হইল। ঐ কক্ষের জানালা অনেক উচুঁতে বসান এবং ইহার রং ছিল কাল। তিনি যখন ভাবিলেন এমনি যায়গায় তাহাকে দু'চার মাস নহে, বৎসরের পর বৎসর কাটাইতে হইবে, তখন ভীত হইয়া পড়িলেন। এখানকার নিয়ন্ত্রিত প্রাণহীন নিস্তব্ধতা ছিল ভয়ানক। তিনি সেখানে একাকী ছিলেন না—দুর্ভেদ্য দেওয়ালের ব্যবধানে

অন্যান্য বন্দী আটক হইয়া ছিল। কেহ কেহ আত্মহত্যা করিতেছে, ফাঁসীতে প্রাণ দিতেছে, পাগল হইতেছে এবং ধীরে ধীরে ক্ষয়রোগে মারা যাইতেছে। ইহাদের ভিতর দশ বিশ বৎসর বন্দী থাকিতে হইবে। এখানে পুরুষ স্ত্রী এবং হয়ত বন্ধুগণ......তিনি ভাবিলেন, "বছরের পর বছর চলে যাবে, আমি পাগল হব, আত্মহত্যা করব, অথবা মারা যাব। কেউ জানবে না কি হল আমার।"

তিনি সকল মানুষকে ঘৃণা করিতে সুরু করিলেন, বিশেষত যারা তার বন্দী হওয়ার কারণ, তাদের উপর ঘৃণায় তার অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ হইল। কিন্তু এই ঘৃণা প্রকাশ করার পাত্র চাই। এখানে ছিল প্রাণহীন নিস্তব্ধতা এবং নির্ব্বাক মানুষের নিঃশব্দ পদসঞ্চার—এরা কোনো প্রশ্নের উত্তর দিত না—দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ, নিয়মিত সময়ে বাক্যহীন মানুষের আগমন এবং খাদ্যাদি পরিবেশন, কাচের ভিতর দিয়া প্রাতঃসূর্য্যের অস্পষ্ট আলোকের প্রবেশ, অন্ধকার আর একই প্রকার নিস্তব্ধতা একই রকম মৃদু পদক্ষেপ ও একই শব্দ। আজও যেমন কালও তেমন... ...পাত্র না পাইয়া ঘৃণা তার অন্তরে সঞ্চিত হইয়া অন্তরকে ক্ষয় করিতে লাগিল।

দেওয়ালে টোকা মারিয়া সংবাদ আদান প্রদানের চেষ্টা তিনি করিলেন কিন্তু কোনো উত্তর পাইলেন না। টোকা মারার পর পরিচিত পদ-শব্দ শুনিলেন। একটি লোক ধীর কণ্ঠে শাসিয়ে গেল, 'এরূপ করলে অন্ধকার ঘরে রাখা হবে।'

বিশ্রাম ও আরামের সময় ছিল ঘুমের সময়। কিন্তু ঘুমের পর জাগরণ ভয়ানক কষ্টদায়ক ছিল। তিনি স্বপ্ন দেখিতেন তিনি যেন মুক্ত হইয়াছেন এবং অধিকাংশ সময় এমন সব কাজে ব্যস্ত যা বিপ্লববাদীর জীবনের সহিত খাপ খায় না। স্বপ্নে তিনি এক অদ্ভুত রকম বাঁশী বাজাইতেন, যুবতীদের সহিত প্রেমালাপ করিতেন, নৌকার দাঁড় টানিতেন, শীকার করিতে যাইতেন কিংবা কোনো আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র উদ্ভাবন করায় এক বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাক্তার উপাধি দিয়াছে বলিয়া ভোজ সভায় তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেন। তাঁহার এই একঘেয়ে নিরানন্দ জীবনের মধ্যে এই স্বপ্নগুলি এরূপ উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট ছিল যে এই সকল স্বপ্নের স্মৃতি তাঁহার নিকট বাস্তবিক জীবনের স্মৃতি বলিয়া বোধ হইত।

স্বপ্ন দেখার ভিতরও তাঁহার কষ্টের কারণ দিল। তিনি যা চান এবং পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন সেই জিনিষ পাওয়ার সময় হইয়া আসিয়াছে—অধিকাংশ সময় এই অবস্থায় তার ঘুম ভাঙ্গিয়া স্বপ্ন শেষ হইত। সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়া অন্তরে তিনি বেদনা পাইতেন। থাকিত শুধু পীড়াদায়ক অতৃপ্ত আকাঙ্খা। আবার ক্ষুদ্র প্রদীপে আলোকিত সেই ঘর—তক্তার উপর খড়পাতা বিছানা।

নিদ্রাই ছিল তাঁহার সব চেয়ে সুখের। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ঘুমও তাঁহার তত কমিতে লাগিল। তিনি যতই ঘুমাইতে ইচ্ছা করিতেন, ততই বেশী জাগিয়া থাকিতেন। ইহা বলাই

তাহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, "আমি কি ঘুমিয়ে পড়ছি ?"—সঙ্গে সঙ্গে ঘুম পলাইত।

তাঁহার ছোট কক্ষে ছুটাছুটি অথবা লাফালাফি করিয়াও তাঁহার শান্তি আসিত না। এই চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহার শরীর শুধুই দুর্ব্বল এবং স্নায়ু উত্তেজিত হইত। মাথার ভিতর একটু বেদনা হইল। চোখ যখন বুজিতেন তখন গভীর অন্ধকারে নানা রকম জীব ও ভূতপ্রেতের মূর্ত্তি দেখিতেন। চুলগুলি সকলের খোলা, কারো কারো মাথায় টাক, বিশাল বদন, প্রত্যেক মূর্ত্তি অপর মূর্ত্তির চেয়ে ভীষণ, সকলে ভয়ঙ্কর মুখ ভেঙচি দিতেছে। পরে চোখ খুলিয়া থাকিলেও তিনি এই সব বিভীষিকা দেখিতেন—তাহাদের মুখ দেখিতেন না, শুধু শরীর দেখিতেন। তাহারা কথা বলিত এবং নাচিত। ভয়ে তিনি লাফাইয়া উঠিতেন ; মাথায় দেওয়ালের গুঁতা খাইতেন এবং তারপর চীৎকার করিয়া উঠিতেন। তখন দরজার ছিদ্রের ঢাকনী খানা সরিয়া যাইত। প্রহরী মুখ বাড়াইয়া ধীর কণ্ঠে বলিত, "চীৎকার করে কাঁদা নিষেধ।"

মার্টিন বলিয়া উঠিতেন, "জেলারকে ডাক।" তিনি কোন উত্তর পাইতেন না। ঢাকনী আবার সরিয়া গিয়া ফাঁক বন্ধ হইয়া যাইত। ক্রমে তিনি এত হতাশ হইয়া উঠিলেন যে, ঐকান্তিকতার সহিত শুধু একটি জিনিষ কামনা করিতে লাগিলেন—তাহা মৃত্যু।

এই অবস্থায় তিনি একদিন আত্মহত্যা করা স্থির করিলেন। হাওয়া খেলার জন্য দেওয়ালের উপর দিকে একটা ছিদ্র ছিল।

সেখানে একগাছি দড়ি বাঁধা যায়—বিছানার উপর উঠিয়া দড়ির সাহায্যে আত্মহত্যা করা সম্ভব। কিন্তু দড়ি ছিল না সেখানে। তিনি তাঁহার চাদর ছিড়িয়া যোড়া দিলেন—তাও খাটো হইল। শেষে স্থির করিলেন অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন। দু'দিন কিছুই খাইলেন না। অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলেন এবং তৃতীয় দিন ভয়ানক প্রলাপ বকিতে সুরু করিলেন। যখন কক্ষে খাবার আনা হইল—তখন তিনি মেঝেয় পড়িয়াছিলেন—চোখ তাঁহার খোলা। কিন্তু সংজ্ঞা নাই।

ডাক্তার আসিয়া তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইলেন কিছু মদ ও মরফিয়া দিলেন। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। পরদিন যখন তিনি জাগিলেন, তিনি দেখিলেন ডাক্তার তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া। যে ঘৃণার ভাব তাঁহার লুক্কায়িত ছিল, অনেক দিন হইতে যাহা তাঁহার মনে জাগে নাই, ডাক্তারকে দেখিয়া তাঁহার সেই ঘৃণার উদ্রেক হইল।

ডাক্তার যখন নীচু হইয়া তাঁহার নাড়ী দেখিতেছিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "এখানে কাজ করতে তোমার লজ্জা হয় না কেন? আমাকে আবার যন্ত্রনা দিবার জন্য ওষুধপত্র দিয়ে কেন সুস্থ করার চেষ্টা করছ? বেত মারার চোটে কয়েদী যখন অজ্ঞান হয়, তখন তোমরা তাকে ওষুধ দিয়ে সুস্থ করে বেত মারার যেমন সুবিধা করে থাক, এও তেমনি করছ বুঝি?"

তাহার দিকে না তাকাইয়া, পকেট হইতে বুক পরীক্ষার যন্ত্র

বাহির করিয়া অবিচলিত ভাবে ডাক্তার বলিলেন, "কিছুক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়ে থাকুন।"

তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে সব ডাক্তারকে ক্ষত আরোগ্য করতে দেখেছি—উদ্দেশ্য যাতে বাকী পাঁচ হাজার বেত লাগান চলে। গোল্লায় যাও!" তিনি হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে বলিলেন, "দূর হও, তোমার সাহায্য ভিন্ন আমি নিজেই মরতে পারব।"

"যুবক, এত অবাধ্যতা ভাল নয়। এর উত্তর দিতে আমরা জানি।"—

"বেরিয়ে যাও! নিপাত হও।"

মার্টিন এমন কটমট দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন যে ডাক্তার সরিয়া পড়িলেন।

## ১০

সঙ্কটকাল পূর্ব্বেই কাটিয়া গিয়াছিল বলিয়া হৌক কিংবা ডাক্তারের প্রতি তাঁর রোষ অথবা ঔষধের গুণেই হৌক, তিনি ক্রমে নিরাময় হইয়া উঠিলেন। এই সময় হইতে তিনি সাবধানে সম্পূর্ণ নূতন প্রকার জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

তিনি ভাবিলেন, 'তারা আমাকে এখানে চিরকাল রাখতে পারবে না—রাখবেও না। একদিন না একদিন ছেড়ে দেবে। খুব সম্ভব শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন হবে—আমাদের দলের লোকে কাজ

চালাচ্ছে। সে জন্য সুস্থ শরীরে বাহিরে যাওয়া এবং পুনরায় কাজ হাতে নিবার জন্য জীবন রক্ষা করা দরকার।

অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি চিন্তা করিলেন কি ভাবে জীবন যাপন করিলে এই উদ্দেশ্য সব চেয়ে ভালভাবে সিদ্ধ হইবে। তিনি স্থির করিলেন তিনি ৯টায় শুইবেন এবং ঘুম আসুক না আসুক ৫টা পর্য্যন্ত শুইয়া থাকিবেন। তারপর বিছানা হইতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া পোষাক পরিবেন, বেড়াইবেন এবং কাজকর্ম্ম করিবেন। কল্পনাবলে তিনি সেণ্টপিটারসবার্গের কাছে বেড়াইতেন। রাস্তায় দোকানের সাইনবোর্ড, ঘরবাড়ী, পুলিশের লোক, গাড়ী-ঘোড়া ও পথিক প্রভৃতি যা কিছু দেখা সম্ভব তিনি তার ছবি মনে মনে আঁকিতেন। তিনি সহরের এক সহকর্ম্মীর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে সমবেত বন্ধুরা ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। যুক্তিতর্ক বাদবিসম্বাদ চলিল। মার্টিন একাই সব পক্ষের কথা বলিলেন। সময় সময় তিনি এত জোরে কথা বলিতেছিলেন যে, ওয়ার্ডার দরজার ছিদ্র দিয়া তাঁহাকে থামিতে বলিল। তিনি ওয়ার্ডারের কথা গ্রাহ্য না করিয়া তাঁর কল্পিত সেণ্টপিটরসবার্গ ভ্রমণ করিতে থাকিলেন। দু ঘণ্টা বন্ধুর বাড়ীতে কাটাইয়া তিনি বাড়ী আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিলেন। প্রথমে কল্পনায় পরে বাস্তবভাবে যে খাদ্য তার কাছে আনা হইয়াছিল, তিনি তাহা খাইলেন। তিনি সব সময় পরিমিত আহার করিতেন। আহারের পর তিনি বাড়ীতে থাকিতেন এবং অঙ্ক কসিতেন অথবা

ইতিহাস পড়িতেন—সময় সময় রবিবারে সাহিত্য পড়িতেন। ইতিহাস পড়ার সময় তিনি কোনো বিশেষ যুগ বা জাতির বিষয় পড়া স্থির করিতেন এবং ঘটনা ও তারিখ মনে রাখিতেন। অঙ্ক কষার সময় তিনি হিসাবের অঙ্ক কষিতেন এবং জ্যামিতির অনুশীলনী সমাধান করিতেন—এ কাজ তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। রবিবারে পোস্কিন, গোগোল শেকসপিয়ারের কথা মনে করিতেন এবং কিছু লিখিতেন।

সন্ধ্যার পর কল্পনার সাহায্যে তিনি আর একবার একটু বেড়াইয়া আসিতেন। এই সময় স্ত্রীপুরুষ সব রকম সঙ্গীর সহিত একটু হাস্য-পরিহাস এবং সময় সময় গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতেন। এই গুরুতর বিষয়গুলি হয় অতীত না হয় সময়োপযোগী করিয়া তাঁহার দ্বারা উদ্ভাবিত। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এমনি ভাবে চলিত। শুইবার আগে বাস্তবিক তিনি ২০০০ পদ নিক্ষেপ করিয়া ব্যায়াম করিতেন। এইরূপে খাঁচার মধ্যে থাকিয়া, পরে শুইয়া তিনি প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়িতেন।

পরদিন এই একই কার্য্যপ্রণালী। 'লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করার জন্য তিনি সময় সময় দক্ষিণ দেশে যাইতেন। জনসাধারণের সাহায্যে তিনি জমিদারদিগকে ছত্রভঙ্গ করিলেন এবং তাহাদের সব জমি কৃষকদের ভিতর বিলি করিয়া দিলেন। এই সব চিন্তা তিনি এক সঙ্গে করেন নাই—খুঁটিনাটির সহিত একটির পর একটি চিন্তা করিয়াছেন। তাঁর কল্পনামত সর্ব্বত্র

বিপ্লবদলের জয় এবং গভর্ণমেণ্টের শক্তি ক্ষয় হইত এবং বাধ্য হইয়া গভর্ণমেণ্ট আইন-সভা আহবান করিত। সম্রাটের বংশ এবং যারা লোকের উপর অত্যাচার করিত তারা সব লোপ হইল, সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইল—এবং মার্টিন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। সময় সময় তিনি খুব দ্রুত এ সব শেষ করিতেন। আবার প্রথম হইতে সুরু করিয়া অন্য উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেন।

দু তিন বছর এমনি করিয়া কাটিল। মধ্যে মধ্যে তিনি অন্য বিষয়ের আলোচনাও করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ সময় এইরূপ চিন্তা লইয়া থাকিতেন। মনকে সংযত করিয়া তিনি চিত্তবিভ্রম হইতে কতকটা মুক্ত হইলেন। অবশ্য অনেক সময় তিনি অনিদ্রায় কষ্ট পাইতেন এবং ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিতেন। এই সময় তিনি বাতাস আসার ছিদ্রের কথা এবং কি করিয়া সেখানে দড়ি বাঁধিবেন, ফাঁসী বানাইবেন এবং আত্মহত্যা করিবেন তাহাই ভাবিতেন। কিন্তু শীঘ্রই এসব দূর হইল।

এরূপে প্রায় ৭ বৎসর অতীত হইল। নির্জ্জন কারাবাসের মেয়াদ ফুরাইলে তাঁহাকে সাইবেরিয়ায় লইয়া যাওয়া হইতেছিল। শরীর তার বেশ ভাল ছিল। মনের উপরও পূর্ণ আধিপত্য জন্মিয়াছিল।

গুরুতর অপরাধী বলিয়া তাঁহাকে একাকী লইয়া যাওয়া হইতেছিল এবং অন্যের সহিত আলাপ করিতে দেওয়া হইতেছিল না। সাইবেরিয়ায় যাইবার সময় তিনি শুধু ক্রাশনোয়ার্ক্‌স্‌ জেলে অন্যান্য রাজবন্দীর সহিত কথা বলিবার সুযোগ পাইলেন। এই রাজবন্দীরা ছিল সংখ্যায় ছয় জন—দুজন স্ত্রীলোক চারজন পুরুষ। ইহারা এক নূতন দলের লোক। মার্টিন ইহাদের কাহাকেও চিনিতেন না। ইহারা মার্টিনের পরের পুরুষের বিপ্লববাদী; সে জন্য তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলেন। ভাবিলেন তাহারা তাঁহার পথে চলিতেছে এবং তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ বিশেষভাবে তিনি যাহা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাহাদের উচ্চ ধারণা আছে। তিনি স্থির করিলেন মুরুব্বিয়ানা চালে তাহাদের সহিত স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু তিনি দেখিয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন যে এই সব যুবক যুবতী শুধু যে তাঁহাকে তাহাদের ওস্তাদ ও অগ্রগামী বলিয়া স্বীকার করিতেছে না তাহা নহে, তাঁহাকে তাহারা অশ্রদ্ধা করিতেছে এবং তাঁহার মতকে বাতিল বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেছে। কৃষকদিগকে বিদ্রোহী করার জন্য ও সরকারী কর্ম্মচারীদের অন্তরে ভীতি উৎপাদন করার জন্য মার্টিন ও তাঁহার বন্ধুরা যাহা করিয়াছেন তাহা এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের দ্বারা শাসনকর্ত্তা কুরোপাটকিন, মেজেনসেফ ও দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের হত্যাকাণ্ড,

এই সব নূতন বিপ্লববাদীদের মতে মস্ত ভুল। এই ভুলের ফলে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের সময় এই প্রতিক্রিয়া সফলতা-মণ্ডিত হয়। দেশের লোকের অবস্থা প্রাচীন কালের কৃষি-দাসত্বের সময় যেরূপ ছিল প্রায় সেইরূপ শোচনীয় হয়। নূতন দলের নেতারা বলিতেন জনসাধারণের মুক্তি অন্য পথে।

প্রায় দুই দিন দুই রাত্রি ধরিয়া মার্টিন ও তাঁহার নূতন পরিচিতদের মধ্যে তুমুল আলোচনা চলিল। তাহাদের নেতা রোমান তাহাদের মতই সত্য একথা এমন জোর দিয়া বলিলেন, এবং মার্টিন ও তাহার সহকর্ম্মীদের অতীত কাজের সম্বন্ধে এমন বিদ্রূপ নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করিলেন যে, মার্টিন তিক্ত হইয়া উঠিলেন।

রোমান্ বলিলেন, "জনসাধারণের বুদ্ধি একটু স্থূল। বর্ত্তমানে তাদের অবস্থা যেরূপ, তাতে এখন কিছু করা যাবে না। রুশ কৃষকদিগকে বিদ্রোহী করার সব চেষ্টাই পাথর অথবা বরফে আগুন লাগানর মত অসম্ভব। বিরাট শিল্পের সৃষ্টি করে লোককে সংঘবদ্ধতা শিক্ষা দিতে হবে—এর ফলে তারা সমাজ-তান্ত্রিক ভাবে গঠিত হবে। প্রজার পক্ষে জমি শুধু অনাবশ্যক নয়, কিন্তু জমিই তাহাদিগকে দাস ও রক্ষণশীল করে। এই কথা রুশিয়া এবং ইউরোপের সর্ব্বত্র খাটে।" তার মত সমর্থন করার জন্য তিনি অনেক বড় বড় লোকের উক্তি ও সরকারী কাগজপত্রের অঙ্ক উদ্ধৃত করিলেন। "প্রজাকে জমি থেকে মুক্ত করতে হবে—একাজ

যত শীগগির হয় তত ভাল। তাদের জমাজমি যতই ধনিকেরা দখল করবে, তারা যত বেশী কল-কারখানায় মজুরি খাটবে, তাদের উপর যত অত্যাচার চলবে, ততই ভাল। যথেচ্ছাচারিতা এবং স্বার্ব্বজনীন অত্যাচার শুধু শ্রমিকের সংঘবদ্ধতা দ্বারা দূর করা সম্ভব। শ্রমিক ইউনিয়ন ও শ্রমিক এসোসিয়েসন এই সংঘবদ্ধতা আনবে। অর্থাৎ জনসাধারণ জমির মালিক হওয়া বন্ধ করে শ্রমজীবী হলে তাদের মঙ্গল হবে।”

তর্ক করিতে করিতে মার্টিন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বিশেষভাবে একজন স্ত্রীলোকের কথায় তিনি বেশী জ্বালাতন হইলেন। এই নারীর গঠন ছিল সুন্দর, কেশ ঘন, চোখ বড় ও উজ্জ্বল এবং রং কাল। তিনি জানালার উপর বসিয়াছিলেন এবং প্রত্যক্ষভাবে কথাবার্ত্তায় যোগ না দিলেও, রোমানের যুক্তিসমর্থন করার অথবা মার্টিনের মন্তব্যকে উড়াইয়া দিবার জন্য, মধ্যে মধ্যে দুই একটি কথার ফোড়ন দিতেছিলেন।

মার্টিন বলিলেন, “সমস্ত কৃষককে কি কলের মজুরে পরিণত করা সম্ভব ?”

রোমান বলিলেন, “সম্ভব না কিসে? এ তো বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক নিয়ম।”

“কি ক’রে জানবো এটা বিশ্বজনীন নিয়ম ?”—“কাটকি পড়ুন”, ঘৃণার হাসি হাসিয়া কাল স্ত্রীলোকটি এই কথা বলিলেন।

মার্টিন বলিলেন, “আমি বিশ্বাস না করলেও, যদি ধরে লওয়া

যায়, সমস্ত কৃষক জমিশূন্য শ্রমিক হবে, তথাপি আপনারা কি করে জানলেন, পূর্ব্বের থেকে আপনারা যা স্থির করেছেন তারা তাই করবে ?”

কাল স্ত্রীলোকটি ঘরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কারণ এটা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণিত হয়েছে।”

এই উদ্দেশ্যসাধনের উপায় সম্বন্ধে যখন তারা আলোচনা সুরু করিলেন, তখন তাদের মতানৈক্য বড় বিশ্রী আকার ধারণ করিল। রোমান ও তার বন্ধুগণ বিশেষ জোরের সহিত বলিলেন, “কলের শ্রমিকদের মত বদলান এবং তাদের সাহায্যে কৃষকদিগকে কলের মজুরে পরিণত করা এবং লোকের ভিতর সাম্য-বাদ প্রচার করা দরকার। তারা শুধু যে গভর্ণমেণ্টের সাথে প্রকাশ্য বিরোধ করা থেকে বিরত থাকবে তা নয়, তারা গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার চেষ্টা করবে।”

মার্টিন বলিলেন, “গভর্ণমেণ্টের সহিত সোজাসুজি বিরোধ করা এবং তাদের ভয় দেখান উচিত। তোমাদের অপেক্ষা গভর্ণমেণ্ট শক্তিশালী ও ধূর্ত্ত। তোমরা যে গভর্ণমেণ্টকে ঠকাবে তা মনে করো না, গভর্ণমেণ্টই তোমাদের ঠকাবে। আমরা এক সঙ্গেই গভর্ণমেণ্টের সহিত বিরোধ ও লোকের ভিতর প্রচার কাজ চালাতাম।”

কাল মেয়েলোকটি ঠাট্টাচ্ছলে বলিলেন, “তোমরা মস্ত মস্ত কাজ করেছ কি না!”

রোমান বলিলেন—"আমি মনে করি, সোজাসুজি গভর্ণমেণ্টের সহিত বিরোধ করায় অনর্থক শক্তি ক্ষয় হয়।"

মার্টিন চীৎকার করিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—"১লা মার্চ্চ * শক্তি বৃথা ক্ষয় হয়েছিল! আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলাম—আর তোমরা নিশ্চিন্তভাবে ঘরে ব'সে স্ফূর্ত্তিতে জীবন কাটাচ্ছ আর শুধু প্রচারই করছ।"

রোমান শান্তভাবে বলিলেন, "বেশ বলেছেন, কিন্তু স্ফূর্ত্তির মাত্রাটা অত নাই।" রোমান সঙ্গীদের পানে তাকাইলেন। এবং বিজয়ী বীরের ন্যায় হাসিয়া উঠিলেন।

কাল স্ত্রীলোকটি মাথা নাড়িয়া ঘৃণার হাসি হাসিলেন।

রোমান বলিলেন, "না দিনগুলো বড়স্ফূর্ত্তিতে কাটছে না। আর এখানে যে আমরা বন্দী হয়ে আছি, এর কারণ প্রতিক্রিয়া। আর এই প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই ১লা মার্চ্চের ফল।"

মার্টিন চুপ করিলেন। অবসাদের ফলে তার দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি কক্ষের বাহিরে লোক চলাচলের পথে গেলেন।

## ১২

আপনাকে শান্ত করার জন্য মার্টিন পায়চারি করিতেছেন। সন্ধ্যার হাজিরা পর্য্যন্ত শয়ন-গৃহের দরজা খোলা ছিল। একজন

* দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডারের হত্যার দিন।

দীর্ঘদেহ বন্দী মার্টিনের নিকট আসিল। তার মাথায় অল্প চুল ছিল—তাও অর্দ্ধেক কামান। এ অবস্থাতেও সে দেখিতে খুব সুন্দর ছিল।

সে বলিল, "আমাদের ঘরের একজন বন্দী আপনাকে ডাকছেন।"

"কোন্ বন্দী ?"

"তার ডাকনাম 'তামাকু-রাজ'। তিনি একজন সেকেলে মতের কৃষক। আপনাকে দেখে তিনি বললেন "ওঁকে এখানে নিয় এস।"

"বেশ, কোথায় তিনি ?"

"আমাদের ঘরে।"

"চল, যাই" বলিয়া মার্টিন বন্দীর সহিত ছোট কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কয়েদীরা সেখানে কেউবা বসে, কেউবা শুয়ে ছিল।

সাত বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যক্তি মার্টিনের নিকট সাইমনের ধর্ম্মমত জানিতে আসিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধ কৃষক একখানা থালি তক্তার উপর শুইয়াছিলেন। বৃদ্ধের পাণ্ডু মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হইয়াছে, কিন্তু তার চুলগুলি ছিল পূর্ব্বের মত ঘন—অল্প সাদা-দাঁড়ি উপরমুখো করিয়া দেওয়া। তাঁহার চোখ দুটি ছিল করুণামাথান ও ঔৎসুক্য পূর্ণ। তিনি চিৎ হইয়া শুইয়াছিলেন। তাঁহার জ্বর ছিল। চেহারার উপর রোগের ছাপ মারা।

মার্টিন কাছে গিয়া বলিলেন, 'কেন ডাকছেন ?'

অনেক কষ্টে কনুইয়ে ভর দিয়া করমর্দ্দনের জন্য কম্পিত ছোট শুকনো হাত তিনি আগাইয়া দিলেন। কথা বলিতে চেষ্টা করিতে গিয়া ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিলেন এবং কোনোমতে কহিলেন :—

"আপনি তখন এ কথা আমার নিকট প্রকাশ করেন নি। ভগবান আপনাকে ক্ষমা করুন ; কিন্তু আমি সকলকে তা বলব।"

"কি বলবেন ?"

"মেষশাবক সম্বন্ধে...সেই কথাই আমি বলছি। সেই যুবক মেষশাবকের সাক্ষাৎ পেয়েছিল ; বাইবেলে আছে মেষশাবক তাদের শাসনে রাখবে—তাদের সকলকে ঠাণ্ডা রাখবে। যারা তার সঙ্গে আছে তারা তার মনোনীত অনুরাগী ভক্ত।"

মার্টিন বলিলেন, "আমি বুঝছি না কিছু।"

"আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন। রাজারা পশুদের উপর ক্ষমতা পেয়েছে। মেষশাবক তাদের দাবিয়ে রাখবে।"

মার্টিন বলিলেন, "কোন্ রাজারা ?"

"রাজা সাতজন ; পাঁচজনের পতন হয়েছে ; একজন এখন আছেন ; আর একজন আসবেন। তিনি যখন আসবেন, অল্প সময় থাকবেন। তারপর সব শেষ হবে। আপনি বুঝছেন ?

মার্টিন মাথা নাড়িলেন, ভাবিলেন, বৃদ্ধ পাগলের প্রলাপ বকিতেছেন—তার সব কথাই অর্থহীন। ঘরের অপর বন্দীরাও এরূপ ভাবিলেন। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে মার্টিনকে ডাকিয়া আনিয়াছিল,

সে মার্টিনের কাছে আসিল এবং কাঁধ দিয়া মার্টিনের গায়ে একটু ঠেলা দিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বৃদ্ধের দিকে চোখ ইসারা করিল।

সে বলিল, "আমাদের তামাকু-রাজ শুধু বকতেই থাকেন; কিন্তু তিনি নিজেই জানেন না কি যে বকেন।"

মার্টিন আর বৃদ্ধের সঙ্গীরাও এইরূপ ভাবিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ভালভাবে জানিতেন তিনি কি বলিতেছেন। এর একটা স্পষ্ট গভীর অর্থ ছিল। সে অর্থ এই, "অন্যায়ের রাজত্ব বেশী দিন টিঁকবে না, মেষশাবক (যীশুখৃষ্ট) ধর্ম্ম ও নম্রতার গুণে সকলকে জয় করবে, সে সকলের চোখের জল মুছাবে। শোকদুঃখ জরা-মৃত্যু পৃথিবীতে থাকবে না।" তিনি অনুভব করিলেন, বিশ্ব জুড়িয়া এই কাজ সুরু হইয়াছে—কারণ তাঁহার মৃত্যুর আগমনের সহিত তাহার আত্মার ভিতর ইহার প্রতিধ্বনি তিনি শুনিতে পাইলেন।

"শীঘ্র এস প্রভু যীশু! শীঘ্র এস।" বৃদ্ধ এই কথাগুলি বলিলেন। গভীর অর্থপূর্ণ হইলেও, মার্টিনের নিকট এগুলি পাগলের উক্তির মত ঠেকিল।

## ১৩

বৃদ্ধের ওখান হইতে বাহিরে আসিয়া মার্টিন ভাবিলেন, এ ব্যক্তি জনসাধারণের নমুনা। এ লোক বেশ; কিন্তু নিরেট মূর্খ। রোমান ও তাঁর বন্ধুগণ বল্লেন, 'এরূপ লোক নিয়ে এখন কিছু করা যাবে না।'

মার্টিন এক সময় জনসাধারণের ভিতর বিপ্লবের কাজ করিয়াছেন। রুশ কৃষকদের উদাসীনতা ও জড়তার কথা তিনি জানিতেন। যুদ্ধেরত ও বরখাস্ত সৈন্যদের সহিত তিনি মিশিয়াছেন। শপথের প্রতি তাহাদের অনুরাগ কিরূপ প্রবল, উপরওয়ালার হুকুম তামিল করার প্রয়োজনীয়তা বোধ তাহাদের কিরূপ তীক্ষ্ণ এবং তাহাদের রাজভক্তি কিরূপ অন্ধ তাহা তিনি জানিতেন; যুক্তিতর্ক করিয়া তাহাদের মত বদলান যে অসম্ভব সে বিশ্বাসও তাঁহার ছিল। তথাপি তিনি স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। নূতন বিপ্লববাদীদের সহিত তাঁহার যে আলোচনা হইল তাহা তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে বদলাইয়া দিল। তিনি অস্থির ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

"তাঁহারা বল্লেন, হাল্‌টুরিন্, কিবালিচ্, পেরোভস্‌কায়া * যা করেছিলেন, আমরা যা করেছি তার কোনো দরকার ছিল না, বরং এতে অনিষ্ট হয়েছে—এর ফলে আলেকজাণ্ডারের সময়ে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। তাদের ধন্যবাদ দিতে হবে যে, লোকে বুঝেছে যে ঐ বিপ্লব ভূস্বামীদের নেতৃত্বে জন্মলাভ করেছিল। সম্রাট কৃষিদাস প্রথা লোপ করেছিলেন বলে ভূস্বামীগণ বিদ্রোহী হয়ে সম্রাটকে হত্যা করে! কি অসম্ভব কল্পনা! ধারণা ও চিন্তাশক্তির কি অভাব! এরূপ ভাবা ও বলা কতখানি ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক! পায়চারি করিতে করিতে তিনি এইরূপ ভাবিলেন।

---

* বিপ্লবের প্রসিদ্ধ নেতাগণ।

নূতন বিপ্লববাদীরা যে কক্ষে ছিলেন, তাহা ভিন্ন সব শয়নকক্ষ তালাচাবি বন্ধ হইল। যে কাল স্ত্রীলোকটিকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করিতেন, কক্ষের নিকটে গিয়া মার্টিন তাহার হাসি ও রোমাণের কর্কশ ও দাম্ভিকতাপূর্ণ কথা শুনিলেন। নিশ্চয়ই ইহারা তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। শুনিবার জন্য মার্টিন পায়চারি বন্ধ করিয়া থামিলেন। রোমান বলিতেছিলেন :—

"অর্থনৈতিক নিয়ম না জানার দরুণ, কি করছিল তারা তা বোঝে নি। কার্য্যক্ষেত্র খুব সুন্দর এবং উপাদানও যথেষ্ট ছিল।" কি উপাদান যথেষ্ট ছিল, মার্টিন তাহা শুনিতে পাইলেন না এবং ইচ্ছাও করিলেন না। কথার সুরেই তিনি বুঝিলেন তাঁহাকে তাহারা কিরূপ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। যে মার্টিন বিপ্লবের প্রসিদ্ধ নেতা, বিপ্লবের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া যিনি বার বৎসর পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া বর্ত্তমানে কারাগারে বন্দী হইয়া আছেন, তাঁহাকে তাহারা এভাবে দেখে!

মার্টিনের চিত্তে ভয়ঙ্কর বিদ্বেষভাব দেখা দিল। তিনি এমন বিদ্বেষ জীবনে পূর্ব্বে কখনও অনুভব করেন নাই। জগতের সকল লোক ও সকল জিনিষের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করিতে লাগিলেন। যেখানে পশু প্রকৃতির মেষশাবকের চিন্তামগ্ন বৃদ্ধ, প্রায় একই প্রকার অর্দ্ধপশু জহ্লাদ, ওয়ার্ডার এবং এইসব দুর্ব্বিনীত আত্মম্ভরিতাপূর্ণ কল্পনাকুশল লোক বাস করে, সেই পৃথিবীর বিরুদ্ধে তিনি ক্ষেপিয়া গেলেন।

ওয়ার্ডার আসিল এবং স্ত্রীলোকদিগকে জেনানা-ঘরে লইয়া

গেল। সেই নারীর সহিত যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, এজন্য মার্টিন দূরে গা-ঢাকা দিয়া থাকিলেন। ফিরিয়া আসিয়া ওয়ার্ডার দরজায় তালা লাগাইল এবং অন্যান্য রাজবন্দী ও মার্টিনকে কুঠুরিতে যাইতে বলিল। মার্টিন কলের ন্যায় আদেশ মানিলেন, কিন্তু ওয়ার্ডারকে তার কক্ষের তালা বন্ধ না করিতে অনুরোধ করিলেন।

দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া মার্টিন বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

"এ কি সম্ভব যে আমার সমস্ত জীবন বৃথা ব্যয় হয়েছে; আমার বিপুল উৎসাহ, অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অসাধারণ প্রতিভা (তিনি মানসিক শক্তিতে কাহাকেও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন না)—সবই বৃথা উৎসর্গ করেছি? অল্পদিন পূর্ব্বে যখন তিনি সাইবেরিয়ায় ছিলেন, তখন সাইমনের মাতা একখানা চিঠি তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, সেই চিঠির কথা তাঁর মনে পড়িল। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, মার্টিন তাঁর পুত্রকে ধ্বংসের পথে নিয়ে তাঁর সর্ব্বনাশ করেছে—এই চিঠি পাইয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, নারীজাতি চিরদিন এমনি মূর্খের মত কাজ করে। চিঠি পাইয়া তিনি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "এই মূর্খনারী তাঁর ও সাইমনের কাজের মহিমা কি বুঝবে?" এখন চিঠির কথা ভাবিতে ভাবিতে সাইমনের দয়া, বিশ্বস্ততা ভাবপ্রবণতা তাঁর মনে পড়িল। তিনি প্রথমে সাইমন পরে নিজের কথা ভাবিতে সুরু করিলেন। "এ কি সম্ভব যে সারাজীবন আমি ভুল পথে চলেছি?" তিনি চোখ বুজিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পেট্রোভ দুর্গে তাঁর যে অবস্থা

হইয়াছিল তা মনে করিয়া হঠাৎ তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। মাথার ভিতর যন্ত্রণা—সেই বিভীষিকা, সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বড় বড় মুখ হা করিয়া আছে—এলো থেলো চুল—চোখ বুজিলেও যা চোখ খুলিলেও তাই। সেই ভীষণ দৃশ্য চোখে পড়িল। একটি জিনিষ এবার বেশী ছিল—একজন মাথা কামান কয়েদী তাঁর উপরে দোল খাইতেছিল। এক চিন্তার পর আর এক চিন্তা আসিতে লাগিল। তিনি যেখানে ছিলেন সেই কুঠুরির বাতাস চলাচলের ছিদ্র পথে দড়ি আটকাইবার কল্পনা তিনি করিলেন।

প্রকাশের আধার না পাইয়া বিদ্বেষ জিনিষটা তাঁহার অন্তরে সঞ্চিত হইয়া তাঁহার চিত্তকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে, আপনাকে শান্ত রাখিতে, অথবা দুশ্চিন্তা দূর করিতে পারিতেছিলেন না।

তিনি নিজের কাছে এই প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন, "কি করে?" "একটা শিরা কেটে দেব? তা তো পূর্ব্বে পারি নি। গলায় দড়ি দেব? অবশ্য এটা সব চেয়ে সোজা।"

কক্ষের বাহিরে এক গাছা দড়ি দিয়ে এক আটি জ্বালান কাঠ বাধা ছিল। সেই দড়ির কথা তাঁর মনে পড়িল। "সেই কাঠের উপর দাঁড়াব, না টুলের উপর দাঁড়াব? ওয়ার্ডার তো রোদ দিচ্ছে। কিন্তু নিশ্চয়ই সে বাইরে যাবে, অথবা ঘুমাবে। আমি সুযোগ খুঁজবো। ফাঁক পেলেই দড়ি ঘরে এনে ছিদ্রপথে বাঁধব।"

দরজার পাশে দাঁড়াইয়া মার্টিন ওয়ার্ডারের পায়ের শব্দ

শুনিতেছিলেন এবং যখন ওয়ার্ডার দূরে চলিয়া যাইতেছিল, তখন তিনি খোলা দরজা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। ওয়ার্ডার চলিয়া গেল না অথবা ঘুমাইয়া পড়িল না। কাণ খাঁড়া করিয়া মার্টিন তার পায়ের শব্দ শুনিতেছে না।

যে ঘরে সেই বৃদ্ধ অন্ধকারে ছিল, সেই ঘরে একটা কেরোসিনের প্রদীপ টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছিল—আলো অপেক্ষা তাহা হইতে বেশী ধূম নির্গত হইতে ছিল। সেই আবছা অন্ধকার ঘরে কাহারও নাক ডাকিতেছিল, কাহারও শ্বাস-প্রশ্বাসের কাহারও কাসি প্রভৃতির শব্দ শোনা যাইতেছিল। এই মুহূর্ত্তে সেই ঘরে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা মহান ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল। প্রাচীনপন্থী বৃদ্ধ কৃষক মৃত্যুর পারে যাইতেছিলেন। সারা জীবন ধরিয়া তিনি যাহা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার আন্তরিক সাধনার বস্তু, ভগবান এখন তাঁহাকে সেই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিলেন। যাহাতে চোখ ঝলসিয়া দেয় এমন একটি আলোর সাহায্যে তিনি যুবকের বেশে সেই মেষশাবককে ( যীশুকে ) দেখিতে পাইলেন। সমস্ত জাতীয় অনেক লোকে সাদা পোষাক পরিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়া আছে। সকলেই উৎফুল্ল। পৃথিবীতে অসৎ বলিয়া কিছু নাই। বৃদ্ধ জানিতেন, তাঁহার আত্মার ভিতর—সমস্ত জগতে এ পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। তিনি মহান শান্তি ও আনন্দ লাভ করিলেন।

অন্যপক্ষে যাহারা শয়নকক্ষে ছিল তাহারা দেখিল বৃদ্ধ হাঁপাইতেছেন; তাঁহার গলার ঘড়ঘড়ি শব্দ বৃদ্ধি পাইল। একে

একে সকলেই জাগিয়া উঠিল। সব রকম শব্দ ও নড়ন-চড়ন বন্ধ হইল। তাঁহার দেহ ঠাণ্ডা ও অসাড় হইল। সঙ্গীরা দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল।

ওয়ার্ডার দরজা খুলিয়া ভিতরে আসিল। প্রায় ১০ মিনিটের ভিতর দুজন কয়েদী মৃতদেহ বাহির করিয়া শব-ব্যবচ্ছেদ ঘরে লইয়া গেল। দরজা বন্ধ করিয়া ওয়ার্ডার তাহাদের সঙ্গে চলিল। পাহারার পথে কেহ থাকিল না।

মার্টিন ভাবিলেন, "দরজা বন্ধ করুক। বন্ধ করুক।" যাহা কিছু হইতেছিল, মার্টিন সব দেখিতেছিলেন। "এই নিরর্থক ভয় থেকে আমি মুক্ত হতে যাচ্ছি। কেউ আমাকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।"

পূর্ব্বে যে আভ্যন্তরীণ উত্তেজনা তিনি অনুভব করিতেছিলেন, এখন তাহা আর ছিল না। তিনি একটি মাত্র চিন্তা লইয়া বিব্রত রহিলেন। কি করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবেন ?

বুক তাঁহার ধড়ফড় করিতেছিল। তিনি জ্বালানি-কাঠের বাণ্ডিলের নিকট গেলেন, দড়ি খুলিয়া লইলেন, দরজার দিকে তাকাইয়া কাহাকেও না দেখিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। টুলের উপর উঠিলেন। ছিদ্রপথে দড়ি ঝুলাইয়া দিলেন। দড়ির দু'ধার বাঁধিয়া একটি গাঁইট দিলেন, একটা ফাঁস তৈরি করিলেন। ফাঁসটা বেশী নীচু হইল। পুনরায় দড়ি বাঁধিলেন। গলা পর্য্যন্ত মাপিয়া লইলেন এবং উদ্বেগভরে দরজার-পানে তাকাইয়া একবার কাণ

খাড়া করিয়া শুনিলেন পায়ের কোনো শব্দ হয় কি না; তারপর টুলের উপর উঠিয়া গলায় ফাঁস দিলেন, বেশ করিয়া টানিয়া গলায় আটকাইয়া দিলেন, লাথি মারিয়া টুলখানা ফেলিয়া দিয়া শূন্যে ঝুলিয়া পড়িলেন।

ভোর হওয়ার পূর্ব্বে ওয়ার্ডার মার্টিনকে দেখে নাই। টুলখানি উল্টান অবস্থায় পড়িয়াছিল। মার্টিনের মৃতদেহ হাটু ভাঙ্গা অবস্থায় ঝুলিতেছিল—ফাঁস কাটিয়া লাস বাহিরে আনা হইল। জেলার তাড়াতাড়ি আসিলেন এবং রোমান ডাক্তারি জানেন শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন যদি কোনো রকমে তাহাকে রক্ষা করা যায়।

বাঁচাইবার জন্য সবরকমে চেষ্টা করা হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মৃতদেহ শব-ব্যবচ্ছেদ ঘরে লওয়া হইল। প্রাচীনপন্থী বৃদ্ধ কৃষকের লাশের পাশে মার্টিনের লাশ তক্তার উপর রাখা হইল।

## সমাপ্ত।

---

## শুদ্ধিপত্র।

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ২৪ | ১৬ | মিয়ে যাওয়া | নিয়ে যাওয়া |
| ঐ | ২০ | দেখনি | দেখিনি |
| ২৮ | ২০ | য়ওনা হইবেন | রওনা হইবেন |
| ৩৪ | ১১ | হাধভাব | হাবভাব |

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন বি-এ প্রণীত

গ্রন্থাবলী—

# ১। সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা

সচিত্র পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ৷৷৹ বার আনা

মনোজ্ঞ গল্পে সুইস স্বাধীনতার ইতিহাস। উপন্যাস অপেক্ষাও মনোরম। পাঠে ছোট বড় সকলেই তৃপ্ত হইবেন।

**নব্যভারত**—এত সুন্দর হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। ঘরে ঘরে এই পুস্তক প্রচারিত হউক।

**প্রবাসী**—ইতিহাস ভূগোল উপদেশ দেশপ্রীতি ঘটনাবহুল গল্পের ভিতর দিয়া পাঠ করিয়া কোমলপ্রাণ শিশুরা বিশেষ উপকৃত হইবে এবং শিশুর লাভে দেশের লাভ।

**আনন্দবাজার পত্রিকা**—স্কুলের বালক-বালিকাদের সরল হৃদয়ে স্বাধীনতার ভাবোদ্দীপনকারী এই প্রকার পুস্তক বাংলা ভাষায় খুবই অল্প।

**মোহাম্মদী**—সকলের পাঠ করা উচিত।

**সঞ্জীবনী**—এই পুস্তকের বিষয় মনোজ্ঞ, বিনয় বাবুর ভাষা চিত্তাকর্ষক, সুতরাং যে ইহা পাঠ করিবে সেই পরিতৃপ্ত হইবে।

**বরিশাল হিতৈষী**—ভাষা অতি সরল ও মধুর। প্রত্যেক বালক-বালিকার পাঠ করা উচিত।

**আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়**—এরূপ স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক পুস্তক বাংলাভাষায় যতই প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল।

**Forward**—This is an interesting narrative in Bengali in an easy style and should be read by our boys and girls.

**Bengalee**—The book is written in a simple and entertaining style and will be greatly appreciated by the younger folks, though the older ones will also find it very interesting.

## ২। হিন্দু সংগঠন

ছত্রপতি শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিংহ, রাণী দুর্গাবতী ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দের চিত্র সম্বলিত—মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

সংখ্যায় বহু, ধন-সম্পদ-বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়াও হিন্দু কেন বর্ব্বর আরব, তুর্কী, পাঠান মোগল দস্যুদলের চরণে ক্রীতদাসের ন্যায় স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াছিল ; কিরূপে নিরাশার ঘন অন্ধকারের মধ্যে ছত্রপতি শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি মহাপুরুষ হিন্দুকে উদ্বুদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়াছিলেন ; কিরূপে শুদ্ধি ও সংগঠনের সাহায্যে হিন্দুকে জগতে আবার আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ইহাতে পাইবেন।

**প্রবাসী** ( ভাদ্র, ১৩৩৪ ) আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তাশীলতা, গবেষণা ও দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে আজ অবধি হিন্দুজাতির গঠন ও সমাজ ব্যবস্থার সুন্দর পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রত্যেক হিন্দুযুবক এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তাঁহার হিন্দুত্ববোধ এবং হিন্দুর শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করুন।

**প্রবর্ত্তক** ( শ্রাবণ, ১৩৩৪ ) হিন্দুজাগরণ সম্বন্ধীয় নানা তথ্যপূর্ণ এই মূল্যবান বইখানি সত্যই হৃদয়ের দরদ দিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন। বইখানি বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে ঘরে স্থান পাউক।

**আনন্দবাজার পত্রিকা**—এই গ্রন্থ পড়িয়া বর্ত্তমান যুগের হিন্দুরা যদি নিজেদের শোচনীয় দুর্গতি ও ভয়াবহ ভবিষ্যৎ বুঝিয়া আত্মরক্ষার্থ, জাতিরক্ষার্থ প্রবুদ্ধ হয়, কার্য্যক্ষেত্রে যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করে, তবেই গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইবে।

**হিন্দু**—পাঠ করিয়া উপকৃত হইয়াছি। শিক্ষিত নরনারী মাত্রেরই পুস্তকখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

**বাঙ্গলার কথা**—শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়া হিন্দুসমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।